ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

ব্রহ্মকায়স্থ।

"ব্রহ্মকায়োদ্ভবত্বাদ্ধি ব্রহ্মকায়স্থ উচ্যতে।"

দেব শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা

সঙ্কলিত

দেব শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা। ১৩১৬ সাল।

নিবেদন

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের জাতিগত সমাজে "ব্রহ্মকায়স্থ" গ্রন্থখানি প্রচারিত হওয়ার আবশ্যকতা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা কায়স্থগণের আমূল বৃত্তান্ত জানেন না, অথবা সামান্য মাত্র জানিয়াও স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া তাহা গোপন করিয়া বিদ্বেষভাব ব্যক্ত করেন এবং যাঁহারা এসকল কথা যথেষ্ট জানেন, সকলের জন্যই "ব্রহ্মকায়স্থ" উপযোগী। কায়স্থ এবং কায়স্থেতর সকল বর্ণই এই গ্রন্থ পাঠে নিরপেক্ষ হইয়া এখন হইতে কায়স্থের প্রকৃত মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার যত্ন করিবেন। যে বংশে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দত্ত, শ্রীল গোস্বামী রঘুনাথ দাস প্রমুখ সর্ব্বদেববন্দ্য দিব্যসূরি সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যে বংশের আদি পুরুষ সর্ব্ব বর্ণের নিত্যনমস্য ন্যায়বিচারক চিত্রগুপ্তদেব এবং তৎ-সম্বন্ধীয় সূর্য্য চন্দ্রবংশ্য রাজন্য নিচয়, সেই জাতির আদর কাল-দোষে স্বার্থচক্রে গুপ্ত থাকিলেও কাল প্রভাবে আলোকিত হইবে।

কলিকাতা।
৪ঠা আশ্বিন ১৩১৬

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষবর্ম্মা
প্রকাশক।

সূচী পত্র

এই

“ব্রহ্মকায়স্থ”

আমার প্রথম রচনা, গ্রন্থিত করিয়া,

মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মই যাঁহার জীবনের একমাত্র চরিত্র,

ক্রিয়া, জ্ঞান, ও ভক্তি যাঁহার একাধারে কায়মনোবাক্য,

জগতকে প্রকৃত ধর্ম্মপথে আনয়নের জন্য যাঁহার আন্তরিক চেষ্টা দ্বিতীয় রহিত

অর্দ্ধ শতাব্দির অধিক কাল যাঁহার উপদেশাবলী সমুন্নত সাধুদিগকেও

অবিশ্রান্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে,

সেই পূজ্যপাদ অনুপম মহানুভব

মদীয় পিতৃদেব অষ্টোত্তর শত শ্রী

শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মহোদয়ের শ্রীশ্রীকরকমল সমীপে,

আন্তরিক প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে,

বিনীত ভাবে প্রণতাবনত হইয়া,

সমর্পণ করিতেছি।

শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।

২রা আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।

ভূমিকা

"যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবাঃ, যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ, তাবৎ কায়স্থজা বয়ম্॥"

অধুনা কলিকাতা মহানগরীতে কায়স্থ সভা সংস্থাপনের পর বঙ্গদেশে চকিতের ন্যায় জাতি সম্বন্ধে হঠাৎ একটি নবেহার অভ্যুদয় হওয়ায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ জাতিকে স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকটী রচিত হইল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ জাতির অবনতির কাল বল্লালের সময় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময় হইতে প্রায় ন্যূনাধিক অষ্টাদশ পুরুষ হীন অবস্থায় কাল যাপন করায় বঙ্গদেশের কায়স্থগণ স্ব স্ব পদ মর্য্যাদা ও সম্মান একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস পাঠে সকলেই অবগত আছেন যে অনিবার্য্য হেতুভূত কালের প্রবাহে উন্নতি ও অবনতি পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে। সেই উন্নতি ও অবনতি সামাজিক ব্যাপারেও অনাদিকাল হইতে ঘটিয়া আসিতেছে। প্রধান প্রধান জাতি সকল সমাজের অত্যন্ত উন্নত অবস্থা ও পরে অবনতির চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কায়স্থ মহোদয়গণ যদিও প্রায় সাত আটশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে কথঞ্চিৎ শূদ্রাচারে দিনাতিপাত করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের দ্বিজাচারে প্রত্যাবর্ত্তন ও লুপ্ত গৌরবের পুনরাবিষ্কৃতি কি সম্পূর্ণ আশাতীত? অবশ্য নহে। তাঁহারা স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য মাননীয়,

পূজ্য, বিশুদ্ধান্তঃকরণ পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে আপনাদিগের বংশের বহু পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক দ্বিজাচার গ্রহণ করিবেন। শ্রেষ্ঠ ও সদ্‌ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জতিগত স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।

এই পুস্তক খানি প্রকাশের জন্য মদীয় অগ্রজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান্‌ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা বিশেষ সহায়তা করায় তাঁহাদিগের নিকট আমি বিশেষ ঋণী আছি। মদীয় অন্য অগ্রজদ্বয় শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম, এ. বি, এল, ও শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ দত্ত বর্ম্মা ও মদীয় অনুজ শ্রীমান্‌ শৈলজা প্রসাদ দত্ত বর্ম্মার সহায়তা ও উৎসাহের জন্য তাঁহাদিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম, এ, ও শ্রীযুক্ত কুমার অমূল্য কৃষ্ণ দেববর্ম্মার প্রশংসনীয় উৎসাহের জন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতেছি। কবিরাজ শ্রীমান্‌ সুরেন্দ্র নাথ হালদার দেববর্ম্ম বিদ্যাভূষণের সাহায্য আমাকে বিশেষ রূপ উৎসাহিত করায় তাঁহাকেও ধন্যবাদ না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না।

কলিকাতা
২রা আশ্বিন ১৩১৬

বিনীত নিবেদক
শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ব্রহ্মকায়স্থ।

প্রথম অধ্যায়।

এই জগতে ভারতবর্ষ সনাতন আর্য্যদিগের বাস ভূমি। ভারতে সর্ব্বত্রই আর্য্যগণ বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছেন। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কায়স্থ জাতি যে ব্রাহ্মণগণের ঠিক নিম্ন স্থান অধিকার করেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু এই কায়স্থগণ কোথা হইতে উৎপন্ন এবং কি প্রকারে ভারতে দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় স্থান অধিকার করিলেন তৎসম্বন্ধে গবেষণা কয়েক-বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে কায়স্থগণ স্মার্ত্ত পণ্ডিত দ্বারা ন্যূনাধিক ব্রাত্যধর্ম্মাশ্রয়ে শূদ্রাচার অধিকার করিয়া ভগবৎ বিস্মৃতিক্রমে স্ব স্ব তেজ হ্রাস করিয়াছেন এবং যে সকল কায়স্থ স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ইচ্ছা করিতেছেন তাঁহারা বিশেষ চেষ্টার বলে আপনাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া অবগত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই এক্ষণে ব্রহ্মকায়স্থ পদবাচ্য। ব্রহ্ম কায়স্থ সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সকল বিষয় যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়, সেই যুক্তিবাদ বলে ব্রহ্মকায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে অধিক প্রয়াস করিতে হইবে না। তবে যদি আমরা শূকরের গোঁ

ধরিয়া বুঝিব না বলি, কাহার সাধ্য যে আমাদের বুঝায়? যখন কায়স্থবর্ণ ব্রহ্মকায়াৎ সমদ্ভূত তখন শুদ্ধ কায়স্থবর্ণ ব্রহ্মকায়স্থ শব্দে অভিহিত হইলে বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছেন। বেদ, পুরাণ ও সংহিতায় ইহার বহুল প্রমাণ আছে।

ঋগ্বেদে ঃ—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যকৃতঃ।
উরু যদস্য তদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।

মনুতে ঃ—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।

ভবিষ্য পুরাণে ঃ—

মুখতোঽস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভবাঃ॥

কিন্তু ইহাতে কায়স্থ বর্ণ কিরূপে উৎপন্ন হইলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। সাধারণতঃ কায়স্থ শব্দের অর্থে শরীরে অবস্থিত বুঝায়। কেবল শরীরে অবস্থিত বলিলে, কাহার শরীর এই প্রশ্ন আপনা হইতেই উদয় হয়। ইহার উত্তরে আমরা পদ্মপুরাণ হইতে প্রমাণ পাই যে ব্রহ্মকায় হইতে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি। উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে "ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে।" পুনরায় বর্ণসংবাদ

তন্ত্রে দেখিতে পাই যে "ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যেষাং তেষাং বর্ণে নিগদ্যতে।" ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লেখা আছে যে "মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।"

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসী প্রজাঃ।
তচ্ছরীরাৎ সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ॥
ক্ষেত্রজ্ঞা সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদাহৃতাঃ॥

অতএব আমরা উপরিউক্ত প্রমাণ গুলিতে দেখিতে পাই যে কায়স্থ জাতি ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ও কায়স্থ জাতির মধ্যে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান রহিয়াছে। কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ শ্রীচিত্রগুপ্তদেব ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে বিনির্গত হইয়াছেন এবং তাঁহাতে ব্রহ্মা স্বয়ং যমরাজ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" ব্রহ্মার পুত্র শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের ব্রহ্মতেজ স্বাভাবিক। সেই চিত্রগুপ্ত দেবের পুত্রগণই পৃথিবীতে ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উদ্ভব বৃত্তান্ত বোধকরি সকলেই অবগত আছেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মা জীবের সদসৎ কর্ম্ম জ্ঞাপনের জন্য ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার সমগ্র শরীর হইতে একটী বিচিত্র ব্রহ্মপুরুষ নির্গত হইলেন তাঁহার নাম চিত্রগুপ্ত এবং তিনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রাণীদিগের সদসৎ কর্ম্ম স্থিরীকরণের জন্য ধর্ম্মরাজ রূপে নিযুক্ত হইলেন।

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে :—

সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানে স্থিতস্তস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনীং।
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখ্যায় স নিয়োজিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্রোযজ্ঞভুক্ স বৈ॥
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থ বর্ণ উচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তিবৈ॥

ঐ চিত্রগুপ্ত দেব জ্ঞান বুদ্ধি ও বলে সর্ব্ব প্রধান হওয়ায় তাঁহার জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকৃত হইল। তখন তিনি ধর্ম্মরাজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় কাযেকাযেই ক্ষত্রিয়োচিত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাব সেই মর্য্যাদা ও পদ দর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে তুমি আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এই কারণ তুমি কায়স্থ বলিয়া বিদিত হইবে। তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইবে। তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মের তত্ত্বাবধারক হইয়া ক্ষত্রোচিত যথাবিধি রাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ধর্ম্মরাজপুরে বাস করতঃ প্রজা সৃষ্টি করিবে। ব্রহ্মার এই আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম যুগপৎ পালন করিতে লাগিলেন। তিনি এককালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং

অপরবর্ণ দ্বয়ের বিধাতা ও পাতা হইলেন। ক্রমে তিনি সূর্য্য-দেবের কন্যা ছায়াসুতা, অনন্তদেবের কন্যা সুদক্ষিণা ও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শ্রীধর্ম্মশর্ম্মা যাহাকে বিষ্ণুশর্ম্মা বা ভুলক্রমে বিশ্বকর্ম্মা নামে কোন কোন পুস্তকে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করিয়া বঙ্গকায়স্থ জাতি উৎপন্ন করিলেন। কোন কোন মতে অনন্ত দেবের কন্যা ইরাবতী ও শ্রীধর্ম্মশর্ম্মার কন্যা সুদক্ষিণা দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক দেবকন্যা ও ব্রাহ্মণ কন্যা গর্ভে ভানু, বিভানু, বিশ্বভানু ও বীর্য্যবান, চারু, সুচারু, চিত্র ও মতিমান্ এবং চিত্রচারু, চারুণ, অতীন্দ্রিয় ও হিমবান নামক দ্বাদশটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে চারু মথুরায় গিয়া মাথুর, সুচারু গৌড় দেশে গিয়া গৌড়, চিত্র ভটনদী তটে গিয়া ভটনাগরিক, মতিমান সাঙ্কলা নগরে গিয়া সখসেন, হিমবান অম্বষ্ঠ নগরে গিয়া অম্বাদেবীর আরাধনা করিয়া অম্বষ্ঠ, ভানু শ্রীবাসনগরে গিয়া শ্রীবাস্তব, বিভানু শূরসেনে গিয়া সূর্য্যধ্বজ এবং বিশ্বভানু, বীর্য্যবান্, চিত্রচারু, চারুণ ও অতীন্দ্রিয় ঐ রূপে কুলশ্রেষ্ঠ, বাহ্লীক, নৈগম, করণ ও অহিষ্ঠান নামে অভিহিত হন। এখনও শ্রীবাস্তবগণ শ্রীনগরে, ভটনাগরগণ মজাফরনগরে, সক্সেনাগণ এটোয়া ও কানোজে, সূর্য্যধ্বজগণ দীল্লিতে, অম্বষ্ঠ গণ বেহার প্রদেশে ও ভারতের সর্ব্বস্থানে চিকিৎসা কার্য্যে অবস্থান করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভবিষ্যপুরাণে এই রূপ লিখিত আছে :—

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি তে।
শ্রীমদ্রা নাগরা গৌড়াঃ শ্রীবৎসাশ্চৈব মাথুরাঃ ॥

অহীফণাঃ শৌরসেনাঃ শৈবসেনাস্তথৈব চ।
কর্ণাকর্ণ দ্বয়ঞ্চৈব অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সত্তমাঃ ॥

ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে

১। শ্রীমদ্র অর্থাৎ নৈগম
২। নাগর অর্থাৎ ভটনাগর
৩। গৌড় অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থ
৪। শ্রীবৎস অর্থাৎ শ্রীবাস্তব
৫। মাথুর অর্থাৎ মাথুর কায়স্থ
৬। অহীফণ অর্থাৎ অষ্টিষ্টান
৭। শৌরসেন অর্থাৎ সূর্য্যধ্বজ
৮। শৈবসেন অর্থাৎ সখসেন
৯। কর্ণ অর্থাৎ করণ
১০। আকর্ণ অর্থাৎ বাহ্লীক
১১। অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বিহার কায়স্থ
১২। সত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, যাহাকে সচরাচর কুলশ্রেষ্ঠ বলা হয়, ইহাঁরা সকলেই চিত্রগুপ্ত সন্তান।

ঐ ভবিষ্যপুরাণে অন্য পাঠে পুনরায় দৃষ্ট হয়—

চিত্রগুপ্তাচ্চ যে জাতাস্তান্ পুত্রান্ কথয়ামি তে।
চিত্রগুপ্ত. . কন্যৈকাং সূর্য্যশ্ছায়াভবাং দদৌ ॥
বিষ্ণুশর্ম্মা দদৌ চৈকাং অংশুস্তশ্চ তথা পরাং।
একৈকস্যাশ্চতুঃ পুত্রান্ জনয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥

এবং দ্বাদশ পুত্রাশ্চ জাতা ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তারো ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারকাঃ ॥
তাংশ্চাপি সুন্দরান্ খ্যাতান্ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদান্।
গৌড়শ্চ মাথুরশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ।
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তশ্চাহিষ্ঠানঃ করণস্তথা ॥
কুলশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যধ্বজোঃ নিগমঃ বাহ্লীকোদ্বিজাঃ।
এতে সর্ব্বগুণোপেতাঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ঙ্করাঃ ॥
সুষুবে চতুরঃ পুত্রান্ কন্যা বৈ বিষ্ণুশর্ম্মণঃ।
কুলশ্রেষ্ঠাদয়স্তেতু দেশে দেশে ভ্রমন্তি চ ॥

ভবিষ্যপুরাণ পাঠে আমরা অবগত হই যে উপরিউক্ত দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে ছায়াভব ও সুদক্ষিণার পুত্রগণ দেবসম্ভূত ও শ্রীচিত্রগুপ্ত-দেবের উপদেশে ক্ষত্রিয়াচারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই ক্ষত্রিয় কায়স্থ বলিয়া জগতে বিদিত হন। ব্রাহ্মণ কন্যা ইরাবতীর পুত্রগণ দেশ ভ্রমণ করিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় রত থাকিয়া ব্রাহ্মণাচারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাহারাই ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া বিখ্যাত হন। সেই কারণেই কায়স্থগণের মধ্যে আচার ব্যবহারে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। সূর্য্যধ্বজ, কুলশ্রেষ্ঠ, বাহ্লীক প্রভৃতি কায়স্থ-গণ এখনও সুদূর পশ্চিমে ব্রাহ্মণাচার বিশেষরূপে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মকায়স্থগণ প্রভু, ঠাকুর, গোস্বামী, রাজবৎ কায়স্থ প্রভৃতি নামে ভারতের নানা স্থানে বিখ্যাত আছেন। ইঁহাদের অধিকাংশই দ্বাদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করেন। এইরূপে ভারতের সর্ব্বস্থানে শ্রীচিত্রগুপ্ত বংশজাত

ব্রহ্মকায়স্থগণ অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে উপরোক্ত প্রমাণ ও যুক্তিতে বোধ হয় ব্রহ্মকায়স্থ সম্বন্ধে সন্দেহ নিবাকরণ হইয়া থাকিবে। এ সম্বন্ধে আরো প্রমাণ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অহল্যাকামধেনুরনবমবৎসধৃত ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত কার্ত্তিক-শুক্লদ্বিতীয়াব্রতকথা সন্দর্ভে চিত্রগুপ্তবংশীয়দিগের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয় আচারে অবস্থান করা হেতু কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া ও অভিহিত, কিন্তু বস্তুত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আচার একত্র মিলিত থাকায় ইহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয়। ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দটা নূতন নহে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় রাজসাহী জেলায় বহুকাল পূর্ব্বে লিখিত প্রস্তরখোদিত ফলকে এইরূপ পাইয়াছেন।

"স ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় নাম জনি
কুলশী দাম সামন্ত সেনঃ।

যজুর্ব্বেদের একস্থানে ব্রহ্মক্ষত্র শব্দ পাওয়া যায়। যথা,—
ওঁ ঋতসাঢ়্তধামম্বি গন্ধর্ব্বঃ সন্ ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং। পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্।" কালের প্রবাহের সহিত সমস্তই পরিবর্ত্তনীয়। সম্প্রতি ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল কাগজে ও কলমে ব্যবহৃত হয়। যখন অসির পরিবর্ত্তে মসীর প্রচলন হইল তখন ক্ষত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে কায়স্থ শব্দ আপনা হইতেই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বাস্তবিক ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ শব্দে কোন প্রভেদ নাই। এই দুই একই শব্দ। এইরূপ কথিত আছে যে—

"ক্ষত্রে শব্দেন কায়ংস্যাৎ 'ইয়েতি স্থিতিবাচকঃ।
তথা ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বুধ্যতে॥"

ইহাতে দেখা যায় যে ক্ষত্র শব্দের অর্থ "শরীর", যাহার আর একটী নাম "কায়", এবং ইয় শব্দের অর্থ স্থিতি বাচক, "স্থিত" অথবা "স্থ"। সুতরাং ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কায়স্থ। উভয় শব্দ একার্থ বোধক। পুনরায় ক=ব্রহ্মা, আয়=বাহু, স্থ=স্থিত এবং ক্ষত্রিয়গণ শাস্ত্রে দেখা যায় যে ব্রহ্মার বাহু হইতে জাত। ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ক্ষত্র=কায়, ইয়=স্থিতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়=কায়স্থ। বস্তুত একটু স্থির চিত্তে গবেষণা করিলে ইহা দৃষ্ট হয় যে ক্ষত্রিয় শব্দ অপভ্রংশে ব্যবহৃত হইয়া ক্ষৈত্র, ক্ষৈস্থ, কৈস্থ, কায়স্থ রূপ দাঁড়াইয়াছে। এবং কায়স্থ শব্দও কায়ত্র, ক্ষায়ত্র, ক্ষৈত্র, ক্ষত্রিয় হইয়াছে। এইরূপ পরস্পরের সৌসাদৃশ্য পরস্পরে প্রতিভাত হইয়া একটী শব্দ দুইটী রূপে আমরা পাইতেছি। লেখক ও যুদ্ধবিদ্ দুই ভ্রাতা এক শ্রেণীর হইলেও লেখকের ব্রাহ্মণাচার বশতঃ লেখককে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপে ক্ষত্রিয়গণ সদা সর্ব্বদা দেখিতেন। যখন মহামায়ার প্রতিমা পূজা প্রচলন হইল তখন ঐ দুই ভ্রাতা পুত্র স্বরূপ গণেশ ও কার্ত্তিক রূপে মহামায়ার দক্ষিণ ও বাম হস্ত হইয়া প্রতিমা মধ্যে স্থান পাইলেন। গণেশ কায়স্থ, কার্ত্তিক ক্ষত্রিয়। সরস্বতী গণেশের সহায় ও লক্ষ্মী কার্ত্তিকের সহায় রূপে বর্ত্তমান। ক্রমে কায়স্থদিগের প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়-গণ আপনাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ বাচো পরিচয় দিতে সম্মানিত মনে করিতেন। কারণ তাঁহারা বাহু অর্থাৎ ভুজ বলে বলীয়ান্ হইয়াও ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে উৎপন্ন ধীসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্রহ্ম-কায়স্থ জাতির পরিচয়ে গৌরবান্বিত মনে করিয়া ঐ পরিচয় কামনা করিতেন। পৌরাণিক কালে ক্ষত্রিয়গণ কায়স্থ নামে

অভিহিত হইতেন। স্কন্দ পুরাণে ইহার প্রমাণ স্পষ্টরূপে রহিয়াছে।

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতী তলে ॥"

বাহু শব্দের অর্থ শক্তি। ক্ষত্রিয় জাতি ও ব্রহ্ম শক্তিতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্ম শক্তি বিশিষ্ট থাকায় ব্রহ্মকায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য স্বল্প ছিল।

পুনশ্চ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রচেতার পুত্র দক্ষ কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা সম্প্রদান করেন। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান। বিবস্বানের দুই পুত্র, ১। বৈবস্বত মনু ও ২। যম। ধীমান মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হন। ঐ মনু ইলা নামে এক ক্ষত্র ধর্ম্ম রত সন্তান উৎপন্ন করেন। ইলা হইতে পুরুরবা জন্ম গ্রহণ করেন। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর গর্ভে নহুষ রাজের জন্ম হয়। নহুষের পুত্র যযাতি। তিনি রাজ ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ কন্যা শুক্র তনয়া দেবযানীকে বিবাহ করেন। এই স্থলে মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে দেবযানী ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়াও ক্ষত্রিয় যযাতিকে বিবাহ করাতে কোনরূপ দোষ হয় না বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়গণও ব্রাহ্মণের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে তাঁহাকে ভার্য্যারূপে অঙ্গীকার করা যযাতির পক্ষে দোষাবহ নহে। পরে ঐ বিবাহে শুক্রাচার্য্য স্বয়ং অনুমতি করিলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্যের গৌরবের ও সম্ভ্রমের কিছুমাত্র হ্রাস দেখিতে পাওয়া

যায় না। বস্তুত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে সেইকালে পরস্পর বিবাহাদি চলিতেছিল। মহাভারত গ্রন্থে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে পৌরাণিক কালে ক্ষত্রিয়গণ নিঃস্ব হইলেই ব্রাহ্মণ পরিচয়ে কাল যাপন করিতেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব বনবাস কালে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত ছিলেন। ভীমসেন রাজসভায় পাচকের কার্য্য করিয়াও কোনরূপ অপবাদ বা ভৎর্সনা প্রাপ্ত হন নাই। সেই কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল নামান্তর ছিল।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত বর্ণস্থ পরশুরাম যখন ক্ষত্রবল খর্ব্ব করিলেন তখন ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন এবং পরশুরামকে ক্ষত্রিয় ব্যবহারে তাঁহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিতে কৃতসংকল্প দেখিয়া তাঁহারা অসি পরিত্যাগে মসীধারণানন্তর কায়স্থ জাতির মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করতঃ তাঁহাদিগের জন্মগত ব্রহ্মতেজ সংরক্ষণে রতী হইলেন। এবম্বিধ ব্যবহারে তাঁহারা ব্রহ্মকায়স্থ ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় এই দুই সমবাক্য প্রকাশ করিয়া ভারতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ও পরশুরামকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্র পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই গর্ব্বিত ক্ষত্রপদাসীন রাম শ্রীরামচন্দ্র সমীপে উপনীত হইলে ভগবান্ রামচন্দ্র দ্বারা তাঁহার পরাক্রম জনিত গর্ব্ব চূর্ণ হইল ও তিনি তৎকর্ত্তৃক মহেন্দ্র পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হইলেন। পুনরায় কায়স্থ নামধারী ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রবল প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে স্বধর্ম্মে ক্ষত্রিয়ত্বে স্থাপন করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ তাহা করিলেন না। মতান্তর হেতু কতকগুলি ব্রহ্ম কায়স্থ রূপেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পুনরায় অসি গ্রহণ করিলেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়া

রাজ্যশাসন, যুদ্ধকার্য্য ও শারীরিক বল দ্বারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিলেন। মসীজীবিগণ তদনন্তর বিদ্যাচর্চ্চা, শাস্ত্রাভ্যাস, বেদাধ্যয়ন, বিদ্যা বুদ্ধির কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া শ্রীচিত্রগুপ্তদেব বংশীয় ব্রহ্মকায়স্থগণের সহিত আচার ব্যবহারে সম্বদ্ধিত হইতে লাগিলেন।

বাস্তবিক তাঁহাদের তখনকার অবস্থা সুচারুরূপে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ব্রাহ্মণোচিত হইয়াছিল এবং ব্রহ্মকায়স্থ পদ তাঁহাদিগের কার্য্যানুরূপই হইয়াছিল। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে ক্ষত্র কায়স্থ নামধারী দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে জাত পুত্র চিত্রসেন, চিত্রগুপ্ত বংশ সম্ভূত এক ব্রহ্মকায়স্থ কন্যাকে ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ক্ষত্রিয় বংশজাত কায়স্থ নামধারী একপুত্র এক ব্রহ্মকায়স্থ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাহাতে বর্ণদ্বয়ের মধ্যে আচার ব্যবহারে সে সময়ে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেরই ঐ সম্মিলনে অনুমতি ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে এইরূপ পরস্পর সংযোগে ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ আখ্যায় জগতে প্রচারিত হইলেন। ক্রমে ব্রহ্মকায়স্থ ও ক্ষত্রিয় কায়স্থের পার্থক্য রহিল না। সকলেরই নাম কায়স্থ হইল। কিন্তু কায়স্থের স্বধর্ম্ম বেদপাঠ, বিদ্যাচর্চ্চা, বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান, সকল দ্বিবদমান বিষয়ের মীমাংসা করা, রাজ্যশাসন ও রাজ্যশাসনে সহায়তা করা, অপরাধীগণের দণ্ড বিধান করা, পাপপুণ্যের বিচার করা, ধর্ম্মাধর্ম্ম স্থির করা, স্বভাবতঃই

তাঁহাদের বর্ণ ধর্ম্ম রূপে বিরাজ করিল। উহাতে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়াচার অল্প হইয়া ব্রাহ্মণাচার অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহারা ব্রহ্মকায়স্থপদে দৃঢ়রূপে লোক মধ্যে বরিত হইলেন। ব্যবহারিক ক্রিয়ায় জাতি নির্ণয় হয় ইহাই স্বভাবতঃ দেখা যায়। ব্রহ্মতেজের সহিত অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণের আচারে থাকিয়া ব্রহ্মকায়স্থগণ কোলাহল দ্বন্দ্বপূর্ণ জগত হইতে একটু স্বতন্ত্র অবস্থান করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইলেন। কাশ্মীর প্রদেশে যে সকল কায়স্থগণ বাস করিলেন তাঁহারা দুই প্রকারে বিভক্ত হইলেন। একের নাম রাজবৎ, অপরের নাম শূদ্রবৎ। রাজবৎ কায়স্থগণই ব্রহ্মকায়স্থ। তাঁহারা স্বধর্ম্মাচারী যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, অর্চ্চনা, জপ, তপ, বেদপাঠ, গুরুক্রিয়া ও পৌরোহিত্য কার্য্যে রত। শূদ্রবৎ কায়স্থগণ ব্রাহ্মণাচার বিবর্জ্জিত হইয়া রাজবৎ কায়স্থগণের ন্যায় সম্মানিত হন না। পাঞ্জাব প্রদেশে যে সকল কায়স্থ আছেন তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে সূর্য্যধ্বজ কায়স্থগণই ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন হেতু ব্রহ্মতেজ সংরক্ষণে সমর্থ। তাঁহারাই তথায় ব্রহ্মকায়স্থ। গুজরাট ও কচ্ছ প্রদেশে কায়স্থমাত্রেরই ব্রাহ্মণাচার দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই ও পুনা প্রদেশে কায়স্থগণ যদিও ব্রাহ্মণাচারে অবস্থান করেন তথাপি তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারাও প্রকৃত ব্রহ্মকায়স্থ কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদোক্ত হোম কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন। রাজপুতানা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে কায়স্থগণ প্রভু নামে অভিহিত হইয়া ক্ষত্রিয়াচারে কাল যাপন করেন। বিহারে অম্বষ্ঠ বংশীয় একটী কায়স্থ সমাজ বিদ্যমান রহিয়াছে। বঙ্গদেশে বর্ত্তমানকালে ব্রহ্মকায়স্থগণ

নিজ নিজ পদ মর্য্যাদা বুঝিয়া লইতে শিক্ষা করিতেছেন এবং অনেকে এখন ব্রহ্মকায়স্থ নামে অভিহিত। এখানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকগুলি কায়স্থ সন্তান অর্দ্ধ শতাব্দি ধরিয়া স্বধর্ম্ম সংস্থাপন রূপ যজ্ঞোপবীতের সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বঙ্গে কায়স্থ সমাজ এখন নিদ্রাভিভূত নহে। যজ্ঞ সূত্রের অবমাননা কেহই করিতে সমর্থ হইতেছেন না। যজ্ঞসূত্র ধারণ করা প্রত্যেক কায়স্থ জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির হইয়াছে। কায়স্থগণও দ্বিজাচারী হইয়া যজ্ঞ সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মতেজ সংরক্ষণে ব্রতী হইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনু সংহিতায় লিখিত আছে যে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজউচ্যতে।" দ্বিজ শব্দের অর্থ যাঁহার দুইবার জন্ম। মনুষ্যলোকে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি সংস্কার যুক্ত সুতরাং তাঁহারাই দ্বিজ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

এই মনুবাক্যে দেখা যায় যে শূদ্রজাতি সংস্কার শূন্য, কখন দ্বিজ হইতে পারেন না। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ব্রহ্মকায়াৎ সমদ্ভূত কায়স্থ জাতি সংস্কার বিশিষ্ট। ব্রহ্মকায়স্থ জাতি দশবিধ সংস্কারের অধিকারী। বিজ্ঞান তন্ত্রে ব্রহ্মা বলিয়াছেনঃ—

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোসি মমকায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতো লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে পুনরায় দৃষ্ট হয় যে ব্রহ্মা চিত্র ও বিচিত্রকে বলিতেছেন "তোমরা ক্ষত্রিয় বর্ণস্থ এবং দ্বিজজাতি। তোমরা কৃতোপবীত ও বেদশাস্ত্রাধিকারী।

ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ ॥

মহাকালসংহিতা যাহাকে লোকে যমস্মৃতি কহে, সেই গ্রন্থের বর্ণ ধর্ম্ম প্রকরণে ১২০ অধ্যায়ে ১৫২ শ্লোকে কায়স্থ জাতি শূদ্র নহে একথা বলা হইয়াছে।

"কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ ॥"

বৃহদ্‌ব্রহ্মখণ্ডে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করায় কায়স্থগণের দ্বিজ প্রমাণ আপনা হইতেই হইয়াছে।

বৎস তে কিং মনোদুঃখং ময়ি তিষ্ঠতি ধাতরি।
ক্ষত্রিয়া বাহুসম্ভূতা শতং মদ্‌ বাহুজো মহান্‌ ॥
ভবান্‌ ক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ সমস্থান সমুদ্ভবাৎ।
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ঃখ্যাতো ভবান্‌ ভুবি বিরাজতে ॥
ত্বদ্বংশসম্ভবা যে বৈ তেপি সংসমতাং গতাঃ।
তেষাং লেখ্যাদি বৃত্তিশ্চ ক্ষত্রিয়াচারতৎপরাঃ ॥
সংস্কারাদীনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয়জাতিষু।
তানি সর্ব্বাণি কার্য্যাণি মদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনাং ॥
উক্ত্বা প্রজাপতিরিদং তত্রৈবান্তর্দধে বিভুঃ।
এবমুক্তশ্চিত্রগুপ্তঃ প্রসন্নহৃদয়োভবৎ ॥

এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন যে দ্বিজজাতির বেদে অধিকার আছে। কায়স্থজাতির আবির্ভাব কাল হইতেই

লেখা পড়া করা জীবনের মুখ্য কার্য্য। তাঁহারা বুদ্ধি ও কৌশল প্রভাবে জগতকে শাসন করিয়া রাখেন। যাজ্ঞবল্ক্যে লিখিত আছে যে পীড্যমানাঃ প্রজাঃরক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ। এবং মিতাক্ষরা টীকাকার "কায়স্থৈঃ" শব্দের ব্যাখ্যায় রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় রাজের সহিত কায়স্থগণের যৌন সম্বন্ধ নিবন্ধন শাসন বিষয়ে কায়স্থের প্রচুর প্রভব এবং তদুত্থ প্রজা পীড়া অবশ্যম্ভাবী বিচার করিয়া ব্যবস্থাপক মহাশয় রাজাকে কায়স্থ হইতে বিশেষ ভাবে প্রজা রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে ব্রহ্ম বচনে কায়স্থ দ্বিজাতি, ক্ষত্রবর্ণ ও বেদশাস্ত্রাধিকারী নির্ণীত হইয়াছেন। স্মৃতি শাস্ত্রেও কায়স্থ শ্রুত্যধ্যয়ন সম্পন্ন স্থির হইয়াছেন। বীর মিত্রোদয়ের ব্যবহারাধ্যায়ে (কায়স্থ) লেখককে দ্বিজাতি বলা হইয়াছে। "শ্রুত্যধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তের্গণকো দ্বিজাতিঃ। তৎ-সাহায্যাৎ লেখকোপি দ্বিজাতিঃ।" "কায়স্থাঃ গণকাঃ লেখকাশ্চ" ইতি বিজ্ঞানেশ্বর গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণগ্রন্থে পাতাল খণ্ডে "কায়স্থোক্ষরজীবকঃ" বাক্যটী দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতে লিখিত আছে "অয়ং লিখন বৃত্তি কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ"। হলায়ুধ স্মৃতিতে ও ঐরূপ দেখা যায় "লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষর জীবিকঃ।" শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থকে "লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে বিচক্ষণান্" বলিয়া পরাশর হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। মনুসংহিতায় অষ্টম অধ্যায়ে ৩য় শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্যে কায়স্থ হস্ত লিখিতই প্রমাণ বলিয়া কথিত আছে। "রাজাগ্রহার-শাসনান্যেক-কায়স্থ-হস্তলিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।" গরুড় পুরাণে ১৯ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টঃ কর্ম্মজং দেহমাশ্রিতঃ।
তং দেহং স সমাসাদ্য যমেন সহ গচ্ছতি ॥
চিত্রগুপ্ত পুরং তত্র যোজনানান্ত বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ ॥
মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধু সুলেখকঃ ॥

অমরসিংহরচিত অমরকোষ অভিধানে ক্ষত্রিয় বর্গ মধ্যে লেখক জাতির স্থান নিঃসংশয়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ৭৪৩ শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"লিপিকারোঽক্ষর বচনোঽক্ষর চুঞ্চুশ্চ লেখকে।"

ক্ষত্রিয় বর্গ।

ব্যোমসংহিতায় বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু ভূপতে ॥

বিষ্ণুসংহিতায় বলিয়াছেন :—

"রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত-কায়স্থ-কৃতং
তদধ্যক্ষকর চিহ্নিতং রাজ সাক্ষিকম্।"

বৃহৎপরাশর সংহিতায় বলিয়াছেন :—

শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্তু হিতৈষিণঃ ॥

আমাদের বঙ্গদেশে সত্যনারায়ণের পাঁচালী ঘরে ঘরে সকলেই অবগত আছেন। ঐ সত্যনারায়ণে কায়স্থগণ যে কখনই শূদ্র নহেন এবং পণ্ডিত লোকের নিকট তাঁহারা দ্বিজ বলিয়া চিরন্তন মান্য পাইয়া আসিয়াছেন তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

"কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ জন্মদাতা হয়।
দানে মানে পণে কেহ ইহতুল্য নয়॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক জাতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
বৈশ্য জাতি ব্যবসায়ী নাহি কিছু দান॥
শূদ্রের শুশ্রূষাধর্ম্ম অন্য কর্ম্ম নাই।
বর্ণাধম মহানীচ ভ্রমে ঠাঁই ঠাঁই॥"

(কায়স্থ কৌস্তুভ ধৃত পাঁচালি)

কায়স্থ রাজা পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্ত নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং বেদ শাস্ত্রের আর্য্যাচ্ছন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ আমরা মেরুতন্ত্রে ১৯৯ পটলে প্রাপ্ত হই।

বিরাট্ কায়জ বংশস্থঃ কায়স্থ ইতি বিস্মৃতঃ।
আর্য্যাচ্ছন্দঃ প্রকাশাত্তু আর্য্যাবর্ত্তঃ প্রমুচ্যতে॥
অয়ং তু নরমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রস্তু দ্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥

উপরিউক্ত শ্লোকটী পাঠ করিলে কায়স্থগণের যে বেদে অধিকার ছিল এবং কায়স্থ কর্ত্তৃক আর্য্যাচ্ছন্দঃ গ্রন্থিত হইয়াছিল তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন কায়স্থ জাতির

বেদশাস্ত্রে অধিকার তখন কোন্ ব্যক্তি কায়স্থগণকে দ্বিজ বলিয়া অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন?

১১৮২ সালে ফাল্গুন মাসে নিম্নলিখিত জগন্মান্য নবদ্বীপ নিবাসী প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রকাশ্যে স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে উপরিউক্ত কায়স্থরাজা তাঁহার রাজধানী বিদ্যানগরে বেদের আর্য্যাছন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীরামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার।
„ শ্রীবীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন।
„ শ্রীকৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার।
„ শ্রীকৃপারাম তর্কালঙ্কার।
„ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম।
„ শ্রীগৌরকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত।
„ শ্রীকৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার।
„ শ্রীসীতারাম ভট্ট।
„ শ্রীকালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ।
„ শ্রীশ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।

আরো এ স্থলে বক্তব্য এই যে ঐ রাজা ঐ আর্য্যাছন্দ প্রকাশ করিয়া এই বিশাল সহস্র যোজন স্থানকে যে আর্য্যাবর্ত্ত নামে আজ হিন্দু জগত গৌরবান্বিত, সেই আর্য্যাবর্ত্ত নাম দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিকের নবমাঙ্কে বর্ণিত আছে যে চারুদত্ত নামক জনৈক ব্যক্তি বসন্তসেনা নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে ঐ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কায়স্থ পরিবৃত বিচারপতির সম্মুখে নীত হন। এমতে দেখা যায় যে কায়স্থেরা পূর্ব্বে রাজ্যের

বিচারকার্য্যে প্রাড্‌বিবাক্‌পদে নিযুক্ত থাকিতেন। মুদ্রারাক্ষসে দেখিতে পাওয়া যায় যে কায়স্থ-মন্ত্রী শকট ও ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী রাক্ষস রাজসভাতে তুল্যাসন প্রাপ্ত হইতেন। রাক্ষস এবম্ভুত ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন যে তিনি তাৎকালিক বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন সর্ব্বজন মান্য গভীর নীতি বেত্তা ও শিক্ষাদাতা প্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিতকে কৃষ্ণকায় হেতু বিপ্রের অনুপযুক্ত মনে করিয়া রাজসভায় আসন প্রদানে স্বীকৃত হন নাই। সেই ব্রাহ্মণ রাক্ষস অবলীলাক্রমে কায়স্থ শকটকে সমব্যক্তি জ্ঞানে সখ্য করিয়া একাসনে বসিতে ও নিদ্রা যাইতে আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন। সে সময়েও কায়স্থজাতির অবমাননা ব্রাহ্মণগণ করিতেন না।

কাশ্মীরের রাজপণ্ডিত শ্রীসোমদেব ভট্ট "কথা সরিৎসাগরে" কায়স্থদিগকে সন্ধি ও বিগ্রহ সচীব বলিয়া লিখিয়াছেন। "সন্ধি-বিগ্রহ-কায়স্থ।" ঐ প্রদেশের শ্রীকলহণ পণ্ডিত কৃত "রাজত-রঙ্গিণী" গ্রন্থে কায়স্থজাতি কাশ্মীরাধিপতির সন্ধিবিগ্রহকারী সচীব, সেনাপতি, সামন্ত, কোষাধ্যক্ষ, প্রভৃতি পদ সকল অধিকার করিতেন লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থের ৪র্থ তরঙ্গে কাশ্মীরে ষোড়শ-সংখ্যক কায়স্থ নরপতি রাজত্ব করিতেন ইহাও বর্ণিত আছে।

ধ্রুবানন্দ কারিকায় দৃষ্ট হয় যে বঙ্গদেশের অধীশ্বর আদিশূর মহারাজ, যাঁহার আর একটী নাম জয়ন্ত, কায়স্থ ছিলেন।

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠ-নামকঃ।
অভবত্তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥
অগমদ্ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবি-প্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বলান্॥

আদিশূর রাজা যে কায়স্থ ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে জয়পীড় নামক কাশ্মীরের দশম কায়স্থ রাজা গৌড়দেশে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে আসিয়া গৌড়রাজ আদিশূর জয়ন্তের কন্যা শ্রীমতী কল্যাণদেবীকে কায়স্থকন্যা জানিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন।

আইনি আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে বঙ্গদেশে ভোজগর্ব্ব বংশীয় ৯ জন কায়স্থ রাজা আদিশূর রাজার পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কায়স্থগণ যে ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি রহিয়াছে। তাঁহারা রাজা ও ক্ষত্রিয়-পথাবলম্বী, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজ্যশাসন ভার না পাইতেন তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চা ও যাগযজ্ঞাদি অনুশীলনে দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহারাই ব্রহ্মকায়স্থের স্বভাব সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচারে রত থাকুন অথবা ব্রাহ্মণাচারেই রত থাকুন তাঁহারা যে দ্বিজগণের আচার ব্যবহার গুলি কখনই অবহেলা করেন নাই তাহা পুরুষানুক্রমে কালের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহারা যে দ্বিজ তাহার আর সন্দেহ নাই। যে কালে আদিশূর মহারাজ যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি উত্তম দ্বিজের অভাব বোধ করিয়া কান্যকুব্জের তাৎকালিক অধিপতি শ্রীবীরসিংহকে তাঁহার যজ্ঞ কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত দশ সংখ্যক দ্বিজ গৌড়দেশে প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে রাজা বীরসিংহ পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চব্রহ্মকায়স্থ, এই দশজন দ্বিজকে যজ্ঞার্থে যাজ্ঞিক করিয়া গৌড় দেশে পাঠাইয়াছিলেন। কবিভট্ট শালীবাহন কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে :—

কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যৈশ্চাভিমন্ত্রিতঃ ॥
গৌড়েশ্বর মহারাজ রাজসূয়মনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ ॥

কতকগুলি সংস্কার যাহা কায়স্থগণের মধ্যে অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে ঐ সংস্কার গুলি প্রত্যেক দ্বিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শূদ্রজাতির ঐ সকল সংস্কারে অধিকার নাই। প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় অন্নপ্রাশন ক্রিয়ায় কায়স্থগণ কখনই পুরোহিতের দ্বারা বালকের মুখে অন্ন প্রদান করেন না। কেবল শূদ্র জাতি, পুরোহিত অথবা শ্রেষ্টবর্ণ দ্বারা বালকের মুখে অন্নদিয়া থাকেন। উহা কায়স্থাচার বিরুদ্ধ। কায়স্থগণ দ্বিজ বংশোদ্ভব বলিয়া ঐ রূপ শূদ্রাচারে সম্মত হন নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে মন্ত্রগ্রহণে কেবল দ্বিজেরই অধিকার আছে। শূদ্রের মন্ত্র দীক্ষা সংস্কার নাই। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বামীকৃত টীকায় লিখিত আছে। যথা ইদানীং বর্ণ ধর্ম্মান্ বক্তুং শূদ্রস্তু ন মন্ত্রবৎ সংস্কার যুক্তং জগাদ নচোপনয়নবন্তং অতো নাসৌ দ্বিজঃ। স্মৃতিতেও উক্তহয় যে শূদ্রের বিবাহ সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার নাই। "বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোপি লভতে সদা" ইতি স্মৃতিঃ। কিন্তু দ্বিজবলিয়া কায়স্থগণের মধ্যে মন্ত্রগ্রহণ সংস্কার চির প্রচলিত। ইহাঁদিগের মন্ত্র সকল ওঁ যুক্ত। তৃতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে বিবাহ সংস্কারে শূদ্রজাতির প্রথা হইতে কায়স্থগণের প্রথায় কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। কায়স্থগণ যদি শূদ্র হইতেন তাহা

হইলে ইহাঁদিগের সগোত্রে ও সমান প্রবরে বহুপূর্ব্ব হইতে বিবাহের প্রথা চলিয়া আসিত। যাঁহারা দ্বিজ তাঁহাদের মধ্যে কখনই সগোত্রে বিবাহ নাই। কায়স্থগণ দ্বিজ বলিয়া কখনই সগোত্রে বিবাহ করেন নাই। এমতে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সর্ব্ববিষয়ে দ্বিজের আচার আছে, কেবল তাঁহারা উপনয়ন বিহীন। ইহার কারণ বল্লাল সেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে সূত্রের বোঝা কয়েক পুরুষের জন্য মাত্র স্কন্ধ হইতে অপহৃত হইয়াছিল। ঐ উপনয়নের অভাবে মণি হারা ফণীর ন্যায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ নিস্তেজ হইয়াছিলেন। ইদানীন্তন কায়স্থজাতি কোন্ বর্ণ বলিয়া তর্ক বিতর্ক হওয়ায় ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ। আমরা অবগত হইয়াছি যে জয়পুরাধিপ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ কায়স্থবর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সেন্সস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বরন্ সাহেব কায়স্থজাতির বর্ণ স্থির করিবার জন্য জয়পুরের মহারাজকে পত্র লেখেন। ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া জয়পুরের রাজা যাবতীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের প্রেরিত প্রতিনিধিগণ লইয়া একটী সভার অধিষ্ঠান করেন। ঐ সভাতে পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রমাণ সকল গৃহীত হইয়া সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা স্থির হয় যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ।

আর একটী কিম্বদন্তি আমরা সচরাচর প্রাপ্ত হই। ভারতের সকল রাজার অগ্রগণ্য রাজচূড়ামণি উদয়পুরের মহারাজকে দুই জন মাথুর কায়স্থ প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গ করাইতেন। কোন নীচপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ ইহা অবগত হইয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি প্রকাশ্যে প্রাতঃকালে মহারাজের শূদ্রমুখ দর্শন

নিষেধ বলিয়া প্রচার করিলে ঐ দুই কায়স্থ রাজকর্ম্মচারী মহারাজের নিকট নিবেদন করেন যে তাঁহারা কখনই শূদ্র নহেন এবং যে পর্য্যন্ত না কায়স্থ জাতি শূদ্র কিনা এ সম্বন্ধে বিচার হয় তাবৎকাল তাঁহারা রাজদ্বারে প্রবেশ করিবেন না। মহারাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া বহুঅর্থ ব্যয়ে নানা দেশ হইতে শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ আনাইয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ। তাহাতে মাথুর কায়স্থদ্বয়ের সম্মান অখণ্ড রহিল।

বিশ্বেশ্বরের কায়স্থকুলদর্পণ গ্রন্থ পাঠে আরো অবগত হওয়া যায় যে সম্প্রতি একটী ঘটনায় কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় প্রমাণিত হইয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা জেলার সবজজ রায় অবিনাশ চন্দ্র মিত্র বাহাদুরের বিচারালয়ে ২৬ নং মকদ্দমায় কায়স্থ কোন বর্ণ জানিবার আবশ্যক হইলে কাশীর মহামান্য পণ্ডিতবর্গের ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী গণের মতামত গৃহীত হইয়া কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ স্থির হয়। পণ্ডিত বালা শাস্ত্রী, পণ্ডিত তারাচরণ তর্ক বাচস্পতি, পণ্ডিত শীতলাপ্রসাদ, পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, সি, আই, ই,, চিত্রগুপ্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ পণ্ডিত জয় শঙ্কর জ্যোতিষী, পণ্ডিত শিবনারায়ণ ওঝা, রায় দুর্গাপ্রসাদ, মুন্সী কালীপ্রসাদ প্রভৃতি মান্যবর ব্যক্তিগণ কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ তাহার সাপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্যবহারিকবর পণ্ডিত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তদীয় ব্যবস্থাদর্পণ গ্রন্থে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণকুলতিলক নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয়ী যজ্ঞে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াসন দিয়া সম্মান করিয়াছিলেন।

"অগ্নিহোত্রে মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নবদ্বীপাধিপঃ সুধীঃ ॥"

কায়স্থগণ দ্বিজ ও সংস্কার যোগ্য কিনা তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়ায় সময় সময় তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত হইয়া ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তের মাননীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা সকল সময়েই স্থির হইয়াছে যে কায়স্থগণ দ্বিজ ও সংস্কারে অধিকারী। ভারতের নানা স্থানে নানাকালে অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ একই ব্যবস্থা পুনঃ পুনঃ দশবার দিয়াছেন। পণ্ডিতগণের সংখ্যা গণনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহারা ন্যূনাধিক এক সহস্র।

১। প্রথম ব্যবস্থা ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে আন্দুলরাজ রাজনারায়ণের যত্নে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের স্বধর্ম্মে পুনরাগমন প্রবৃত্তি সেই কাল হইতে প্রত্যহ দৃঢ় হইয়া সমগ্র উত্তর ভারতকে আন্দোলিত করিয়া কায়স্থের বর্ণ ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপন হইবার উদ্যোগ হইয়াছে।

২। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের পুনাবিভাগের ৮০ জন পণ্ডিত ব্যবস্থার দ্বারা সে প্রদেশের কায়স্থগণের সম্মান রক্ষা করেন।

৩। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা হইলে চিত্রগুপ্ত ও চন্দ্রসেন বংশীয়গণ সকলেই যে ক্ষত্রিয় সন্তান তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীবাপুদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি ৯৫ জন কাশীবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্থির করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। উহা "কায়স্থ মূল পুরুষ জাতি নির্ণয়" নামক ব্যবস্থাপত্রে দেখিতে পাইবেন।

৪। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ঐ সম্বন্ধে আন্দোলন হইলে মথুরার ২২ জন পণ্ডিত ঐরূপ ব্যবস্থা প্রদান করেন।

৫। আমরা অবগত আছি যে অযোধ্যার ১৪শ সংখ্যক পণ্ডিত, জম্বুর ৪৩ জন এবং কাশ্মীরের ৩৩২ জন পণ্ডিত কায়স্থের ক্ষত্রিয় প্রমাণে তিনটী পৃথক ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

৬। আর্য্য কায়স্থদীপিকা গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে বিক্রমপুর অঞ্চলের পণ্ডিতগণ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ সাপক্ষে পঞ্চ সংখ্যক পাতি ক্রমে ক্রমে দিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরের আর্য্য কায়স্থগণ বিশেষ অনুসন্ধানের পর তর্ক বিতর্ক দ্বারা কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় সিদ্ধান্ত করিয়া বিপক্ষ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে বাকযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

৭। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ও ভাটপাড়া ও কলিকাতা নিবাসী মান্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বসমেত ১৭ জন শ্রীচিত্রগুপ্ত বংশজাত কায়স্থগণ বহুদিন উপনয়ন ক্রিয়া না করায় ব্রাত্যাচারী আছেন বলিয়া প্রকাশ করেন।

৮। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীসুধাকর ত্রিবেদী ও স্বামী রাম মিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি কাশী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ, জম্বু, বর্দ্ধমান, দ্বারভঙ্গ নিবাসী ৬৬ জন পণ্ডিতের দ্বারা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্থির হইয়াছিল যে কায়স্থগণ ব্রাত্যাচারী হইলেও ব্রাত্যাস্তোম অথবা অপস্তম্বোক্ত দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া শুদ্ধ সংস্কার যুক্ত দ্বিজ বলিয়া পরিচিত হইবেন।

৯। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ প্রভৃতি

বর্ত্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী ৬০ জনে বিগত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কায়স্থ সভার অধিবেশনের মন্তব্য অনুসারে একবাক্যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ও তাঁহারা নিরাপত্তিতে ক্ষত্রোচিত যাবতীয় সংস্কারের যোগ্যপাত্র স্থির করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।

১০। উক্ত ব্যবস্থা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহোদয় সমর্থন করিয়া দ্বিজ বলিয়া প্রত্যেক শ্রীচিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য পরামর্শ দিয়াছেন।

বঙ্গদেশে আন্দুলনিবাসী রাজা রাজনারায়ণের উদ্যোগে কায়স্থগণের স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন চেষ্টা বিফল হয় নাই। অদ্য প্রায় সপ্ত সহস্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের বীজ রাজা রাজনারায়ণের সময় হইতেই উত্তমরূপে বপন হয়। তাৎকালিক মান্য পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট হইতে তিনি চারিটী ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাধারণের অবগতির জন্য ঐ ব্যবস্থাগুলি এই স্থলে সন্নিবেশিত করিলাম।

প্রথম ব্যবস্থা।

এতেষাং ব্রহ্মকায়স্থা ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতা তে চোত্তম কায়স্থা বিষ্ণু বসু গণ দেবতা চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ এতদ্ভিন্না বৈশ্যেন শূদ্রেন বা শূদ্রায়াং করণাঃ জাতাস্তু স চ ন চিত্রগুপ্ত যমবংশজ

শূদ্রজাতয়শ্চাধমাঃ দেশবিশেষে তেষাং বহুনাম্না যথা করণ কায়স্থঃ মধ্যশ্রেণী কায়স্থঃ শূদ্রকায়স্থত্বেন প্রসিদ্ধা এব ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণঃ "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ।"

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ।

এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
ইত্যুপক্রম্য সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্‌ভ্যং সমাযযৌ।
ততোরামঃ সমায়াতো দাল্‌ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্॥
পূজিতো মুনিনা সত্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ।
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ॥
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথং।
যাচয়ামাস রামাচ্চ কামং দাল্‌ভ্যো মহামুনিঃ॥
ততো দ্বৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা।
ভোজনানন্তরং দাল্‌ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি।
মত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি॥

রামউবাচ।

তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥

তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে ।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি বরমীপ্‌সিতং ॥

দালভ্য উবাচ ।

স্ত্রিয়া গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি ।
ততো রামোঽব্রবীদ্দাল্‌ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তং ত্বং যাচিতবানসি ।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা ।
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমম্ ॥
নির্জগামাশ্রমাত্তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ ।
কায়স্থধর্ম্মবিধিনা চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ ॥
তত্তদ্গোত্রাশ্চ কায়স্থাঃ দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্ ।
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ ॥
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে ।
দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ ॥

ইতি স্কন্দপুরাণং ।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা।

এতদ্দেশীয় মন্বুক্তব্রহ্মকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়তয়া বৈধ

কর্ম্মাভিলাপে ত্রাতৃবর্ম্মান্তং নাম প্রযোজ্যং।

যথা শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রশ্চ বর্ম্মাত্রাতাচভূভুজঃ।

ইতি চিত্রগুপ্ত যম বচনাৎ।

অপিচ শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যতু

ইতি শাতাতপ বচনাচ্চ।

(রায় বর্ম্মান্তং বা)

ব্রাহ্মণে দেব শর্ম্মাণৌ রায় বর্ম্মাচ ক্ষত্রিয়ে।

ধনো বৈশ্যে তথা শূদ্রে দাস শব্দঃ প্রযুজ্যতে॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বচনাৎ।

ততঃ স্ত্রীভিস্তু দেব্যন্তং নাম প্রযোজ্যং।

দেব্যন্তাহিস্ত্রিয়ঃ স্মৃতা। ইত্যুদ্বাহতত্ত্বধৃতবচনাৎ।

স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে।

দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ।

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বচনাচ্চ।

তৃতীয় ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়ৈরেব কৃত ব্রাত্য

প্রায়শ্চিত্তৈরপি বৈধকর্ম্মাভিলাপাদি বাক্যে

ভ্রাতৃবর্ম্মান্তং নাম ওঁ কার যুক্তং প্রযোজ্যং।
ইদানীন্তনৈঃ পূর্ব্বতনৈশ্চ প্রোক্তকায়স্থৈর্দাস
পদোল্লেখেন যদ্‌যদ্‌ কর্ম্মকৃতং বাক্যব্যত্যয়
রূপাঙ্গভঙ্গোদিত তত্তৎ কর্ম্ম সিদ্ধমেব।
প্রধানস্যাক্রিয়া যত্রসাঙ্গং তৎক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যা ক্রিয়ায়াস্তু নাবৃত্তির্ণচ তৎ ক্রিয়া॥
ইতি ছন্দোগ পরিশিষ্টে ইতি সতাং মতং।

ইত্যুপ।নিষদঃ।

চতুর্থ ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্তব্যবস্থা সং প্রামাণিকৈব অধিকন্তু ইতি ন্যায়েনাস্মাভিস্ত প্রমাণান্তরমপ্যন্তলিখ্যতে। ইত্যপিদাসাদি পদোল্লেখেন কৃতং শ্রাদ্ধার্চ্চনাদিকং কর্ম্ম সিদ্ধমেব। দৈবকর্ম্ম ততোপিতৃকর্ম্মচ লক্ষ্যানুসারে তথা শ্রীবিষ্ণুস্মরণৈকেন সম্পূর্ণাঃ ভবন্তু। যথা শ্রীকৃষ্ণে জীবিতে তদ্বান্ধবাশ্চ দ্বারকামাগত্য হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ। তৎ কালোচিতমখিলমুপরত ক্রিয়া কলাপঞ্চক্রুঃ। তত্রচাস্য যুদ্ধমানস্যাতি শ্রদ্ধয়াদত্ত বিশিষ্ট পাত্রোপ যুক্তান্নাদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণ পুষ্টিরভূদিতি। বান্ধব-

কৃত শ্রাদ্ধেন যথা জীবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বলপ্রাণ পুষ্ট্যাভিধানেন তচ্চ শ্রাদ্ধং সিদ্ধমিত্যভিহিতং।

ইতি বিষ্ণুপুরাণং স্যমন্তকোপাখ্যানং।

অপিচ

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎসর্ব্বমক্ষয়ং দেব শ্রীগোবিন্দপ্রসাদতঃ॥
নেহাতিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥

ইতি স্মৃতিঃ।

ব্যবস্থা দাতৃবর্গের নাম যথা ঃ—

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্কভূষণ, বিল্বপুষ্করণী, নবদ্বীপ।
২। ,, নবকুমার বিদ্যারত্ন, আন্দুল।
৩। ,, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ঐ।
৪। ,, রাজচন্দ্র ন্যায়ভূষণ, ঐ।
৫। ,, ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাজারবাগান, কলিকাতা।
৬। ,, মদনমোহন ন্যায়রত্ন, আন্দুল।
৭। ,, প্রেমচাঁদ তর্কপঞ্চানন, দ্বারহাটা।
৮। ,, কালীশঙ্কর বিদ্যাভূষণ, উত্তরপাড়া।

৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার, উত্তরপাড়া।
১০। „ মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা
১১। „ তারাচাঁদ তর্কবাগীশ, কোন্নগর।
১২। „ নবকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি, ঐ।
১৩। „ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, হাবড়া।
১৪। „ বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্কার, সোনামুখী, বাঁকুড়া।
১৫। „ রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, শ্রীরামপুর।
১৬। „ ঈশ্বরচন্দ্র তর্কভূষণ, কোনা।
১৭। „ দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাবাচস্পতি, শিবপুর।
১৮। „ রামচরণ তর্কপঞ্চানন, সালিখা।
১৯। „ রাধামোহন বিদ্যালঙ্কার, বর্দ্ধমান।
২০। „ হরিনাথ ন্যায়ভূষণ, শিবপুর।
২১। „ মধুসূদন তর্কবাগীশ, সালিখা।
২২। „ ঈশানচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, কোদালিয়া।
২৩। „ গৌরীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত, বলাগড়ে।
২৪। „ রামধন শিরোমণি, খটিরা।
২৫। „ বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, আঁটপুর।
২৬। „ পীতাম্বর চূড়ামণি, মহীবাটী।
২৭। „ মধুসূদন তর্কালঙ্কার, খামারপাড়া।
২৮। „ কৈলাশনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, মেহেরপুর।
২৯। „ রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, শিবপুর।
৩০। „ লক্ষ্মণচরণ তর্কভূষণ, ভবানীপুর।
৩১। „ রামগোপাল তর্কালঙ্কার, ঝাপড়দহ।
৩২। „ ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি, বেগমপুর।

৩৩। ,, অভয়চরণ তর্কালঙ্কার, জনাইবক্সা।

৩৪। ,, হলধর তর্কচূড়ামণি, ভাটপাড়া।

৩৫। ,, রামরত্ন বিদ্যালঙ্কার, হোগলকুঁড়িয়া, কলিকাতা।

৩৬। ,, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নারিকেলডাঙ্গা, ঐ।

৩৭। ,, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ, বংশবাটী।

৩৮। ,, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, ইলছ্‌বামোললাই, বর্দ্ধমান।

৩৯। ,, শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ, মাহেশ।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা গুলি যে সকল পণ্ডিত দিয়াছেন তাঁহারা ধন্য এবং প্রত্যেক স্বধর্ম্মাচারী কায়স্থ তাঁহাদিগের নিকট চির ঋণী। তাঁহাদিগের নাম ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইবে সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা ধর্ম্ম রক্ষা কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হলধর তর্কচূড়ামণি মহোদয়ের নাম কোন ব্যক্তি অবগত নহেন? তিনি স্বীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা হেতু সমস্ত বিপদ অক্লেশে সহ্য করিয়া সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কায়স্থ জাতির সম্মান রক্ষা করিয়া তিনি যথার্থ ই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং আমরা সকলে একবাক্যে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিবাদন করি।

তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে কায়স্থগণ ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ও দ্বিজ প্রমাণানন্তর এক্ষণে ব্রহ্মকায়স্থগণের উপনয়ন সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করিব। কায়স্থগণের সংস্কার লাভের যোগ্যতা থাকায় তাঁহাদের উপবীত গ্রহণ জীবনের একটা প্রধান কর্ম্ম। সংস্কার বিশিষ্ট দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইলে উপবীতগ্রহণের আবশ্যকতা হয়। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় অথচ উপবীত বিহীন তাঁহারা গায়ের জোরে যেমত "গাঁয় মানেনা আপনি মোড়ল" সেইরূপ দ্বিজাচারী ক্ষত্রিয়। মানব মাত্রেরই ইহা জানা আবশ্যক যে উপনয়ন না হইলে ব্রহ্মতেজ বিদ্যমান হয় না। অতএব উপনয়ন সংস্কার প্রত্যেক ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মকায়স্থ জীবনের অঙ্গ। উপবীত গ্রহণ করিতে অবহেলা করা কোন ক্রমে উচিত নহে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে দশজন সংস্কার যুক্ত দ্বিজ গৌড়েশ্বর মহারাজের রাজসূয়-রূপ পুত্রেষ্টি যজ্ঞার্থে যাজ্ঞিক হইয়া আসিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ঐ সকল দ্বিজগণের মধ্যে পঞ্চ কায়স্থ কিরূপে যজ্ঞোপবীত বিহীন হইলেন? ইহার উত্তরে বল্লাল সেনের প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি বিষয়ক সচরাচর প্রচলিত ইতিবৃত্তি পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। তাহা চতুর্থ-অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে স্থির করিয়া এস্থলে উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যখন বল্লাল দেখিলেন যে তাঁহার নীচ সংসর্গ হেতু মর্য্যাদা ও রাজসম্মান হ্রাস হইয়া

আসিতেছে এবং কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ দ্বারা তিনি সমাজে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হইতেছেন তখন তিনি তাঁহার কৌশল প্রভাবে কয়েকটী বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিলেন। রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণ সন্তানগণ আপনাদের পদ ও সম্মান ভুলিয়া গিয়া রাজার অনুমতি অনুসারে রাজপক্ষ সমর্থন হেতু কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণকে নির্য্যাতিত করিতে আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা কায়স্থগণকে শূদ্রাচারী করিলে আপনারাও পতিত ব্রাহ্মণ হইবেন এ কথা মনে করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হইয়া সমাজের চতুর্ব্বর্ণ প্রথা বিলুপ্ত করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের নাশ করিয়া কেবল আপনাদের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেন মাত্র। সমগ্র ভারতে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ ঘৃণিত হইলেন কারণ ক্ষত্রিয় না থাকিলে তাঁহারা দ্বিজের দান না পাইয়া ও দ্বিজ কর্ত্তৃক সম্মানিত না হইয়া শূদ্রাচারী উপবীত বিহীন জাতির মধ্যে এরণ্ডদ্রুমবৎ বঙ্গসমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিলেন। রাজাও সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া নানা-বিধ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তাৎকালিক কায়স্থগণকে তিনটী নিয়মের বশীভূত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

১। উপবীত ত্যাগ।

২। মাসাশৌচ গ্রহণ।

৩। নামান্তে দাস শব্দ সংলগ্ন করণ।

কায়স্থগণ ঐ তিনটী নিয়ম পালনে রাজাদেশে বাধ্য হইলেন। কেবল দত্ত মহাশয় ঐ গুলি স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া প্রথমে দেশে প্রত্যাগমন করেন। পরে বল্লাল কর্ত্তৃক প্রেরিত ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা এ প্রদেশে আনীত হইয়া সমাজে একত্রিত বসবাস

হেতু প্রথম দুই নিয়মের অধীন হইলেন, কিন্তু নামান্তে দাস শব্দ কখনই ব্যবহার করিলেন না। এমতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশে আসিবার ৭।৮ পুরুষ পরে অম্বষ্ঠকায়স্থ বংশজাত আদিশূর মহারাজার সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ কর্ণাট ক্ষত্রিয়-কায়স্থ বংশোদ্ভব রাজা বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষণ সেনের সময়ে কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচার বিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে আমরা প্রমাণ পাই যে স্বধর্ম্মাচার হইতে বহিস্কৃত হইলেও পুনরায় ঐ স্বধর্ম্মাচার সম্পন্ন ও সংস্কার যুক্ত অনায়াসে হইতে পারা যায়। যথা—

পৃথিব্যুবাচ।

সন্তি ব্রহ্মন্ ময়া গুপ্তাঃ স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
হৈহয়ানাং কুলেজাতাস্তে সংরক্ষন্তু মাং মুনে॥
অস্তি পৌরবদায়াদো বিদূরথ সুতঃ প্রভো।
ঋক্ষৈঃ সম্বর্দ্ধিতো বিপ্র ঋক্ষবত্যথপর্ব্বতে॥
তথানুকম্পমানেন যজ্বনাথমিতৌজসা।
পরাশরেণ দায়াদঃ সৌদাসস্যাভিরক্ষিতঃ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি কুরুতে শূদ্রবত্তস্য স দ্বিজঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মেত্যভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ॥

*   *   *   *

এতে ক্ষত্রিয়দায়াদাস্তত্র তত্র পরিশ্রুতাঃ।
দ্যোকার হেমকারাদি জাতিং নিত্য সমাশ্রিতাঃ॥

যদি মামভিরক্ষন্তি ততঃ স্থাস্যামি নিশ্চলা।
এতেষাং পিতরশ্চৈব তথৈব চ পিতামহাঃ ॥
মদর্থং নিহতা যুদ্ধে রামেণাক্লিষ্ট কর্ম্মণা।
তেষামপচিতিশ্চৈব ময়া কার্য্যা মহামুনে ॥

বাসুদেব উবাচ।

ততঃ পৃথিব্যা নির্দ্দিষ্টাংস্তান্ সমানীয় কশ্যপঃ।
অভ্যষিঞ্চন্ মহীপালান্ ক্ষত্রিয়ান্ বীর্য্যসম্মতান্ ॥

(ইতি মহাভারতে রাজধর্ম্মে পরশুরামমাহাত্ম্য কথনং)

অতএব উপরিউক্ত ব্যবহারানুযায়ী আমরা প্রত্যেক কায়স্থ মহোদয়কে অনুরোধ করি যে তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে অনা-য়াসে পুনবায় স্বধর্ম্ম সংস্থাপন-রূপ দশকর্ম্মান্বিত হইয়া আর্য্যসমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করুণ। পুনরায় উপবীত গ্রহণে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না এবং পুনরায় উপবীত গ্রহণ শাস্ত্র সম্মত ইহা দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উপনয়ন বিশিষ্ট হউন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে পাঁচ ছয় শত ব্যক্তি উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপিও তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন জীবিত আছেন। সেই সময় হইতে প্রায় ৬০ বৎসর কাল ধরিয়া বঙ্গে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা ব্যতিরেকে উপবীত গ্রহণের কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ কয়েক বৎসর হইতে উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা স্থির হইয়াছে। অনেকগুলি বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তিদিগকে তাঁহা-দের পথে অনুসরণ করাইবার জন্য উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া-

ছেন। সে দিবস * যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রকাশ্য সভাস্থলে তাঁহার পুত্রের বিবাহে কুশণ্ডিকা ক্রিয়া করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিলেন তখন কি অনুপবীতি কায়স্থগণের মনে হয় নাই যে তাঁহারা উপবীত গ্রহণ না করিলে কুশণ্ডিকা রূপ দ্বিজগণের ক্রিয়ার যোগ্য নহেন? মিত্র মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সকল কায়স্থের অনুকরণীয়। এ সম্বন্ধে সহৃদয় কায়স্থ সমাজ একবাক্যে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। অনেকের চক্ষু ফুটিয়াছে। তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে কায়স্থজাতি দশ-বিধ সংস্কারের অধিকারী। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

কায়স্থ ক্ষত্রিয়ো বর্ণ নতু শূদ্র কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥
গর্ভাধানমৃতৌ কার্য্যং তৃতীয়েমাসি পুংক্রিয়া।
মাসেঽষ্টমেস্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তৌ জাত কর্ম্মচ॥
দশাহে নাম করণং পঞ্চমে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্॥
ততোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদিকং।
বাসো গুরুকুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তথা॥
কৃত্বাতু মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বিধায়চ।
আয়ুষ্যানি চ শান্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিতঃ॥

* বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন

কুর্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্য সংযুতং ।
ততঃ প্রধানসংস্কারাঃ কার্য্যাএষ বিধি স্মৃতঃ ॥
(বিজ্ঞান তন্ত্র)

এই বঙ্গদেশে কায়স্থগণ কতকগুলি সংস্কার প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উপবীত পরিত্যাগ হেতু তাঁহারা যদিও শূদ্রাচারী হইয়াছেন তথাপি স্বধর্ম্ম সংস্থাপন হইলে তাঁহাদের শূদ্রাচার অপনোদন হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ সকলেই অবগত আছেন। এই কলিকালে হরিনাম ও গঙ্গাস্নানে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। কারণ

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরিনাম ও গঙ্গাস্নান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া কায়স্থগণ শুদ্ধাচারে বৃদ্ধ পূর্ব্ব পুরুষদিগের পথাবলম্বী হইয়া মন্ত্রদ্বারা যজুর্ব্বেদ বিধানে উপনয়ন বিশিষ্ট হইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন্। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত

যজুর্ব্বেদবিধানেন সর্ব্বকার্য্যান্ দ্বিজোত্তমৈঃ।
অশৌচং বিপ্রবং কার্য্যং তত্তৎকালং দিনাদিকং ॥

উপবীত গ্রহণের সংক্ষিপ্ত প্রণালী আমরা কায়স্থ সভার কার্য্য বিবরণীর মধ্যে প্রাপ্ত হই। উক্ত প্রণালী সাধারণতঃ অবলম্বন করা যাইতে পারে। উহাতে লিখিত আছে যে—

১। যে দিবস প্রায়শ্চিত্ত হইবে তাহার পূর্ব্বদিনে উপবাস করিতে হইবে এবং দিবাশেষে গব্য ঘৃত ভোজন করিবেন। উপবাস করিতে সমর্থ না হইলে দুগ্ধ বা ফল খাইয়া থাকিবেন। কিন্তু তজ্জন্য পরদিনে ৵০ আনা উৎসর্গ করিতে হইবে। ঐ দিবস মস্তক মুণ্ডন আবশ্যক। মুণ্ডন না করিলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বৈগুণ্য উৎসর্গ করিবেন। প্রায়শ্চিত্তের শেষে এক মুষ্টি ঘাস গোরুকে খাওয়াইতে হইবে; এবং তৎপরে একটী পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবেন। অন্যূন দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করিবেন।

২। অবিবাহিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন সংস্কারের পর বিবাহ করিলে তাঁহার পুত্রদিগকে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

৩। বিবাহিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে উপনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু উপনয়নের পূর্ব্বে জাত পুত্রদিগকে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে হইবে।

৪। যদি ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না হয়, তবে ২২ বৎসর মধ্যে তাহা দিতে হইবে। নতুবা ইহার পর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্ত দীর্ঘকাল ব্রাত্যের ন্যায় হইবে না। ইহা অপেক্ষা অল্প।

৫। রামদত্তের যজুর্ব্বেদীয় সংস্কার পদ্ধতি অনুসারে উপনয়ন হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থ সন্তানগণের উক্ত পদ্ধতি অনুসারেই সংস্কার হইয়া থাকে। ইতি ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩১১।

স্বাক্ষর কারীদিগের নাম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ, পুঁড়ো।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীকাশীশ্বর তর্কবাগীশ, কলসকাটী।
,, চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, ঐ।
,, কেদারনাথ স্মৃতিভূষণ, নবদ্বীপ।
,, রাজরাম স্মৃতিকণ্ঠ, ফুরান্।
,, কেদারনাথ স্মৃতিরত্ন, সাঙ্গরুল।
,, রামহৃদয় বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণনগর।
,, অমূল্য রত্ন স্মৃতিতীর্থ, ইটালী।
,, হরিদাস ভাগবতভূষণ, কলিকাতা
,, নারায়ণচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, ঐ।
,, সতীশচন্দ্র কাব্যরত্ন, ঐ।
,, শ্যামচাঁদ বিদ্যারত্ন, ঐ।
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, ঐ।
,, পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, ঐ।
,, রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন, ঐ।
,, ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, ঐ।
,, ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি, ঐ।
,, কালীকমল স্মৃতিতীর্থ, ঐ।
,, শশিভূষণ তর্কালঙ্কার, বর্দ্ধমান।
,, রামরক্ষক ন্যায়ালঙ্কার, হুগলী।
,, কালিদাস শিরোমণি, হুগলী।
,, কুলদাপ্রসাদ স্মৃতিরত্ন, বীরভূম।
,, শ্রীপতিচরণ ন্যায়রত্ন, ঐ।
,, ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন, ঐ।
,, শ্রীধর স্মৃতিতীর্থ, ফরিদপুর।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীদুর্গাগতি শিরোমণি, নদীয়া।
,, কেদারনাথ পদরত্ন, বৰ্দ্ধমান।
,, নীলমাধব স্মৃতিরত্ন, ঐ।
,, নিবারণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, তারকেশ্বর
,, আশুতোষ ন্যায়রত্ন, জাড়া।
,, নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন, অগ্রদ্বীপ।
,, দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন, সমুদ্রগড়।
,, দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ, বিল্বপুষ্করণী।
,, মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ, গোয়াড়ী।
,, প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, বিক্রমপুর।
,, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা।
,, শ্রীধরতর্কচূড়াভূষণ, পাকমাজিটা।
,, রাজেন্দ্র চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ঐ।
,, দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, কলিকাতা।
,, শারদাচরণ কাব্যতীর্থ ঐ।
,, শশিভূষণ কাব্যতীর্থ, বৰ্দ্ধমান।
,, রামদাস শিরোমণি, হুগলী।
,, অনন্তরাম শিরোমণি, বৰ্দ্ধমান।
,, গুরুদাস স্মৃতিরত্ন, বীরভূম।
,, মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, বীরভূম।
,, কেদারেশ্বর স্মৃতিতীর্থ, ফরিদপুর।
,, তিনকড়ি শিরোমণি, হুগলী।
,, গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন, নদীয়া।
,, আশুতোষ কবিরত্ন, বৰ্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীমাধবচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার, বৰ্দ্ধমান ।

,, মুনীন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ, সৈদপুর।

,, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, কালীঘাট।

,, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ঐ।

,, গঙ্গাধর শৰ্ম্মা ঐ।

,, রামকৃষ্ণ তর্করত্ন, কোটালিপাড়া।

,, কালীকুমার তর্কতীর্থ, কলিকাতা।

,, শ্রীনাথ বেদান্তবাগীশ, ঐ।

,, পঞ্চানন চূড়ামণি, ঐ।

,, শারদাচরণ বিদ্যারত্ন, শালিখা।

,, মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়রত্ন, পুঁড়ো।

উপরিউক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীদত্ত ব্যবস্থা পত্র বিশেষভাবে সমর্থন করিবার জন্য স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়দ্বয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয় সন্তানত্বেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদিক্রিয়ালোপাৎ ইদানীং কালবশাদনেকপুরুষপারম্পর্য্যেণ বহুকাল পতিত সাবিত্রীকাণাং ক্ষত্রিয়-চিত্রগুপ্তবংশ পরম্পরাজাতানাং আপস্তম্বোক্ত-দ্বাদশবার্ষিক ব্রতানুকল্প

ধেম্বদানাদিরূপপ্রায়শ্চিত্তাচরণানন্তরং উপনয়ন-সংস্কারাদ্যাধিকারিতা ভবিতুমর্হতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ।”

যাঁহাদের উপনয়ন অদ্যাবধি হয় নাই এবং যাঁহারা ব্রাত্যাচার-যুক্ত তাঁহারা উপরিউক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া নিষ্পাপ হউন। মাননীয় পণ্ডিতগণ চাতুর্ব্বর্ণ্য পুনঃ সংস্থাপনের জন্য যখন এত ব্যগ্র তখন কায়স্থ-মহোদয়গণের আর নিদ্রাভিভূত থাকা উচিত নহে। চাতুর্ব্বর্ণ্য আর্য্যজাতির গৌরব ও স্বধর্ম্ম। সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য লুপ্ত হইতেছে, ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? উহা লোপ পাইবার কারণ আমরাই। আমাদের শূদ্রাচরণ রূপ কার্য্যে আমরা অবশ্যই ভারতবর্ষীয় বিশুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যসন্তানগণের নিকট ধর্ম্মতঃ অপরাধী। এখনো অনেকের মনে হইতে পারে যে পুনরায় একটী সূত্রের ভার বৃথা বহন করি কেন? তাহার উত্তরে আমরা বিনীত-ভাবে নিবেদন করি যে যদি কখন ভগবৎ স্মরণ পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের উচ্চারিত প্রণব শব্দ পরিস্ফুট হইবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে

অবশ্য তাঁহারা উপবীতি হইয়া ব্রহ্মতেজের বলে আত্মাকে উন্নত করতঃ প্রণব শব্দের যথার্থ অর্থ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাও আমরা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি যে যতদিন পর্য্যন্ত উপবীত গ্রহণানন্তর ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করিতেছেন না ততদিন পর্য্যন্ত যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রীর মাহাত্ম্য শূদ্রাচার নিবন্ধন কিছুতেই অবগত হইতে পারিবেন না। সৌভাগ্য উদয় না হইলে মন কখনই উন্নত হইতে পারিবে না। মন উন্নত না হইলে আত্মার গতি নাই। সেই হেতু এক্ষণে আমরা সকলে যত্নপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রক্ষণার্থে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করি।

প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তি অবগত আছেন যে দৈব শক্তিবলে সময়ে সময়ে বিশেষ আশ্চর্য্যজনক কার্য্য উদ্ধার হইয়া থাকে। অনেকেই মাতুলী ধারণ পূর্ব্বক অনেক সময়ে কঠিন কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। দেব দেবীর বেড়ী ও বালা পরিধান পূর্ব্বক ক্ষিপ্ততা হইতে মুক্ত ও মৃতবৎসার সন্তানগণ জীবিত থাকেন। স্বস্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াও অনেকে বিপদ হইতে উদ্ধার হন। গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্যলাভ করেন। বৃদ্ধাবস্থায় তীর্থ মৃত্যুর জন্য বারাণসীতে গমন পূর্ব্বক বাস করেন। এ গুলির প্রতি যদি কিছুমাত্র বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে যজ্ঞসূত্র না থাকিলে

মনের উন্নতি হইতে পারে না বিশ্বাস করিতে হইবে। যজ্ঞসূত্র অভাবে বেদপাঠ, দীক্ষাগ্রহণ, মন্ত্রোচ্চারণ, শাস্ত্রালোচনা করিলে কি হইবে? বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। সাত্ত্বিক স্বভাবযুক্ত যজ্ঞসূত্র পরিহিত ধর্ম্মপথাবলম্বী বিশুদ্ধান্তঃকরণ দ্বিজগণই বেদাদির মাহাত্ম্য অবগত আছেন। স্বধর্ম্ম রক্ষা না করিলে সকলই বৃথা।

যজ্ঞসূত্র ধারণে যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র যথা ঃ

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

যজুর্ব্বেদের মতে ব্রহ্মগ্রন্থি বিধান আছে এবং যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ নাভি পর্য্যন্ত। গ্রন্থিবন্ধন করিবার সময় "বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেববর্ম্মা যজ্ঞোপবীতার্থ যজ্ঞসূত্র গ্রন্থিমহং করিষ্যে" বলিয়া গায়ত্রী পড়িবেন। অপরের জন্য যজ্ঞসূত্র গ্রন্থি বন্ধনে "বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেববর্ম্মণঃ যজ্ঞোপবীতার্থ যজ্ঞসূত্রে গ্রন্থিমহং করিষ্যামি" বলিয়া গায়ত্রী পড়িবেন। পরে ঐ গ্রন্থিত সূত্র নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবেন। "এতৎ যজ্ঞোপবীতার্থ যজ্ঞসূত্রং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।" যজ্ঞোপবীত ধারণানন্তর প্রত্যেক কায়স্থ মহাশয় ব্রহ্মতেজ সংযুক্ত হইয়া শুদ্ধাচারে যজুর্ব্বেদ অনুসারে ত্রিসন্ধ্যা করিবেন। *

---

* ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর দেব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকার, বি, এ, মহাশয়ের কায়স্থকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত সন্ধ্যা পদ্ধতি লিখিত আছে। তাহা অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারিবে জানিয়া উহা পুনরায় এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

যাঁহারা আর্থিক স্মৃতি বিহিত ক্রিয়াদি দ্বারা উপনয়ন কার্য্য-সমাধা করিবেন তাহাঁরা ঐ ক্রিয়ার পূর্ব্বাহ্নে ক্রিয়োপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিবেন। উহার ফর্দ্দ পঞ্জিকার মধ্যে সন্নিবেশিত থাকায় অনায়াসে প্রাপ্য জানিয়া এখানে ফর্দ্দের তালিকা অনাবশ্যক হেতু প্রকাশিত হইল না।

কায়স্থ লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা নিম্নলিখিত লক্ষণ যুক্ত বলিয়া ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন।

বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ।
পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥

কায়স্থগণের বৈষ্ণবাচার স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা যখন ঐলবৃত্ত ও আয়ুর্য্যুধ যজুর্ব্বেদোক্ত বচনের মধ্যে আয়ুর্য্যুধগণের অসী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মসীধারণানন্তর ঐলবৃতগণ বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হইলেন, সুতরাং তাঁহারা নৃশংসাচার পরিত্যাগে বৈষ্ণবাচারে রত হইলেন। গণেশ ও কার্ত্তিক দুই ভ্রাতাই জন্ম হইতে ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন ছিলেন। পৌরাণিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কোন কারণ বশতঃ গণেশের মস্তকটী কর্ত্তিত হইলে একটী হস্তী মস্তক আনিয়া গণেশের শরীরে সংযোজিত করা হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে গণেশের দৃষ্টান্তে আমরা বুঝিতে পারিব যে পৌরাণিক কালের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় হইতে স্বল্পব্যতিরেক রূপ অসী পরিত্যাগে মসীধারণ কোন সময়ে ঘটিয়াছিল। পশুদিগের মধ্যে

হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা ধীর প্রকৃতি এবং শিব পশুপতি নামে আখ্যাত। সেই কারণে গণেশের হস্তীমুণ্ড দেখাইলে সাধারণতঃ গণেশ বিদ্যা বুদ্ধির কার্য্যে স্থিরভাবে লিপ্ত থাকিবেন ইহাই লোকে বুঝিবে জানিয়া বেদব্যাস ক্ষত্রিয় কায়স্থ গণেশকে হস্তি মুণ্ড পরাইলেন। পুনরায় হস্তী কোনরূপ নৃশংসাচারে প্রবৃত্ত নহে ও মাংস লোলুপ নহে এই কারণ হস্তীমস্তক গণেশকে স্বভাবতঃ বৈষ্ণবাচার সম্পন্ন করিয়াছিল। এই রূপে কতকগুলি আয়ুর্য্যুধ-গণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐলবৃতগণ বিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয় আখ্যা হইতে ক্ষত্রিয়ের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রূপ কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচিত্রগুপ্তদেব বংশীয় ব্রহ্মকায়স্থগণ স্বভাবতঃই বৈষ্ণব। এমতে কায়স্থগণ বৈষ্ণবাচার সংযুক্ত থাকায় উপনয়নাদি সংস্কার বৈষ্ণবা-চারে করাই যুক্তিযুক্ত। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে পারমা-র্থিক স্মৃতি বিহিত উপনয়নক্রিয়া সন্নিবিষ্ট হইল।

সর্ব্বাগ্রে পিতা স্নাত ও কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া স্বয়ং কার্য্য আরম্ভ করিবেন, অথবা কোন ব্রাহ্মণকে বরণ করিবেন। পিতার অবর্ত্তমানে যে মানবকের অর্থাৎ বালকের উপনয়ন হইবে সে নিজে বরণ করিবে। যিনি কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাকে আচার্য্য বলিবে। ঐ আচার্য্য সমুদ্ভব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক কুশণ্ডিকা সমাপন করিবেন। * বালককে অগ্নির উত্তরে লইয়া শিখা সহিত মুণ্ডন, স্নান, কুণ্ডলাদিতে অলঙ্কৃত, ক্ষৌম বা অছিন্ন শুক্লকার্পাসবস্ত্রাচ্ছাদিত করাইয়া আচার্য্য স্বীয় দক্ষিণদিকে রাখিয়া সমিৎ প্রক্ষেপ করতঃ এই মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

* সর্ব্বসৎকর্ম্ম পদ্ধতি অথবা সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমদ্গোপাল ভট্টগোস্বামী সংগৃহীত শ্রীসৎক্রিয়া সার দীপিকা গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা
মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা।
ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিরুষ্ণিকৃছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা।
মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥
ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা
মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা॥
ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্বৃহতীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা ব্যস্তসমস্ত
মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাঁচটী আহুতি দিয়া আজ্যহোম করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়ন
হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণো ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে
প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ম্ তেনর্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎসত্যমুপৈমি স্বাহা॥

অতঃপর আচার্য্য অগ্নির পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্রকুশোপরি কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্বমুখে থাকিবেন। অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্য স্থানে বালক উত্তরাগ্রকুশোপরি করপুটে থাকিবে। কোন মন্ত্রবান্ দ্বিজ বালকের দক্ষিণদিকে থাকিয়া, বালকের ও আচার্য্যের অঞ্জলি জলে পূর্ণ করিবেন। আচার্য্য বালকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিম্নলিখিতরূপে মন্ত্র জপ করিয়া কার্য্য করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে
আচার্য্যস্য মানবকং প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ।
ততঃ আচার্য্যঃ মানবকং নামধেয়ং পৃচ্ছতি—
ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা
উপনয়নে মানবক নাম প্রশ্নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কো নামাসি ? ততো মানবকো নিজনাম কথয়তি।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে মানবক নাম কথনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অমুক দেব বর্ম্ম নামাস্মি ইতি॥

এক্ষণে আচার্য্য ও বালক উভয়েই জলাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য এই মন্ত্রের দ্বারা বালকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ বাসুদেব সংকর্ষণা দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মানবক হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্যতে বিষ্ণো প্রসবে নারায়ণবাসুদেবয়োর্বাহুভ্যাং সংকর্ষণস্য হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্ণামাসৌ॥ (এখানে অসৌস্থলে সম্বোধনান্ত মানবক নাম—অমুক দেব বর্ম্মন্নিতি। বালকের হস্তধারী আচার্য্য এই মন্ত্র জপ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মানবকহস্তাচার্য্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুস্তে হস্তমগ্রহীৎ নারায়ণোহস্তমগ্রহীৎ মুকুন্দোহস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্ত্বমতি কর্ম্মণা বিষ্ণুরাচার্য্যস্তব।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বালককে প্রদক্ষিণে ভ্রমণ করাইয়া পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে মানবকস্যাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোরাবৃতমন্বর্ত্ত স্বাসৌ॥

(অসাবিত্যত্র সম্বোধনান্তং মানবক নাম বক্তব্যম্।)

আচার্য্য বালকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ পূর্ব্বক অবতীর্ণদক্ষিণ হস্তে বালকের নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পড়িবেন।

ওঁ প্রজাপতিবি র্ষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি নাভিদেশ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিস্রসোঽন্তক ইদন্তে পরিদদাম্যমুম্॥ (অমুমিত্যত্র দ্বিতীয়ান্ত মানবক নাম প্রযোজ্যম্।)

পরে নাভির উপর স্থান এই মন্ত্রে স্পর্শ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি নাভ্যুপরিদেশ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহুর ইদন্তে পরিদদাম্যমুম্॥ (অমুম্ স্থানে দ্বিতীয়ান্তং মানবকনাম বক্তব্যম্।)

তৎপরে হৃদয় দেশ স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পড়িবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি হৃদয় স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কৃশন ইদং তে পরিদদাম্যমুম্। (দ্বিতীয়ান্তং মানবক নাম বক্তব্যম্।)

বালকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণবে ত্বা পরিদদাম্যসৌ॥ (অসাবিত্যত্র সম্বোধনান্তং মানবক নাম বাচ্যং।)

পুনরায় আচার্য্য বামহস্তদ্বারা বালকের বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি বামস্কন্ধ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবায় ত্বা বিষ্ণবে পরিদদাম্যসৌ॥ (অসাবিত্যত্র সম্বোধনান্তং মানবকনাম প্রযোজ্যম্)

অতঃপর আচার্য্য এই মন্ত্রে বালককে সম্বোধন করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে

ব্রহ্মচারি সম্বোধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ॥ (অসাবিত্যত্র সম্বোধনান্তং মানবক নাম বাচ্যম্)

তদনন্তর আচার্য্য এই মন্ত্রে বালককে আদেশ প্রদান করিবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি প্রৈষ্যে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমিধমাধেহি। ওঁ আপোশানাং কর্ম্ম কুরু। ওঁ মাদিবা স্বাপ্সীঃ॥

বালক প্রতি আদেশে 'বাঢ়ং' বলিবে অর্থাৎ স্বীকার করিবে। তৎপরে আচারানুসারে বালককে কৌপীন পরাইবেন। আচার্য্য অগ্নির উত্তরে উত্তরাগ্রকুশে প্রাঙ্মুখে বসিবেন। বালক ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া উত্তরাগ্রকুশে আচার্য্যাভিমুখে বসিবে। তখন আচার্য্য নিম্ন লিখিত মন্ত্রদ্বয়ে ত্রিপ্রদক্ষিণা ত্রিবৃতা মুঞ্জমেখলা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পরাইবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে মেখলা পরিধানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইয়ংদুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণংপবিত্রং পুনতীম আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসাদেবী সুভগা মেখলেয়ম্॥

ওঁ ঋতস্য গোপত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা আরাতীঃ। সা মা সমন্তমভি পর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম্॥

তৎপরে এই মন্ত্রের দ্বারা বালককে কৃষ্ণসারাজিন সহিত যজ্ঞোপবীত পরাইবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্যত্বোপবীতে নোপনেহ্যামি॥

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিঃশর্করীচ্ছন্দ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে অজিন পরিধানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ব্বরুণং বলীয় স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধং।
অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাজ্যজিনং দধেয়ং॥

(ইত্যনেন অজিনং পরিধাপয়েৎ। ততঃ)

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে মানবকস্য যজ্ঞোপবীত পরিধাপনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তুতেজঃ॥

(ইত্যনেন যজ্ঞোপবীতং পরিধাপয়েৎ।)

উপবীত পরিধানের পর আচার্য্য সমীপস্থ বালককে এই মন্ত্র বলিবেন। "ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা আচার্য্যমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ।" আচার্য্য বলিবেন "ওঁ অধীহিভোঃ সাবিত্রীং। বালক বলিবে "মে ভবাননুব্রবীতু"॥

এইরূপে আচার্য্য বালককে প্রথমে এক পাদ, দুই পাদ, পরে অর্দ্ধ, অনন্তর সম্পূর্ণ সাবিত্রী অধ্যয়ন করাইবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ইতি প্রথমং। ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ইতি দ্বিতীয়ং। ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ, ইতি তৃতীয়ং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি, ইতি পূর্ব্বার্দ্ধং। ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ, ইতি উত্তরার্দ্ধং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

উক্ত সম্পূর্ণ গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবেন। পরে প্রণব পুটিত মহাব্যাহৃতি হোম পাঠ করাইবেন। যথা

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা

মহাব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ ওঁ ॥

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা

মহা ব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ ওঁ ॥

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা

মহাব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ ওঁ ॥

তৎপরে সপ্রণব মহাব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী পাঠ করাইবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

পরে বালকের ললাট পরিমিত বিল্ব বা পলাশ দণ্ড বালককে দিয়া আচার্য্য বালককে এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দো শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে মানবকদণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু। ওঁ যথাত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবাঃ। দেবেষ্বেবমহং সুশ্রবঃ সুশ্রবাঃ ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং ॥

তদনন্তর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ভবন্ (স্ত্রীলোককে ভবতি) ভিক্ষাং দেহি বলিয়া ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে স্বস্তি বলিবে। অন্যের ও ভিক্ষা লইবে। ভিক্ষিত সমস্ত বস্তু আচার্য্যকে নিবেদন করিবে। তৎপরে আচার্য্য সমিৎক্ষেপ মহাব্যাহৃতি হোম ও উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন। পিতা আচার্য্য হইলে কর্ম্ম কারয়িতাকে এবং অন্য ব্যক্তি আচার্য্য হইলে তাঁহাকেই দক্ষিণাদিবে। বালক দিনান্ত পর্য্যন্ত সেই স্থানে মৌনী থাকিবে। সন্ধ্যা হইলে সন্ধ্যা করিবে। পরে কুশণ্ডিকা যে রূপ বিধানে হয়

সেই রূপ শিখি নামক অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক "ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" এই মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ক্রমে উদকাঞ্জলিসেক, অগ্নি পর্য্যুক্ষণ ও সমিদ্ধোম করিবে। প্রথমে তিনটী সমিৎ প্রক্ষেপ। প্রথম ও তৃতীয়টী নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রক্ষেপ করিবে, দ্বিতীয়টী অমন্ত্রে প্রদান কর্ত্তব্য।

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোবিষ্ণুর্দেবতা সায়মগ্নৌ সমিদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাত বেদসে। যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্বৈব মহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিষীয় স্বাহা॥

পরে কর্ম্ম শেষোক্ত বিধিতে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ, দক্ষিণাদি দিক ক্রমে জল সেক কর্ত্তব্য। অনন্তর আমি অমুক গোত্র আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, এই বলিয়া অগ্নি প্রভৃতিকে প্রণাম পূর্ব্বক "ক্ষমস্ব" বাক্যে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ধ্যাতীত হইলে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ক্ষারলবণ প্রভৃতি বর্জ্জিত সঘৃতশেষ চরু সহ জলের সহিত "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া গ্রহণ করতঃ "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদনায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা." এই পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস লইয়া নীরবে ভোজন করিবে। প্রাণাহুতি শেষ ভূমিতে ত্যাজ্য। বাম হস্তে ভোজন পাত্র ধরিয়া ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ভোজনাবসানে "ওঁ অমৃত পিধানামসি স্বাহা" বলিয়া আচমন করিবে। ইহাই প্রত্যেক দ্বিজের করণীয়।

যে সকল কায়স্থ আর্ষিক স্মৃতিবিহিত উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন তাহারা রামদত্তের যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতি অবলম্বন করি-

বেন। কায়স্থ পত্রিকার ১৩১১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় ও ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বিশদরূপে পদ্ধতিটী উদ্ধৃত আছে। বিশ্বকোষ গ্রন্থে যজ্ঞোপবীত শব্দে যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতিটী বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। এখানে সেই জন্য ঐ পদ্ধতিটী মুদ্রিত করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করি।

কায়স্থজাতি বল্লাল সেনের কাল হইতে উপনয়ন পরিত্যাগ করিয়া যে সম্পূর্ণরূপে ব্রাত্যপদবাচ্য হইবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। দশবিধ সংস্কারের কয়েকটী সংস্কার এখনও বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেন যে তাঁহারা ঐ সংস্কারগুলি করিয়া আসিতেছেন তাহার কারণ তাঁহারা অবগত নন্। উপবীত পরিত্যাগ হেতু বস্তুত তাঁহারা কিঞ্চিৎ শূদ্রাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন*।

সেই শূদ্রাচার অপনোদনের উপায় যে তাঁহারা বৃথা কাল বিলম্ব না করিয়া স্বজাতির গৌরব ও সম্মান স্বধর্ম্ম রক্ষণার্থে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করতঃ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হউন। উপনয়নের কাল ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মকায়স্থগণের পক্ষে সাধারণতঃ একাদশ বর্ষ। মনু বলিয়াছেন ;—

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥

* কায়স্থগণের শূদ্রাচার প্রাপ্তির ক্রম ধর্ম্মবিপর্য্যয়ের সহিত অজ্ঞাতভাবে কি রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় নিজকৃত বঙ্গেসমাজিকতা গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পুরুষগণের সংস্কার না হওয়ায় অধস্তনের সংস্কার করিতে হইলে দ্বাদশবার্ষিকী ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে। অতএব ব্রহ্মচারী বালককে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দ্বাদশবর্ষ যাপন করিতে হইলে একাদশ বর্ষে উপনয়ন হইতে পারে না। অগত্যা বালককে আর কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে যে উপনয়ন কালকে দ্বিগুণ করিয়া সেই সময়ের মধ্যে উপনয়নে সংস্কৃত হওয়া যায়। অর্থাৎ যাঁহারা বর্ত্তমান কালে উপনয়ন বিহীনরূপ শূদ্রাচার বিশিষ্ট আছেন তাঁহারা তাঁহাদিগের পুত্র দিগকে বাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে দ্বাদশ বর্ষকাল ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করাইবেন। এই কার্য্যে তাঁহাদিগের বংশ শুদ্ধতা লাভ করতঃ বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবে। বালকের ও ধর্ম্মপথে মতি থাকিবে। এমতে দেশের, বর্ণের, গৃহের ও আত্মার উন্নতি একত্রে সাধিত হইবে।

যাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার হইবে তাঁহারা আর মাসাশৌচ করিবেন না। তাঁহারা যখন শূদ্রাচারকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন তখন ব্রহ্মকায়স্থ আচারে দ্বাদশ দিনের অধিক কোন মতে অশৌচ গ্রহণ করিবেন না। মনু বলিয়াছেন যে ;—

শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধতি॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন।

ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশেব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে উপবীতধারী ক্ষত্রিয়গণ দ্বাদশ দিবস ও উপবীত শূন্য অসংস্কৃত শূদ্রাচারীক্ষত্রিয়গণ মাসাশৌচে শুদ্ধ হন। যথা—

উপবীতি ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধতে তথা॥

বঙ্গ দেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে মনে মনে ক্ষত্রিয় ভাব থাকিলেও সূত্র পরিত্যাগ হেতু মাসাশৌচ ব্যবস্থা বহু দিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ ব্যবস্থা অশুভকর জানিয়া মাসাশৌচ গ্রহণ রূপ শূদ্রাচারের পরিবর্ত্তে শুদ্ধাচার গ্রহণের যে চেষ্টা হইতেছে তাহার অন্তরায় শূদ্রাভ্যাস নিবন্ধন প্রায় সকলেই হইয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কটাক্ষ করিয়া বলেন যে দ্বাদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিয়া আপনাদের কষ্ট লাঘব হেতু ঐ ব্যবস্থাটী পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কায়স্থগণ ব্যস্ত হইয়াছেন। এইরূপ একটা ভ্রম পূর্ণ বিশ্বাস ধারণ করা অথবা তাহার সহায়তা করা তাঁহাদের পক্ষে কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। কারণ ধর্ম্মলোপ করিয়া চতুর্ব্বর্ণ প্রথা তুলিয়া দিয়া এক শূদ্রজাতি বলিয়া সম্মানিত হওয়া পৌরুষ কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তদ্ব্যতীত বহুদিবস অশৌচ গ্রহণ করিলে অনেক সৎকর্ম্মের ব্যাঘাৎ ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া অশৌচকালে কোন সৎকর্ম্ম করিতে নাই। যদি ৩০ দিবস ধরিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতিবন্ধক ঘটিতে থাকে তাহা হইলে স্বীয় আত্মোন্নতির খর্ব্বতা কাজে কাজেই আপনা হইতে হয়। যাঁহাদের সংসার বিস্তৃত অর্থাৎ বহুপরিবার যুক্ত তাঁহাদের মাসাশৌচ অবশ্যম্ভাবী পুনঃ পুনঃ

সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের পক্ষে মাসাশৌচ গ্রহণ করা কতদূর কষ্টকর তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহাদিগকে ঐ সময়ে প্রায় সকল সৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হয়। অশৌচ কাল বৃদ্ধি করিয়া রাখা অন্ত্যজ জাতি ব্যতীত উচ্চ বর্ণের বিধি নহে। অন্ত্যজ জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম নাই। তাঁহারা একমাস কেন, দুই তিন মাস অশৌচ লইলে তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের অশৌচ না লইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বর্ণের বিশেষ ক্ষতি। তাঁহারা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বিধি গুলির অবহেলা কোন ক্রমে করিতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি একমাস অশৌচ গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁহারা জড়ীয় ক্ষণিক সুবিধার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা সমর্থন করেন। কারণ ঐ কালের মধ্যে তাহাদের অনেকটা আর্থিক সুবিধা হয়। দান, ধ্যান, যজ্ঞ, জপ, তপ প্রভৃতি সমস্ত মাঙ্গল্য কর্ম্ম হইতে তাঁহারা মাসাবধিকাল বিরত থাকিতে পারেন। বোধ হয় ঐ কর্ম্ম গুলি তাঁহারা জীবনের ভার বলিয়া জ্ঞান করেন। অধিকন্তু একমাস অশৌচ লইয়া শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া যজ্ঞসূত্রের ভার বহন হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। ভাবিয়া দেখুন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য কতদূর মহৎ? পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায় যে অশৌচ অবস্থায় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন অথবা পরিস্কার ধৌত বস্ত্র পরিধানে বিধি নাই। একই বস্ত্রের দ্বারা অশৌচ কাল মলিন ভাবে যাপন করিতে হয়। তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি ব্যতিরেকে উন্নতি অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। যতদিন জীবন ধারণ করিতে হয় স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেখাযায় চিররোগীগণ ইচ্ছা থাকিলেও ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে কখনই সমর্থ হন না। এই সকল কারণে অশৌচ

কাল উচ্চবর্ণে স্বল্প দিবস বিধি আছে, এবং কায়স্থজাতি যখন উচ্চবর্ণ তখন প্রত্যেক উপবীতি কায়স্থ দ্বিজাচার বশতঃ ধর্ম্ম রক্ষা হেতু অতি অবশ্য দ্বাদশ দিবস মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবেন।

এই স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। দশ বর্ষ অন্তর ভারতে লোক গণনা করা হয়। সেন্সস্ বিবরণ যখন গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন তখন সমাজে কোন্ জাতি কোন্ স্থান প্রাপ্তির যোগ্য বিচার করা হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেন্সস রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের ঠিক নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, এবং কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল। বিভার্লি সাহেব অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন এবং সমাজের প্রকৃত অবস্থা সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট তথ্য করিয়া কায়স্থ জাতির সম্মান বজায় রাখিয়াছিলেন। বর্ডিলোঁ সাহেবও বিভার্লি সাহেবের সহিত ঐক্য মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত সেন্সস্ রিপোর্টে গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে যখন বৈশ্যগণের যজ্ঞসূত্র হইয়াছে এবং তাঁহারা বৈশ্যাচারে ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত তখন কায়স্থগণের যজ্ঞসূত্র বিবর্জিন হেতু শূদ্র বলিয়া পরিচয় থাকায় কায়স্থগণের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নভাগে। বাহ্যিক ব্যবহারে সমাজ অপরের চক্ষেও গঠিত হয়। সেই কারণ বশতঃ বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচারে অবস্থানের যোগ্যতা সত্বেও বৈশ্যাচার যুক্ত ব্যক্তিগণের নিম্ন স্থান অধিকার অন্যের চক্ষে দৃষ্ট হইল। যজ্ঞসূত্র পরিধান ও দ্বাদশ দিবস অশৌচ বিধি বঙ্গীয় কায়স্থগণ পালন করিলে ঐরূপ একটা খট্‌কা উদয় করাইয়া সমাজে

বিপত্তি করাইতে হইত না। মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের স্বধর্ম্ম রক্ষা হেতু এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম সমর্থনের নিমিত্ত উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করিবার জন্য চেষ্টা সকল নিষ্ফল করায় পরিণামে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া আমরা উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার শূন্য অথচ ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া আমাদিগের আস্ফালন কেবল আমাদিগকে নিম্ন স্তরে স্থান প্রদান করিতেছে। এই কার্য্যে বঙ্গদেশীয় সমাজ নষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মর্য্যাদা লোপ পাইতেছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিগত অধিবেশনে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে তৎকালে পঞ্চ সহস্রাধিক কায়স্থমহোদয় যজ্ঞসূত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ দিবস অশৌচ গ্রহণে সঙ্কল্প করিয়া বর্ণ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে ব্রতী হইয়াছেন. এবং কয়েকজন মান্য ব্যক্তি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। এই চেষ্টা যাহাতে সফলতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহার প্রতিবন্ধক পুনরায় যাহাতে উপস্থিত না হয় তজ্জন্য প্রত্যেক কায়স্থের উদ্যোগী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কার্য্যও উত্তম হইতেছে। আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভা বিশেষ উদ্যোগের সহিত কায়স্থের শূদ্রাখ্যা অপনোদনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কায়স্থগণের মনে শূদ্রাভিমান আর নাই। এখন কেবল মাত্র শূদ্র সমাজে অবস্থান হেতু লজ্জার খাতির হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেই হয়। খাতির অপেক্ষা ধর্ম্ম প্রধান এবং ধর্ম্ম রক্ষা করাই মানবজীবনের মুখ্য কর্ম্ম জানিয়া শূদ্রাচার পরিত্যাগ করতঃ কায়স্থ মহোদয়গণ কায়স্থ বর্ণ ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

বল্লালের প্রাদুর্ভাব ও তাঁহার চক্রের ফলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ অনুপায় হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় স্বীয় উপবীত নবদ্বীপান্তর্গত স্থানে মায়াপুরের নিকট বল্লালসেনের নামাঙ্কিত দীঘি মধ্যে পরিত্যাগ করেন। সেই স্থানটী অদ্যাপি ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ দীঘির একটী বাঁধ গঙ্গাস্রোতে ভগ্ন হইয়া উহাতে মাটি ভরাট্ হওয়ায় উহা এখন জল শূন্য। প্রত্যেক ধর্ম্মাচারী কায়স্থ যিনি উপবীত গ্রহণেচ্ছু তিনি ঐ স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুণ্যভূমি দর্শনানন্তর গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক হরিনাম স্মরণ করিয়া শুদ্ধাচারে উপনয়ন বিশিষ্ট হউন। এইরূপ কার্য্যে রাজা বল্লালসেনের অযশ খণ্ডন ও কায়স্থগণের স্বধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন হইবে।

পরাও পরাও পৈতা ধর্ম্ম রক্ষা হবে।
বল্লালের অপযশ কায়স্থে না রবে॥

অতএব হে ব্রাহ্মকায়স্থগণ! এখন বল্লাল ও নাই, তাঁহার সহায় ও নাই। ব্রাহ্মণ বলিয়া বঙ্গদেশে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই বল্লালীয় কার্য্যে পদমর্য্যাদা খর্ব্বের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে আর কোন বাধা জন্মিতে পারিবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে পবিত্র রাখিবার চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হইবে না। সমস্ত বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা একমন হইয়া সৎ ব্রাহ্মণ দিগের আশ্রয় গ্রহণ করুন। যেরূপ হলধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ ছিলেন সে রূপ এখনও অনেক উদার স্বভাব ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা অবশ্যই সৎকর্ম্মের সহায় হইবেন। আপনাদিগের কায়স্থ সংস্কার কার্য্যটী একবর্ণ নিষ্ঠ বলিয়া মনে করিবেন না। কায়স্থ বজায় থাকিলে ধর্ম্ম পরায়ণ

ব্রাহ্মণ সকলের বিশেষ পরিচর্য্যা হইবে। ব্রাহ্মণ বজায় হইতে সমস্ত বর্ণাশ্রম বজায় থাকিবে। আর্য্য জাতি পূর্ব্ব সামাজিক অবস্থা পুনরায় আনিবে। তখন হিতকারী অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র আশঙ্কা হইবে না। কেন না মনু বলেন—

অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ ।

তবে যে বল্লাল-সহায় কয়েকটী ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন মনু মহাশয় তাহাদিগকে শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন না। উঁহারা অর্থলোভে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা ধর্ম্ম নহে; তাহা অধর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়

কায়স্থ গণের গৌড়ে আগমন।

কায়স্থ গণের উৎপত্তি, তাঁহাদিগের স্বাভাবিক ব্রহ্মতেজঃ দ্বিজোচিত ব্যবহার ও দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ব্ব তিন অধ্যায়ে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে কায়স্থ জাতির সম্মান সমভাবে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে কায়স্থ জাতির মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য সচরাচর দৃষ্ট হয়। যাহাতে উহা শীঘ্র অপসারিত হইয়া সমগ্র ভারতে কায়স্থগণ একবর্ণ এবং একরূপ আচার সম্পন্ন হইতে পারেন তদ্বিষয়ে প্রত্যেক কায়স্থের মনোনিবেশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আজকাল আলাহাবাদে কায়স্থগণের একটী কেন্দ্র স্থাপিত আছে। ঐ স্থানে সময়ে সময়ে কায়স্থগণের সম্মিলনী হইয়া থাকে। বিগত চৈত্রমাসের শেষে ঐ সম্মিলনীর একটী অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে সংবাদ পত্রের স্তম্ভে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে কেবল দর্শক রূপে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থগণকে ঐ সভার সভ্য স্বরূপে নিমন্ত্রিত করা হয়। অপিচ তাহাতে বলা হইয়াছে যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্রমে যদি দ্বিজাচারী কায়স্থগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে ঐ সভাতে ভবিষ্যতে একাশনে সভ্যরূপে বসাইবেন। এইরূপ বাক্য সহ্যকরা ব্যতীত অনুপায় হইয়া আমাদিগকে মৌনভাব ধারণ করিতে হইল। যদি বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মকায়স্থগণ এসম্বন্ধে

বিশদ প্রতিবাদ করিতে সমর্থ আছেন তথাপি তাঁহারা তাঁহাদিগের সমাজকে পূর্ব্বাহ্নে উন্নত করা বিধেয় মনে করিয়া সম্প্রতি নীরব রহিলেন। বঙ্গদেশীয় সকল কায়স্থই যাহাতে শীঘ্র তাঁহাদিগের অতিবৃদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতামহের ব্রহ্মতেজঃ পুন সংস্থাপনানন্তর দ্বিজাচার সম্পন্ন হইতে পারেন তদ্বিষয়ে সত্বর হইয়া ব্রহ্মতেজের সহিত আলাহাবাদ কায়স্থ সভাকে স্তম্ভিত করা তাঁহাদিগের পক্ষে যতশীঘ্র সম্ভব কর্ত্তব্য। যখন সকলেই চিত্রগুপ্ত ও সূর্য্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভব তখন নির্গুণ অবস্থায় থাকিয়া সমাজের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যদি একবার ভাবিতেন যে কায়স্থগণকে সৎশূদ্র বলিয়া প্রচার করিলে তিনি শূদ্রসমাজের ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন না তাহা হইলে তিনি ঐরূপ একটা সমাজ কলঙ্ক রূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। রঘুনন্দনের সময় ইতিহাস কিছু ছিল না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভ্রম পূর্ণ ঐতিহাসিক গল্প লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। সেইরূপ অন্ধকারে অবস্থান করিয়া স্মার্ত্ত রঘু বঙ্গীয় কায়স্থগণকে চিত্রগুপ্ত সন্তান মনে করিতে পারেন নাই। চিত্রগুপ্ত সন্তানেরা দ্বাদশভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গৌড় অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থবর্গ ভুক্ত অষ্টনব সন্মৌলিক এবং সূর্য্য চন্দ্র বংশোদ্ভব কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত বাহাত্তর ঘর সাধ্যমৌলিক সকলেই চতুর্ব্বর্ণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। অনুসন্ধান অভাবে তাঁহার বুদ্ধি ভুল পথ অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের স্বাভাবিক মর্য্যাদার হ্রাস কাযে কাযেই হইয়াছিল। সেই কারণেই স্মার্ত্ত পণ্ডিত হইয়াও বিচারের ফাঁকি প্রকাশ করিয়া রঘুনন্দনের ক্ষত্রিয়দিগকে বৃষলত্বে স্থাপনরূপ প্রয়াস সফল হইয়াছিল। সেই

সময়ে কেহ কেহ ভাবিলেন যে রঘুনন্দন বড়ই বুদ্ধিমান। ফলে রঘুনন্দন হঠাৎ তাঁহার উচ্চাসন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার ফাঁকি লোকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন পৌণ্ড্রদেশে যে বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ আসিবেন সকলেই মনুর মতে বৃষল হইবেন। তাহা হইলে রঘুনন্দন যান কোথায়? রঘুনন্দনেরই বা কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব থাকে? এবং কেনই বা তিনি বৃথা, ধর্ম্ম শাস্ত্র লিখিতে বসেন? ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ।

রঘুনন্দনের প্রখর বুদ্ধির প্রভাব স্থির ভাবে দেখিলে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই স্তম্ভিত হইতে হইবে। তাঁহার লিখিত ব্যবস্থা অভূতপূর্ব্ব। ধরণীকোষ তাঁহার পক্ষে মহা প্রামাণ্য গ্রন্থ। চক্ষুদুটী নিমিলিত করিয়া অন্য শাস্ত্র গ্রন্থ দেখিতে না পাইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি ধরণী কোষ হইতে কায়স্থগণকে সচ্ছূদ্র প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে মহৎ ব্যক্তিগণ সমস্ত বস্তুর উজ্জ্বল ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্ধকার অংশ পরিত্যাগ করেন। রঘুনন্দন সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। কোথায় কোন ব্যক্তি কাহাকে গালি দিয়াছে অথবা তাহার অপযশ কীর্ত্তন করিয়াছে তৎসম্বন্ধে ব্যস্ত হইয়া আপনার লঘুতা প্রকাশ করাই কি মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য? ঐরূপ উদ্দেশ্য জীবনের মুখ্য কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া কোথায় একখানি ধরণীকোষ গ্রন্থে কি লেখা আছে তাহাই মহাপ্রমাণ স্থির করিয়া রঘুনন্দন উদ্ধৃত করিলেন যে--

সচ্ছূদ্রশ্চমসীশদেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।
অম্বষ্ঠো মাথুরী ভট্ট সূর্য্যধ্বজশ্চ গৌড়কাঃ॥

মসীশদেব চিত্রগুপ্ত এবং তাহার ব্রহ্মতেজ বিশিষ্ট ব্রহ্মকায়স্থ পুত্রগণের নিন্দাকরা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ তর্পণাগ্রে যাঁহাকে পূজাকরেন তাঁহার নিন্দা অক্লেশে হইল। এই প্রকার অন্যায় রূপ নিন্দাবাক্য যে গ্রন্থে লিখিত আছে তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক রঘু বলিলেন "সচ্ছূদ্রাণাং নাম করণে বসু ঘোষাদিরূপ পদ্ধতি যুক্ত নামত্বঞ্চ বোধ্যং। রঘু কি যাজ্ঞবল্ক্য পাঠ করেন নাই? যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন "সচ্ছূদ্রৌ গোপনাপিতৌ।" ইহাতে কায়স্থ অথবা ক্ষত্রিয়ের কথা কোথায়?

মনু হইতে প্রমাণ উল্লেখ করিয়া রঘুনন্দন ভাবিলেন যে এইবারে তিনি ধরণীকোষ অপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ দ্বারা ক্ষত্রিয়-দিগকে শূদ্র করিবেন। তিনি এই মনু বচনটী দেখাইলেন।

"শনকৈশ্চ ক্রিয়া লোপাদিমা ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রহ্মণাদর্শনেন চ॥"

এই শ্লোকে তিনি ইমা অর্থে "ইহলোক" বলিয়া বিকৃত করিয়াছেন। মনু নিজেই ইমা অর্থে এই শ্লোকটী লিখিলেন।

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজযবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাত দারদাঃখশাঃ॥

এমতে মনু ব্রাহ্মণের অদর্শনে ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির বৃষলত্ব প্রাপ্তি হয় বুঝাইয়াছেন। সে কথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করেন? যেখানে ব্রাহ্মণ নাই সেখানে ক্ষত্রিয় নাই, একের অভাবে অন্যের স্থিতি সম্ভবে না। কিন্তু রঘুনন্দন অর্থ করিলেন যে ব্রাহ্মণ দিগের অদর্শন হেতু ইহজগতে ও বিশেষতঃ পৌণ্ড্র দেশে

ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ বৃষল। যদি তাহাই সত্য হয় তাহা হইলে পৌণ্ড্রদেশ কি ব্রাহ্মণ শূন্য? বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি আছেন বা ছিলেন তাঁহারা কি ব্রাহ্মণেতর জাতি? তাঁহারা কি বলশূন্য হইয়া শূদ্র হওয়ায় ক্ষত্রিয় কায়স্থদিগের ক্রিয়া লোপ ঘটিয়াছিল? রঘুনন্দন কি সেই সকল পৌণ্ড্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই? বন্দ্যঘাটী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান কি বঙ্গের অন্তর্গত নহে? রঘুনন্দনের বাক্য ও বিচার শ্রবণে এই সকল প্রশ্নের উদয় আপনা হইতেই হয়। রঘুনন্দন যদি স্বল্প পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদিগের যুক্তি গ্রহণানন্তর স্মৃতি লিখিতে বসিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অবগত থাকিতেন যে বঙ্গে আগমন কালে পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন এবং কায়স্থদিগেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ব্রাহ্মণেব অদর্শন ঘটে নাই এবং কোন ক্রিয়ালোপও হয় নাই। কেবল বহুকাল পরে বল্লালের চাতুরিতে কায়স্থগণকে সূত্রত্যাগ, মাসাশৌচ ও দাস শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ব্রাত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদিগের সৎ ব্রাহ্মণের অদর্শন অদ্যাবধিও ঘটে নাই। এমতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে রঘুনন্দনের বিদ্বেষ বাক্য গুলির কোন মূল্য নাই এবং ঐ বিদ্বেষ বাক্যগুলি অগ্রাহ্য।

যিনি যাহাই বলুন না কেন কায়স্থগণ স্ব স্ব ব্রহ্মতেজ পুনঃ সংস্থাপন করিলে সমস্ত ভ্রম অতি সহজেই অপনোদন হইবে। কায়স্থগণের মূল পুরুষ শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব ব্রহ্মার পুত্র এবং ব্রহ্ম কায় হইতে জাত। ব্রাহ্মণগণ যেরূপ মস্তক হইতে, ক্ষত্রিয়-

গণ দক্ষিণ ও বাম বাহু হইতে, বৈশ্যগণ উরু হইতে এবং শূদ্রগণ পদ হইতে, সেইরূপ কায়স্থগণ শরীর হইতে উৎপন্ন। মস্তক ও শরীরের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। একের অভাবে অন্যের স্থিতি নাই। তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে কায়স্থের অভাবে ব্রাহ্মণগণ ও ব্রাহ্মণ গণের অভাবে কায়স্থগণ অবস্থান করিতে পারেন না।

কায়স্থগণের মর্য্যাদা রক্ষা হইলে ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। নচেৎ ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা কোনমতে থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত গুরুতর। একটী হস্ত অথবা পদ বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু মস্তক অভাবে শরীর এবং শরীরের অভাবে মস্তক জীবিত থাকিতে পারে না। অতএব কায়স্থগণ স্বীকৃত না হইলেও ব্রাহ্মণগণের অঙ্গ। ব্রাহ্মণগণ যেমত কায়স্থ গণের পূজনীয় সেইরূপ কায়স্থগণের আদি পুরুষ শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব সকল ব্রাহ্মণেরই আরাধ্য। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ তর্পণাগ্রে শ্রীচিত্রগুপ্ত স্তব করিয়া থাকেন।

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবতস্বায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
উড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। কায়স্থগণ কার্ত্তিক মাসে শুক্ল দ্বিতীয়ায় তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্ত পূজা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেচ দ্বিতীয়া চোত্তমা তিথি।
তস্যাং কার্য্যং কায়স্থৈশ্চ চিত্রগুপ্তস্য পূজনং ॥
চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহং।
নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ যথা কালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
নানাপ্রকারনৈবেদ্যৈঃ পট্টবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ ॥
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈব ডিণ্ডিভিঃ।
চিত্রগুপ্তস্য পূজায়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ ॥
নবকুম্ভং সমানীয় পানীয় পরিপূরিতং।
শর্করা পূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যসেৎ ॥
পূজাকালে প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ ॥
মসীভাজনসংযুক্তং সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমস্তুতে ॥
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে
যে চান্যে পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে।
কায়স্থাঃ পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥

থাকায় পরে একত্র হেতু অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু চিত্রগুপ্ত বংশীয় ব্রহ্মকায়স্থগণ যতদূর আচার শূন্য হউন না কেন তাহাদিগের আচার ব্যবহার চিরকালই দ্বিজের ন্যায়। বর্ত্তমান কালে করণ ও অম্বষ্ঠ আখ্যা প্রাপ্ত কতকগুলি জাতিকে ভুলক্রমে চিত্রগুপ্ত সন্তান করণ ও অম্বষ্ঠ বলিয়া মনে করা হয়। বস্তুত শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবোদ্ভূত করণ, অম্বষ্ঠ, ও বাহ্লীক বা বাল্মীক প্রভৃতি ব্রহ্মকায়স্থ মহোদয়গণ বৈশ্য পিতা শূদ্রা মাতার গর্ভে জাত করণ আখ্যাপ্রাপ্ত জাতি, ব্রাহ্মণ পিতা বৈশ্যা মাতার গর্ভে জাত অম্বষ্ঠ আখ্যা প্রাপ্ত জাতি ও বলুথান প্রভৃতি মধ্য এসিয়া হইতে আগত খস্, বহ্লখ্ প্রভৃতি যবনাচারী জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। বঙ্গবাসীগণের অনুকরণ প্রবৃত্তি চিরকাল দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অনুকরণ প্রবৃত্তিতে তাঁহারা কতকগুলি অন্য বর্ণকে করণ ও অম্বষ্ঠ আখ্যা নিঃসঙ্কোচে প্রদান করিলেন। যদি বঙ্গদেশের ইতিহাস থাকিত তাহা হইলে ঐ গুলির সৃষ্টির কাল প্রভৃতি আমরা অনায়াসেই পাইতাম। ইতিহাস অভাবে আমাদের বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে। সেই কারণেই ভ্রম সংশোধনের আবশ্যক। সচরাচর চলিত কথায় বলিতে হইলে "উদর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে চাপাইয়াছে" স্বীকার করিতে হইবে। কোথায় দেববংশ সম্ভূত পবিত্র ব্রহ্মকায়স্থ জাতি আর কোথায় শঙ্কর বংশোদ্ভব জাতিগণ এবং নীচবংশোদ্ভব শূদ্র জাতি ?

শূদ্রকমলাকর চিত্রগুপ্ত কায়স্থগণকে যথাসম্ভব সম্মান করিয়া লিখিলেন যে মাহিষ্য কায়স্থ ও বৈদেহ কায়স্থ বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ তাঁহারা শূদ্র। এমতে শূদ্র কমলাকরের মতে আমরা দেখিতে

পাই যে ঐ গুলি শুদ্ধ কায়স্থদিগের নকলকারী, যাহাকে বঙ্গ ভাষায় সাধারণতঃ "ভেজাল মাল" বলে। শূদ্র কমলাকর আরো লিখিলেন যে ঐ গুলির চাতুর্ব্বর্ণ্য সেবা প্রভৃতিতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কায়স্থদিগের যেরূপ শিখা সূত্র তাঁহাদিগের তাহা নাই। যাহা হউক ঐ রূপে ক্রমে ক্রমে সমাজে কতকগুলি ডেগরা কাএত, বাঁশ কাএত, নীচ কাএত, ও গোলাম কাএত সৃষ্টি হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গ্লানি করিতেছে। পুনরায় আমরা দেখিতে পাই যে কেবল বঙ্গদেশে নহে, বোম্বাই অঞ্চলে উলুই, উপকায়স্থ, প্রভা প্রভৃতি জাতিগণ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিলেও সে প্রদেশের শুদ্ধ কায়স্থগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারাও এ প্রদেশের কতকগুলি কাএত বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় সে দেশে যজ্ঞোপবীতধারী শুদ্ধ কায়স্থগণের সহিত গোজামিল দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে রূপ ভাট, অগ্রদানী ও মেগাই আচার্য্যগণ অবস্থান করেন সেইরূপ কায়স্থগণের মধ্যেই বা না থাকিবে কেন?

গরুড় পুরাণে দৃষ্ট হয় যে—

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং বিষ্ণুনা পালিতং সদা।
রুদ্রঃ সংহার মূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ॥
বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজো বিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্ট-শ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥

উপরিউক্ত বচনে জানিতে পারা যায় যে শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব ব্রহ্ম-কায়স্থরূপে সৃষ্টির প্রথম হইতে অবস্থিত। কিন্তু সে কালে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই বাক্য জ্ঞানে কায়স্থগণের উল্লেখাদি ক্ষত্রিয়-

বর্গ মধ্যে হইয়া আসিতেছিল। পরশুরামের সময়ে ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় শব্দ পরিত্যাগে কায়স্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরশুরামকে নির্ব্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়ত্বে স্থাপনপূর্ব্বক কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেন। যখন মহাভারত গ্রন্থ লিখিত হয় তখন পুনরায় সকলেই ক্ষত্রিয়, দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীয় সকলে কায়স্থ না বলিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহার আর একটী কারণ এই যে কায়স্থগণ তখন বাহুবল অবলম্বন করিয়া ছিলেন। মহাভারতের আখ্যান কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ। সেই সময় কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিলে বাহু বলের বিক্রম শোভা পায় না। কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে ভগদত্ত প্রভৃতি মহাবলীগণ কায়স্থছিলেন। তথাপি তাঁহারা মহাভারতের যুদ্ধে বর্ত্তমান থাকিয়া ক্ষত্রিয় নামে সে স্থলে অভিহিত হইলেন। ব্যাসদেব ও ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বরং ক্ষত্রিয় কার্ত্তিকের অগ্রজ কায়স্থ চূড়ামণি গণেশ দেবকে তাঁহার মহাভারত গ্রন্থ রচনার সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গণেশ ও বস্তুত ক্ষত্রিয় হইয়াও কায়স্থ স্বভাব-সম্পন্ন হেতু ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের মধ্যে প্রভেদ থাকিতে পারে বলিয়া বোধ করেন নাই।

মহাভারতের যুদ্ধের পর আমরা বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণ বিস্তারিত হওয়ায় বৌদ্ধমত সর্ব্বত্রই চলিতেছিল। বৌদ্ধগণ ক্রমে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা একেবারে লোপ করিতে বসিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে সকল বর্ণ মধ্যে শূদ্রাচার প্রভূত পরিমাণে

প্রবেশ করে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সকলেই যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করেন। বৌদ্ধ দিগের প্রধান স্থান বুদ্ধগয়া ও অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র নগর বিহার প্রদেশে অবস্থিত হওয়ায়, বিহার ও বঙ্গদেশে বর্ণ ধর্ম্মের উপর তাঁহাদিগের অত্যাচার সর্ব্বাধিক অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাব ও কনৌজাদি প্রদেশে বৌদ্ধদিগের প্রভাব ততদূর প্রবল হয় নাই। সেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিছু কিছু বজায় ছিল। বঙ্গদেশে পাল রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। মগধরাজ্যে বৌদ্ধরাজা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া বৈদিক ধর্ম্মলোপ ও অহিন্দু ব্যবহার যতদূর করিতে হয় করিলেন। তখন দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনাশ করতঃ হিন্দু ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপন করিলেন। বর্ণ ধর্ম্মের গৌরব পুনরায় জন সমাজে আদৃত হইল। ইতি পূর্ব্বে মগধরাজ্য ধ্বংশ হওয়ায় ঐ প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বোম্বাইর অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশস্থ অম্বষ্ঠ কায়স্থ কুলোদ্ভব রাজা বীরসেন বহু অম্বষ্ঠ কায়স্থ পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদেশ জয় করতঃ মগধসিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বর্ণধর্ম্ম তাঁহার চেষ্টায় পুনরুদ্ধার হইবার উপক্রম হইল। জেনারাল্ কানিংহাম সাহেব বীরসেন ও শূরসেন এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তিনি আর ও বলেন যে নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার কন্যা ভোগদেবীকে শূরসেন রাজা বিবাহ করেন। সাধারণতঃ শূরসেন বীরসেনের পুত্র বলিয়াই বোধ হয়। বীরসেন যখন মগধ অধিকার করিলেন তখন নেপাল রাজের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

ফলে তাঁহার পুত্র কুমার শূরসেনকে নেপাল রাজের জামাতা করেন। কানিংহাম সাহেব প্রকাশ করেন যে শূরসেন রাজা হোয়েনসাংএর সমসাময়িক। পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী আবিষ্কৃত ফলকের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে শূরসেনের সময় ৬৪৫ হইতে ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ। ভোগদেবীর গর্ভে রাজা শূরসেনের একটী পুত্র সন্তান হয়। ঐ সন্তান মগধের আদিত্যশূর নামে বিখ্যাত। কানিংহাম সাহেব স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গীয় সেন রাজগণ এই মগধ দেশীয় প্রবল প্রতাপান্বিত একছত্রী মহারাজা আদিত্যশূরের বংশে বহুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। কায়স্থ কৌস্তুভ পুস্তক পাঠে অবগত হওয়ায় যে আদিত্যশূর রাজার পর ক্রমান্বয়ে যামিনীভান, যিনি জয়শূর বলিয়া বিদিত অনিরুদ্ধ, প্রতাপরুদ্র, ভূদত্ত, রঘুদেব, গিরিধর, পৃথ্বীধর, সৃষ্টিধর, প্রভাকর ও জয়ধর পূর্ব্ব দেশীয় রাজা নামে আখ্যাত হইয়া মগধ সিংহাসন শোভা করেন। জয়ধরের পর মগধ সিংহাসন শূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ঐ সময়ে বিষ্ণুপুরাণোল্লিখিত মত আন্ধ্র, আভীর ও শক প্রভৃতি জাতি জয়ধরকে পদচ্যুত করিয়া মগধরাজ্য অধিকার করে। জয়ধরের বংশে বঙ্গীয় আদিশূর রাজার জন্ম হয়। তিনি মগধের আদিত্যশূর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাহুবলের পরিচর্য্যা করতঃ ক্রমে দারদ্ বাদসাহের সেনাপতিত্ব লাভ করেন এবং নানা দেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে তিনি বঙ্গীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থ বংশোদ্ভব পাল রাজাকে পরাভূত করিয়া আপনাকে বঙ্গরাজ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কারিকাকার ধ্রুবানন্দ বলিয়াছেন যে—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠ নামকঃ।
অভবৎ তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥
অগমদ্ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বাচ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বলাৎ ॥

অম্বষ্ঠ কায়স্থ বীরসেনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আদিশূর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া বঙ্গ দেশে বর্ণধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিলেন। কায়স্থদিগের সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্ব-প্রথম মনোযোগ হয়। তিনি, চিত্রগুপ্ত বংশীয় গৌড়কায়স্থগণ যাঁহারা সম্মৌলিক অষ্টঘর বলিয়া পরিচিত এবং ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ যাঁহারা কষ্ট মৌলিক বাহাত্তর ঘর বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে বিশেষ আদর করিয়াছিলেন।

আদিশূর রাজা যে কায়স্থ ছিলেন তাহার প্রমাণ বিশেষ রূপ পাওয়া যায়। টমাসের প্রকাশিত প্রিন্সেপ্স্ টেবিল ২য় ভলুমে লিখিত আছে যে আদিশূর একজন কায়স্থ রাজা। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বহুদর্শী গবেষণার ফলে আদিশূর মহারাজকে কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আইনী আকবরী গ্রন্থে আদিশূর বংশীয়গণকে কায়স্থ বলা হইয়াছে। এবং জেনারল্ কানিংহাম সাহেব বঙ্গীয় আদিশূরকে মগধ-দেশীয় আদিত্যশূর রাজার বংশে জাত নির্ণয় করিয়াছেন। ভ্রমণ-কারী টেলার সাহেব আদিশূর রাজাকে কায়স্থ বলিয়া তাহার গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত আদিশূর কন্যা শ্রীমতী কল্যাণদেবীর সহিত কাশ্মীররাজ কায়স্থ জয়পীড়ের

বিবাহ সম্বন্ধে আদিশূরকে কায়স্থ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ আখ্যা দেওয়া অসম্ভব মনে হয়।

আদিশূর মহারাজের পুত্র না হওয়ায় বিশেষ অভাব বোধ করিয়া সন্তানপ্রাপ্তির আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তম দ্বিজের অভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারিবে না জানিয়া তিনি তাঁহার মিত্র কনৌজাধিপতি শ্রীবীরসিংহ মহারাজকে পত্র লিখিয়া কোলাঞ্চ নগর হইতে পাঁচটী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও পাঁচটী যাজ্ঞিক কায়স্থ, এই দশটী দ্বিজকে আনয়ন করেন। যজ্ঞ কার্য্য করিতে হইলে স্বজাতীয় ও আত্মীয়বর্গের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যজ্ঞে সহায়তা করিতে পারেন এমন কায়স্থ বঙ্গদেশে না পাওয়ায় কান্যকুব্জ রাজের সাহায্য তাঁহাকে কাযে কাযেই লইতে হইয়াছিল। তিনি লিখিলেন—

যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপ।
নচেদ্দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কান্যকুব্জে বৌদ্ধ উৎপাত বর্ণধর্ম্ম বিষয়ে ক্ষতি করিতে পারে নাই। সে দেশে বর্ণধর্ম্ম কিছু কিছু বজায় ছিল। এমতে রাজা বীরসিংহ বঙ্গাধীশ আদিশূরের সহিত মিত্রতা বিচ্ছেদ না করিয়া সে প্রদেশের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্য হইতে দশটী উপযুক্ত দ্বিজ ৮০৪ শকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। কায়স্থ কুলাচার্য্য কারিকা বচনে দেখা যায় যে—

গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

যাজ্ঞিক কায়স্থগণ সদ্বংশজাত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে একখানি গরুর গাড়ীতে বসাইয়া, কেহ গজে, কেহ পাল্কিতে, কেহ কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয়া ভৃত্যাদি সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমন করেন। দশ সংখ্যক দ্বিজ যখন বঙ্গরাজধানীতে উপস্থিত হন তখন রাজা আদিশূর কোন কারণ বশতঃ প্রথমে তাঁহাদিগের সহিত দেখা করেন নাই। তখন বিকৃত বেশধারী দ্বিজগণ মল্লকাষ্ঠে জীবন সংযোগরূপ তাঁহাদিগের স্বাভাবিক ব্রহ্মতেজঃ ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিলে মহারাজ ভীত হইয়া অভ্যাগত দ্বিজদিগকে সাদরে অভার্থনা করিয়া নিম্ন শ্লোকের দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন।

অদ্য মে সফলং জন্ম তপস্যাদি চ সাধনং।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মদাগমনং যতঃ।

কারিকাকার ধ্রুবানন্দ ঐরূপ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু দেবীবর ঘটক অন্যরূপ বর্ণন করিলেন। তিনি কায়স্থগণকে শূদ্র করিবার ষড়যন্ত্রের মধ্যে একজন নেতা। উক্ত ঘটনার প্রায় চারিশত বর্ষ পরে দেবীবর জন্মগ্রহণ করিয়া লোক পরস্পরায় যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃত অবস্থা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা সত্য বিবেচনা করিয়া এবং দেশের তাৎকালিক শূদ্রাচার দর্শন পূর্ব্বক যে সকল কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া লিখিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচিত হইলেন না। এইরূপ কার্য্যে তাঁহার গবেষণা যে অত্যন্ত স্বল্প তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কোথায় তিনি কায়স্থগণকে "আগতা বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায়" না বলিয়া তাঁহাদিগকে

"কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং" বলাইলেন। এই বাক্য শ্রবণ মাত্রেই মহারাজ আদিশূর তাঁহার যজ্ঞ কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য এবং তাহার অনুরোধ মত রাজা বীরসিংহ কর্ত্তৃক পঞ্চ কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের পরিবর্ত্তে পঞ্চ শূদ্র আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহার জন্ম সফল হইল বলিয়া কৃতার্থ হইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন যে তাঁহার রাজভবন শূদ্রাগমনে পবিত্র হইল। আহা! এই সকল কি চমৎকার কথা! অস্পৃশ্য শূদ্রকে দেখিয়া ক্ষত্রিয় রাজা মস্তক অবনত করিলেন।

দেবীবর বিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কষ্ট বোধ করেন নাই। তিনি পুনবায় লিখিলেন "উপবিষ্টা দ্বিজাঃ পঞ্চ তথৈব শূদ্র পঞ্চকাঃ।" রাজার সভায় শূদ্রগণ উপবেশন না করিলে কি রাজসভার শোভা বৃদ্ধি পায়? সাধারণ বুদ্ধিতে শূদ্রগণ রাজ-দ্বারের বহির্দ্দেশে অবস্থানের যোগ্য। সেই শূদ্রগণ রাজা কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া রাজসভায় ব্রাহ্মণের পার্শ্বে স্থান পাইলেন। বলি-হারী দেবীবরের বুদ্ধি! কলিকালে ঐরূপ বুদ্ধিই হইয়া থাকে। দেবীবব শাস্ত্র পাঠ কবিলে নিশ্চয়ই অবগত থাকিতেন যে—

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥

(পরাশর সংহিতা)

শ্বা শূদ্রাশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব।

(বৃহৎ গৌতম)

দেবীবরের সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল যে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণের বেতনভোগী দাস হইয়া আসেন নাই। প্রত্যেক ভদ্র ও সদ্‌বংশ জাত জ্ঞানবান্ পুরুষ আপনাকে বিনয়মর্য্যাদা ক্রমে দাস অথবা দাসানুদাস বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। রোমান্ ক্যাথলিক্ চার্চ্চের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, যিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মজগতের রাজা বলিয়া সম্মানিত, সেই পোপ্ আপনাকে দাসানুদাস (Servus Servorum) বলিয়া প্রকাশ করিয়া বিশেষ সম্মান বোধ করেন। বস্তুত তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিদিগের পার্থিব অধীশ্বর। এমতে দেবীবরের ভ্রান্ত বুদ্ধি উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা অশ্বগজ নরযানে আসেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত ২০।২৫ জন পরিচারক বেহারা অবশ্যই ছিল। ঘোড়ার দানা ও হাতির খানা বাহক দুই পাঁচ জন সঙ্গে নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। যে থানে সত্যের অভাব সে স্থলে বিকৃত অবস্থা করিলে পরিশেষে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। এক খানি গরুর গাড়ীতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন তাঁহারা কি তিন ঘোড়া এক হাতি ও এক পাল্কিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বেতন ভোগী ভৃত্য করিয়া আনিয়াছিলেন? এ কথা বলিলে লোকে হাস্য করিবে।

যাহা হউক আদিশূর মহারাজ স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে দেবীবর বলিয়া এক ব্যক্তি তাঁহার চারিশত বৎসর পরে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার এইরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করিবেন। তিনি উত্তম বুদ্ধিতে দশ সংখ্যক দ্বিজকে সমাচরিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা মনের সাধে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ ক্রিয়া মহাসমারোহে সমাধান করিয়াছিলেন। যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-

গণ পুনরায় স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আদিশূর মহারাজা বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবার জন্য সুচারুরূপে বন্দবস্ত করিয়া দিলেন। তাহারাও রাজার সৌজন্য ও আদর প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ সন্দর্শনানন্তর বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক মহানন্দে বাস করিলেন।

যজ্ঞের ফলে আদিশূর রাজার একটী পুত্র ও একটী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে পুত্রটীর নাম ভূসুর। যে কোন নামেই তিনি অভিহিত হউন না কেন, তিনি যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া ইহ জগত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আদিশূরের কন্যাটী জীবিত ছিলেন। তাঁহার নাম কল্যাণ দেবী। ঐ কন্যারত্ন কাশ্মীর রাজ্ঞী হইয়া তাঁহার পতি জয়পীড়ের জন্য বঙ্গ সিংহাসনের প্রত্যাশা রাখেন নাই।

আদিশূর মহারাজা স্বয়ং কর্ণাট কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কর্ণাট ক্ষত্রিয় বীরসেন রায় আদিশূরের পত্নীর অত্যন্ত নিকট আত্মীয় থাকায় তিনি বঙ্গদেশে আদিশূর রাজার সভায় উপস্থিত থাকিয়া শোভা পাইতেছিলেন। পুত্রের অভাবে ব্যথিত হইয়া সেই অভাব দূরীকরণের জন্য কর্ণাট ক্ষত্রিয় বীরসেন বংশজ সামন্ত সেনকে নিকট-আত্মীয় জানিয়া আদিশূর মহারাজা সেই শিশু-টীকে পুত্র বাৎসল্যে লালন পালন করিতেছিলেন। কর্ণাট রাজ্ঞী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে আদিশূর মহারাজা যে দিবস পুত্রেষ্টি যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করেন সেই দিবস উল্লিখিত আছে। কর্ণাট দেশের সহিত আদিশূরের

সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। কর্ণাট ক্ষত্রিয় বালক সামন্ত সেন আদিশূরের বিশেষ স্নেহভাজন হওয়ায় পুত্র অভাবে তিনি ঐ কর্ণাট ক্ষত্রিয় সামন্ত সেন তাঁহার অবর্ত্তমানে বঙ্গের রাজা হইবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। সামন্তসেনের শৈশবাবস্থায় বীরসেন আদিশূরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া সামন্তের পরিবর্ত্তে রাজ্য করেন। পরে সামন্তসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে বঙ্গেশ্বর আখ্যায় পরিচয় দিয়াছিলেন।

সামন্তের পুত্র হেমন্ত সেন। রাজসাহীতে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে হেমন্তসেন "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ানাং কুলশিরো দাম" বলিয়া উক্ত। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন। বিজয় সেনের শিলালিপিতে সেন বংশাবলী এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

* * * *

"শ্বেতোৎফুল্ল ফণাঞ্চলঃ শিবশিবঃ সন্দানদানোবগ
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ ॥
বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা পরিচয়শুচয়ঃ সূক্তি মার্দ্ধীক ধারা,
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥
তস্মিন্ সেনান্বায়ে প্রতিভট স্নভট শতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী।
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরো দাম সামন্ত সেনঃ ॥
দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষ্মী
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গ-বীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহিত বসা-মাংসমেদ সুভিক্ষাং ॥
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজনিত দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥

যেনাসেব্যন্তে শেষে বয়সি ভবভয়া স্মর্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ।
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গা পুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি॥
অভবদনবসানোদ্ভিন্ন নির্ণিক্ত ভদ্র
গুণ নিবহ মহিম্নাং বেশ্ম হেমন্ত সেনঃ।
তস্মাস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যান্ততোঽ
প্যারাতি বলশাতনোজ্জ্বল কুমারকেলি ক্রমঃ।
চতুর্জলধি মেখলা বলয়সীম বিশ্বম্ভরা
বিশিষ্ট জয় সায়কো বিজয়সেন পৃথ্বীপতিঃ॥

পুনরায় লক্ষণ সেনের তাম্র শাসনে দেখা যায়—

পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণৈর্বীরসেনস্য বংশে
কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরো দাম সামন্ত সেনঃ।
কৃত্বা নির্বীরমুর্ব্বীতলমলিনতরা ন্তূপ্যতা নাকনদ্যাং
নির্ণিক্তো যেন সদ্যাদ রিপুরুধিরকণা কীর্ণধারঃ কৃপাণঃ।
বীরাণামধিদৈবতং বিপু চমু মারাঙ্ক মল্লব্রতঃ
তস্মাৎ বিস্ময়ণীয় শৌর্য্যমহিমা হেমন্ত সেনোঽভবৎ।
অজনি বিজয় সেনস্তেজসাং রাশেরস্মাৎ
সমর বিজয়নরাণাং ভূভৃতামেক শেষঃ॥

একাঙ্গবীর সামন্তসেন ও মারাঙ্কবীর হেমন্তসেন বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল ব্যাপী রাজত্ব করিয়া বিগত হইলে বিজয়সেন আপনাকে বৃষভশঙ্কর নামে অভিহিত করিয়া প্রভূত পরাক্রমশালী নৃপতি হইয়াছিলেন। তিনি উত্তরে নেপাল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণ উড়িষ্যা ও গোদাবরী প্রদেশ জয় করিয়া একাধিপত্য করেন। যদিও হেমন্তসেন গঙ্গাপুলিনে বাস করিয়াছিলেন তথাপি বিজয়সেন মহারাজই নবদ্বীপনগরকে

প্রথমতঃ বঙ্গরাজধানী বলিয়া প্রচার করেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাগণ নবদ্বীপে বাস করিয়া মুসলমানাধিকার পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। প্রত্যুম্নেশ্বর মন্দিরে বিজয়সেন "ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু" বলিয়া লিখিত আছেন।

বিজয়সেন বহুদিবস বঙ্গশাসন করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। বীরনগরের দুর্গামণ্ডল লেখক বলেন যে বিজয় সেনের অল্প বয়স্ক পত্নী সমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বেদেদিগের টোলে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেই ব্রহ্মপুত্র নদ তটে বল্লাল সেনের জন্ম হয়। কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থে একস্থলে লিখিত আছে যে ব্রহ্মপাত্র নাগ বলিয়া জনৈক ব্যক্তি ভৌতিক বিদ্যার বলে বিজয়সেন রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া রাজার জন্য একটী শুকাসন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির সহিত বিজয়পত্নী ব্রহ্মপুত্র নদ তীরে দেশ ভ্রমণচ্ছলে গমন করেন। সে যাহাহউক বল্লাল সেন রাজার জন্ম বৃত্তান্ত অন্ধকারময়। তিনি বিজয়সেনের পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করায় কর্ণাট ক্ষত্রিয় অথবা অম্বষ্ঠ কায়স্থ বিজয় সেনের পুত্র বলিয়া অদ্যাপি জগতে বিখ্যাত। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদ পার্শ্বস্থ প্রদেশ পরিত্যাগ করতঃ বিক্রমপুর নগরে বাস কালীন তথায় প্রথমে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গদেশীয় পিতৃ সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বল্লাল সেন রাজা হইলে আপনাকে ক্ষত্রিয়াভিমান্ করিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মসম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করায় জন সমাজে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় অথবা শুদ্ধ কায়স্থ নামে সম্মানিত

হইতে পারিলেন না। কায়স্থগণ ও তাঁহাকে ক্ষত্রিয় কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে নিষেধ করিলেন। এই রূপে তিনি জনসমাজ হইতে কিছুকাল স্বতন্ত্রভাবে যাপন করেন। মানবমাত্রেই অবগত আছেন যে একটী দোষের সহিত বহুদোষ সাধারণতঃ একসঙ্গে আসিয়া পড়ে। সেই কারণ বশতঃ রাজা বল্লাল পুত্র কলত্রবন্ত হইয়াও একটী ডোম কন্যায় আসক্ত হইয়া সমাজে বিশেষ রূপে ঘৃণিত হইলেন। অদ্যাপিও ডোমনীপোতা নামক একটী স্থান পূর্ব্বপার নবদ্বীপ নিবাসী মুসলমানগণ বল্লালসেনের ভগ্ন প্রাসাদের সন্নিকট দেখাইয়া দিয়া থাকেন।

আনন্দ ভট্টকৃত বল্লাল চরিত গ্রন্থে বল্লালের নীচ সংসর্গ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণ সেন পিতার ডোম কন্যার সহিত অবৈধ সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া পিতাকে পত্র লিখিলেন।

"শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চাতঃ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচ পথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥

পিতা ঐ পত্রের উত্তরে বলিলেন।

"তাপোনাপগতস্তৃষা নচ কৃষা ধৌতান ধূলীতনো
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দ কবলং কা নাম কেলী কথা।
দূরোন্মুক্ত করেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা নবা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥"

পিতার ঐ প্রকার লজ্জা শূন্য পত্রী পাইয়া লক্ষ্মণ সেন পুনরায় নিম্ন লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইলেন।

"পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং

তথাপ্যুচ্চৈ র্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ।
ভুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ।

তদুত্তরে বল্লাল পুত্রকে লিখিলেন।

"সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতুর্দ্দোষোয়ং ন চ গুণ নিধেস্তস্য কিমপি।
সকিং নাত্রেঃ পুত্রঃ ন কিমু হর-চূড়াচ্চর্নমণি
র্নবা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি॥

যাঁহাদিগকে আদিশূর রাজা আত্মীয় বর্গ মধ্যে স্থির করিয়া বঙ্গে বাস করাইয়াছিলেন সেই কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ বল্লাল সেনের ঐরূপ আচার ব্যবহার আর সহ্য করিতে পারিলেন না এবং তাঁহাকে বিদ্রূপাদির দ্বারা অবমাননা করিতে লাগিলেন। বল্লাল দেখিলেন যে তিনি জাতিচ্যুত হইয়াছেন এবং তাহার ডোমকন্যার সহিত সম্বন্ধ ও সন্দেহাত্মক অবৈধ জন্ম বৃত্তান্ত তাঁহাকে সমাজে কলুষিত করিতেছে।

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাহার শাসনাধীন আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত কায়স্থদিগকে কি উপায়ে দণ্ডবিধান করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্য উপায়ে শাস্তি প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে স্থির করিয়া তিনি আত্মীয় বর্গ কায়স্থগণকে সর্ব্ব প্রথমে সমাজে হীন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এই স্থির সিদ্ধান্তই তাঁহার সমাজ সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাজা বল্লালসেনের বংশাবলী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে নানারূপ লিখিত আছে। কেহ তাঁহাকে আদিশূর রাজের দৌহিত্র ও শ্রীধরের পুত্র বলিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।

আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
তাহার দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥

(রাজজীবন কৃত কুল পঞ্জিকা)

কেহ তাঁহাকে বিশ্বক্ সেন অথবা বিজয় সেন রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

বল্লাল সেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ।
অম্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্র জাত॥

(কায়স্থঘটক কারিকা)

পুনরায় দেখা যায় কোন পুস্তকে বল্লালকে বিজয়সেন রাজার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নানা মুনির নানা মত। কেহ আবার তাঁহাকে বৈদ্য বলিলেন। হইতে পারে বৈদ্যগণ যে বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলিতেছেন তিনি অপর ব্যক্তি এবং অম্বষ্ঠ কায়স্থ অথবা কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বিজয়সেন রাজার পুত্র বল্লালসেনের বহুদিবস অর্থাৎ দুই শত বৎসরের অধিক পরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেশে বল্লাল রাজা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সে কথার এস্থলে প্রয়োজন দেখি না। যাহা হউক সমযের গতিকে পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার প্রবাদ ও জনশ্রুতি সঠিক ইতিহাসের অভাবে ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইয়া কতকটা স্বকপোলকল্পিত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের দ্বারা রুচিভেদে পুস্তকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। রামজয় কৃত পঞ্জিতে এইরূপ লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাঁহার তনয় হন শূরসেন বীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্তসেন তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিজয় তাত বলি যারে করয়ে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাই ব্যবহার।
কিন্তু সেন বংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংশ সেন বংশ তাজা।
বিজয় সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা।

উক্ত পয়ার গুলি পাঠ করিলে লিখিত বিষয়টীর ন্যূনাধিক যথার্থতা আছে বলিয়া বোধ হয়। কোল দেশীয় কাঞ্চী রাজ্যের সহিত বঙ্গ রাজ্যের কিছু সম্বন্ধ ছিল তাহা অদ্ভুত সাগর গ্রন্থে বর্ণিত বঙ্গীয় কর্ণাট ক্ষত্রিয় রাজা বিজয় সেনের কাঞ্চীনগর হইতে বঙ্গদেশে জলপথে আগমন সংবাদ পাঠে বুঝিতে পারা যায়। কর্ণাট রাজবংশীয় কোন ব্যক্তি, দাক্ষিণাত্যে কোন রাজ্যান্তর্গত একটী সামান্য প্রদেশ জয় করিয়া সেই প্রদেশের নরপতি হওয়ায় তাঁহাকে আদি নৃপতি বলিয়া উপরিউক্ত পয়ারে কথিত হইয়াছে। তাঁহার দৌহিত্র অশোক ঐ প্রদেশে রাজত্ব করেন। অশোকের পর শূরসেন রাজা হন। শূরসেনের অনেক গুলি পুত্রকন্যা থাকা সম্ভব। বীরসেনকে ঔরসজাত পুত্র

বলিয়া নির্দ্দেশ করায় এবং তাঁহাকে কেবলমাত্র "রায়" উপাধি দেওয়ায় তিনি ঐ প্রদেশের রাজা হইতে পারেন নাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যখন বঙ্গের আদিশূর মাহারাজা কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশের সহিত সামাজিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বঙ্গে প্রত্যাগমন করেন তখন কর্ণাট ক্ষত্রিয় বীরসেন তাঁহার সহিত এ প্রদেশে আসিয়া বঙ্গরাজের প্রধান সহায় রূপে রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন। যদিও তিনি আদিশূরের অবর্ত্তমানে ও সামন্ত সেন রাজার বাল্যাবস্থায় বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেছিলেন তথাপি তিনি বঙ্গাধীশ বলিয়া রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করেন নাই। এই কারণেই ইতিহাস লেখকেরা স্থির করিতে না পারিয়া বীরসেন ও আদিশূর এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। বীরসেনের বংশে প্রসূত সামন্ত সেন পুনরায় উক্ত পয়ারে ভূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশীয় সামন্ত ও তাহার তুল্য পুত্র হেমন্ত দুই জনই পরে পরে বঙ্গেশ্বর হন। তৎপরে হেমন্ত পুত্র বিজয়সেন রাজা হন। কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে তাহাকে "বিশ্বক সেন" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এইরূপ বোধ হয় যে হস্তাক্ষর পড়িতে না পারিয়া পুঁথি নকলকারী "বিজয়" পরিবর্ত্তে "বিশ্বক্" শব্দ লিখিয়াছেন। বিজয়সেনের অপর নাম শুক সেন ছিল। তাহাও ভুলের কারণ হইতে পারে। তাঁহারই ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন। উক্ত পয়ার লেখকের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। যাহা হউক তিনি বল্লাল বংশাবলী কাহারো নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বীয়মত-স্থাপন-রূপ অভিসন্ধি পূর্ণ করিতে গিয়া এবং আদিনৃপতিকে বঙ্গদেশের রাজা স্থির করিতে গিয়া এত গোলযোগ বাধাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আদি

নৃপতি কর্ণাট ক্ষত্রিয়, এবং অম্বষ্ঠ কায়স্থ কুলোদ্ভব আদিশূর বঙ্গেশ্বরের সহিত উক্ত কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বিশ্বকোষ গ্রন্থে "কুলীন" শব্দে লিখিত আছে যে দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় জাতি কায়স্থ জাতির শাখারূপে গণ্য। তাঁহাদিগের সহিত বঙ্গরাজদিগের আদান প্রদান ছিল। বঙ্গরাজগণও আপনাদিগকে কায়স্থ অভিমান করিয়া এ প্রদেশের কায়স্থগণের সহিত বিবাহাদি করিতেন। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশে জাত বল্লাল সেনের কায়স্থ অভিমান স্বতঃ সিদ্ধ।

রাজা বল্লাল সেন স্বয়ং ও তাঁহার বংশীয়গণ আর কেহই কায়স্থ সমাজে থাকিতে পারিবেন না জানিয়া অনুপায় হইয়া কি করিয়া বর্ণধর্ম্মাশ্রম লোপ করিবেন তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। শৃগাল লাঙ্গুলহীন হইলে অপর সকল শৃগালকে লাঙ্গুল কর্ত্তনের জন্য যুক্তি প্রদান করে। রাজা বল্লাল সেন জাতিচ্যুত হইয়া বৈদিক চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেশের রাজা হইয়া কেবল স্বজাতীয় কায়স্থদিগকে নির্য্যাতন করিলে তাঁহার অভিসন্ধি পূর্ণ হয় না বুঝিতে পারিয়া সমগ্র বঙ্গদেশীয় জাতি সমাজ পরিবর্ত্তনে উদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণগণের কোন রূপ অপকার করিবার মুখ্য হেতু হইলে বিপদ আশঙ্কা জানিয়া স্বীয় প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে প্রকারান্তরে গৌণভাবে তাঁহাদিগের ও অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিলেন। তখন তিনি কয়েকটী ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া কি করিয়া কায়স্থগণের পদচ্যুতি হয় তদ্বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মন্ত্রদাতা রাজানুগ্রহপ্রার্থী ব্রাহ্মণগণ রাজার সহায় হইয়া কায়স্থগণকে সূত্রত্যাগ, মাসাশৌচ ও

নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করাইতে পারিলেই তাহারা কাযে কাযেই শূদ্রাচারী হইয়া বল্লালের ন্যায় বর্ণচ্যুত হইবেন এইরূপ যুক্তি প্রদান করিলেন। রাজাও দেখিলেন এ কথা বড় মন্দ নহে। তিনি নিজে পতিত হইয়াছেন; এবং শুদ্ধ কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাকে ভয় ভয় পরিচয় দিতে হইতেছে। বর্ণাশ্রমের মধ্যে শূদ্র জাতি সর্ব্ব নীচ। যদি কায়স্থগণকে শূদ্র করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার অভিসন্ধি পূর্ণ হইবে ও তাঁহার অপযশ লাঘব হইবে এবং মূলে বঙ্গদেশে বর্ণধর্ম্ম ও বর্ণগৌরব লুপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ গণ কায়স্থ ব্যতীত দাড়াইতে পারিবেন না এবং কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমাজে কোন কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহেন। কেন না মনু বলিয়াছেন যে—

"না ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রংব্রহ্মবর্ত্ততে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্ত মিহচামুত্র বর্দ্ধতে॥"

অতএব যখন ঐ ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগের পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্য করিবেন এবং শূদ্রদিগের সংস্রবে থাকিবেন তখন তাঁহারাও ক্রমে শূদ্রের ব্রাহ্মণ বলিয়া জগতে বিদিত হইবেন। এই সকল কথা বল্লালের মনোমধ্যে স্থান পাইল, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার চাতুরী কোন মতে প্রকাশ করিলেন না। ব্রাহ্মণগণের মনে ও কোন রূপ সন্দেহ উদয় হইল না।

রাজা বল্লাল উক্তরূপ সিদ্ধান্ত মনোমধ্যে স্থির করিয়া পরিশেষে সকল প্রধান কায়স্থগণকে তাহার সভায় আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে সূত্রত্যাগ করিতে, নামের শেষে দাস লিখিতে ও এক মাস অশৌচ পালন করিতে প্রস্তাব করিলেন।

এ স্থলে বক্তব্য যে কান্যকুব্জীয় কায়স্থগণের আগমনের পূর্ব্বে গৌড়দেশে অষ্ট প্রকার মৌলিক কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা সিদ্ধ মৌলিক। এতদ্ব্যতীত আরও বাহাত্তরঘর কষ্ট মৌলিক কায়স্থ ছিলেন। সিদ্ধ মৌলিকগণ চিত্রগুপ্ত সম্ভূত গৌড় কায়স্থ এবং কষ্ট বা সাধ্য মৌলিকগণ সকলেই ক্ষত্র বংশোদ্ভব শুদ্ধ কায়স্থ ছিলেন। আদিশূর মহারাজের সময় কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চঘর চিত্রগুপ্ত বংশীয় দ্বিজাচার সম্পন্ন ব্রহ্মতেজঃ যুক্ত যাজ্ঞিক কায়স্থ বঙ্গদেশে বাস করিলেন। বল্লালের সময়ে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ কায়স্থ ছিলেন। আদিশূরের সময় হইতে বল্লালের সময় পর্য্যন্ত সমাগত পঞ্চ কায়স্থবংশীয় গণের কেবল অষ্টঘর সিদ্ধ মৌলিকের সহিত ক্রিয়া ছিল। অন্য বাহাত্তর ঘরে সহিত কেবল অন্নপান মাত্র ছিল। পরে বল্লালের মেলে ঐ বাহাত্তর ঘরের সহিত কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত শুদ্ধ কায়স্থগণের বিবাহাদি নিরূপিত হয়।

কুলাচার্য্য কারিকায় দ্বিপ্রকার মৌলিক সম্বন্ধে লিখিত আছে

গৌড়েষ্টৌ কীর্ত্তিমন্তশ্চিরবসতিকৃতা
মৌলিকা যে হি সিদ্ধাঃ।
তে দত্তাঃ সেন দাসাঃ করগুহসহিতাঃ
পালিতাঃ সিংহদেবাঃ॥
যেবা পাত্র্যাভিমুখ্যাঃ স্থিতিবিনয়জুষঃ
সপ্ততিস্তে দ্বি পূর্ব্বা।

হোড়াদ্যা বীক্ষ্য রাজ্ঞা চরণগুণযুতা
মৌলিকস্তেন সাধ্যাঃ ॥
হোড়ঃস্বরধরধরণী বানআইচসোমঃপৈশূর সামঃ।
ভঞ্জোবিন্দো গুহবল লোধঃ শর্ম্মাবর্ম্মাহুইভুই চন্দ্রঃ ॥
রুদ্রো রক্ষিত রাজাদিত্যো বিষ্ণুর্নাগ খিল পিল সূতঃ।
ইন্দ্রোগুপ্তঃ পালো ভদ্র ওমশ্চাঙ্কুর বন্ধুর নাথঃ ॥
শাঁই হেশশ্চ মনো গণ্ডো রাহা রাণা।
রাহুত সানা দাহা দানা গণ উপমানা ॥
খামঃ ক্ষোমো ধর বৈণ্ডনো বীদস্তেজশ্চার্ণব আশঃ।
শক্তির্ভূতো ব্রহ্মঃশানঃ ক্ষেমোহেমো বর্দ্ধনরঙ্গঃ।
গুই কীর্ত্তির্যশঃ কুণ্ডু র্নন্দী শীলো ধনুর্গুণঃ ॥

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যের কারিকায় বাহাত্তরঘর এইরূপ লিখিত আছে।

ব্রহ্ম বিষ্ণু ইন্দ্র রুদ্র আদিত্য চন্দ্র সোম।
রক্ষিত রাহুত রাজ খান খোম হোম ॥
বন্দি অর্জ্জুন কই রাহা দাহা দাম।
উই পুই গুই শীল সাল পাল সাম ॥
নন্দী লাল গুহরি গোল মাল গঞ্জ।
ধনুক বাণ গুণ ধাম ভদ্র ভূত ভঞ্জ ॥

রাণা দানা সানা নাথ রই পই ভক্ত।
খিল পিল মিল শূর নাগ নাদ গুপ্ত॥
ধরণী অঙ্কুর সুভ বিন্দু কুণ্ড ঘর।
টেক গন্তি খেম বর বেশ আর ধর॥
হোড় দাড় বহর কীর্ত্তি চার নার চাকি॥
এক যায়ি করিবে এই বাহাত্তর ঘর ডাকি॥

অষ্টঘর সিদ্ধ মৌলিক ও বাহাত্তরঘর সাধ্য মৌলিক সকলেই রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজা বল্লালের প্রস্তাবিত নিয়ম তিনটীর বশবর্ত্তী হইলেন কিন্তু কান্যকুব্জাগত পঞ্চ শুদ্ধকায়স্থ ঐরূপ একটী অসঙ্গত প্রস্তাবে দুঃখিত হইয়া রাজার নিকট রাজাজ্ঞার কঠোরতা বিষয়ে নিবেদন করিলেন। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চঘর কায়স্থ বঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কুলশ্রেষ্ঠ দত্ত মহাশয়কে সকলেই সম্মান করিতেন। সেই সময় দত্তবংশীয় সপ্তম পুরুষে বিনায়ক দত্ত ও তৎপুত্র বালক নারায়ণ দত্ত দত্তবংশে জীবিত ছিলেন। দত্তবংশ মালায় লিখিত আছে যে বিনায়কদত্ত বল্লালের মন্ত্রীত্ব পদে কিছু দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু বল্লালের নীচ সংসর্গ হেতু চক্ষুপীড়ার ছল করিয়া ঐ পদং পরিত্যাগ করতঃ বালিগ্রামে থাকিতেন। সেই কারণে তিনি স্বয়ং রাজ সভায় উপস্থিত না হইয়া তাঁহার পুত্র নারায়ণকে রাজসভায় পাঠাইয়াছিলেন। রাজার প্রস্তাবে রাজ সমক্ষে নারায়ণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের সহিত বিচার হয় এবং পরিশেষে নারায়ণ বলেন যে সকল অবরবর্ণই

যখন ব্রাহ্মণের দাস তখন সম্মানসূচক বিনয়পূর্ণ দাস শব্দ কদাচ কোনস্থলে ব্যবহারে দোষ দেখি না, কিন্তু সাধারণতঃ দাস শব্দ নামের শেষভাগে অনিচ্ছা সত্ত্বে ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন বেতনভুক্‌দাসত্ব কখনই স্বীকার্য্য নহে। তাহা কেবল শূদ্রের কর্ম্ম।

"নাহং দাসোঽহি বিপ্রাণাং শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।"

এই সকল কথা বলায় কান্যকুব্জাগত অপর সকল কায়স্থই সেইকালে তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। রাজাও একটু ব্যস্ত হইলেন এবং শেষে বিচার করিয়া বুঝিলেন যে এখন কৌশল ব্যতীত ইহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারা যাইবে না। কায়স্থগণকে পদচ্যুত না করিলে চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম লোপ হইবে না, এবং তাহার ভ্রষ্ট শাখা গৌড়ভূমিতে আর দীপ্তি পাইবে না। অবশেষে কতকগুলি ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দত্তকে নির্য্যাতন করার প্রয়োজন দেখিয়া অগ্রেই গোপনে গোপনে বহু অর্থ পুরস্কারাদি স্বীকার করিয়া গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিবার স্থির করিলেন।

এমতে রাজা পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর সহিত যুক্তি করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে নয়টী গুণ থাকিলে মনুষ্য কুলীন হয় অর্থাৎ নিজ কুলের মধ্যে প্রধান হয়। যথা

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।

নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণং॥

তিনি দেখিলেন দত্তের সকল গুণই আছে, এমত অবস্থায় তাঁহাকে দমন করার উপায় কি? স্থির হইল যে একটী সভায় পাঁচ ঘর কান্যকুব্জাগত কায়স্থকে আহ্বান করা হউক। ব্রাহ্মণ-

গণ ঘোষ বসু মিত্র মহাশয়দিগের যশ কীর্ত্তন করিবেন। ইহাতে অপরের মুখে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগকে বিনয়হীন দোষে দোষী করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু দত্তকে নিজ পরিচয় বলিতে বলিলে তিনি অবশ্যই অনেক বিনয়-শূন্য কথা আপনাআপনি বলিয়া ফেলিবেন। তখন নিজের কীর্ত্তন নিজে করায় বাহ্যে বিনয়হীনতারূপ দোষ পাওয়া যাইবে। সেই দোষেই তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত প্রধান কুল হইতে তাঁহাকে বর্জ্জিত করা হইবে। কি ভয়ানক কুচক্র ?

রাজার আদেশে সভা হইল। চতুর্দ্দিকে পদাতিক সজ্জিত হইল। সকলে সভাতে উপবেশন করিলেন। রাজা অছিলা করিয়া কাণ্যকুব্জাগত কায়স্থগণের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্ব শিক্ষিত মত ব্রাহ্মণগণ বসু ঘোষ ও মিত্র মহাশয়গণের পরিচয়ে তাঁহারা আদিশূরের সময়ে যেরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাই পরে পরে বলিলেন।

ঘোষ বিষয়ে—

সুকৃতালি কৃতাম্বর এষ কৃতী
ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ
বন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং
প্রথিতেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ।

সততং সুস্সুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ
শরদিন্দুপয়োঽম্বুধিকুন্দযশাঃ ॥

বসু বিষয়ে—

বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিনো বসু তুল্যাবসুবংশ সম্ভবাঃ ।
বসুধা বিদিতা গুণার্ণবৈর্নিয়তং তেজস্বিনো ভবন্তুন ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে
দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে ।
দশদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ী
বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥

মিত্র বিষয়ে—

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ ।
প্রমত্তসত্তমত্তহঃ শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ ॥
প্রতাপ তাপনোত্তপদ্দ্বিষালি যোষিদালিকো ।
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ ॥

তথন রাজা ঘোষ, বসু ও মিত্র মহোদয়গণের বশং পরিচয় শ্রবণ করিয়া গুহকে পরিচয়দিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা নিঃশব্দে রহিলেন। গুহ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ দ্বারা লিখিত আপনার পরিচয় আপনি দিলেন।

দ্বিজালিপালনার্থকোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ।

অহংগুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।

গুহ বোধ হয় পাণ্ডিত্যে একটু কম ছিলেন। তাঁহার নিজের মুখেই ব্রাহ্মণ রচিত শ্লোক পঠিত হইল। তিনি প্রথম হইতে দত্তের সহিত ঐক্যমত থাকায় তাঁহাকেও অপমান করার অভিপ্রায় পূর্ব্ব হইতে ছিল। তিনি এখন আপনাকে গুহ বলিয়া পরিচয় দিলেন তখন রাজকৌশলের সহায়স্বরূপ রাজসভাসদ্‌গণ সকলে হাস্য করিয়া তাঁহাকে অপমান করিলেন। যথা—

নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্য হাস্যং ব্যভূৎ।
স বঙ্গ গমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গোযতঃ॥

সর্ব্বশেষে রাজা দত্তকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দত্ত স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া এবং গুহের অবমাননায় অসন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ পরিচয় এইরূপে দিলেন।

"অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী
সুদত্তকুলসম্ভবে নিখিলশাস্ত্রবিদ্বত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো"

এই তিন ছত্র শ্রবণ মাত্রেই এবং চতুর্থ ছত্র বলিবার পূর্ব্বেই রাজা কথা তুলিলেন যে দত্তের নিজ পরিচয় মধ্যে অত্যন্ত বিনয়হীনতা দেখা যাইতেছে এবং যখন উহা কুললক্ষণ বিরুদ্ধ তখন কাযেকাযেই দত্ত নিষ্কুল হইলেন। শ্লোকটী অসম্পূর্ণ

রহিল দেখিয়া কারিকা লেখকগণ ঐ শ্লোক নিম্নলিখিত পংক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া কারিকা মধ্যে সন্নিবেশিত করিলেন।

"চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলং ॥"

দত্ত অপমানিত হইলেন এবং রাজার চক্রে পড়িয়া সেই অবধি অকুলীন অবস্থায় রহিলেন। আদিশূর মহারাজা কুল-শ্রেষ্ঠ দত্তকে বঙ্গদেশে বাস করাইয়া তাঁহার কুল মর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছিলেন। বল্লালসেন স্বার্থ-সিদ্ধির হেতু দত্তের সেই কুলমর্য্যাদা নষ্ট করিলেন। এমতে যেরূপ বংশজগণ নিষ্কুল সেইরূপ নারায়ণ দত্ত কুলীন পুত্র হইয়াও রাজার নিকট মান্য না পাইয়া নিষ্কুল হইলেন। সেই কারণেই বালি সমাজস্থ দত্তগণ আপনাদিগকে কখনই মৌলিক বলিয়া পরিচয় দেন না। যে স্থলে রাজা যে কোন কারণেই হউক স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহায়, সে স্থলে রাজাজ্ঞা পালন করা ধর্ম্ম সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দত্ত মহাশয় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেশত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি যে রাজসভায় অপমানিত হইলেন তাহা তাঁহার মনেই রহিয়া গেল এবং দাস শব্দটী নামান্তে ব্যবহার করিলেন না। মাসাশৌচ ও সূত্রত্যাগ ভয়ে কান্যকুব্জে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বিশেষ অভিমানী ছিলেন, সেই কারণে কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন যে—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি ॥

তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, যে—

দত্ত কারো ভৃত্য নহে শুন মহাশয়।
সঙ্গে আনিয়াছে মাত্র এই পরিচয়॥

পরিশেষে দত্ত মহাশয় পুত্রটী ও পবিবার বর্গ সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলেন। ঘোষ, বসু, মিত্র মহাশয়গণ সেই সময় হইতেই কুলীন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া রাজাজ্ঞানুসারে দাস শব্দ নামান্তে ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং শূদ্রের ন্যায় একমাস অশৌচ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শূদ্রাচার তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞসূত্র বিবর্জ্জিত করিল। গুহ মহাশয় মহা ফাঁপরে পড়িলেন। কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। রাজসভায় হাস্যাস্পদ হইয়া দুঃখে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রথমতঃ দত্ত মহাশয়ের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

রাজা বল্লাল দেখিলেন যে তাঁহার অভিসন্ধি পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হইল না। গুহ ও দত্ত উভয়েই মৌখিক আজ্ঞা স্বীকার করিয়া কার্য্যে অন্যরূপ করিতেছেন। অবশেষে দত্ত মহাশয় যখন কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলেন তখন বল্লালের মনে হইল যে দত্ত তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এমতে গুহ যাহাতে কোন প্রকারে দত্তের অনুসরণ না করিতে পারেন তাহার বিশেষ বন্দবস্ত করিলেন। গুহ নানারূপ গোলযোগ দেখিয়া রাজার প্রেরিত ব্রাহ্মণ দিগকে বলিলেন যে, তিনি যদি রাজার নিকট হইতে ঘোষ, বসু, মিত্রের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হন তাহা হইলে

তিনিও রাজাকৃত, তিনটী নিয়মের অধীন হইবেন। গুহের মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে জানিয়া রাজা বল্লাল বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যখন পূর্ব্ব বঙ্গের সমাজ সংস্কার করিবেন সেই সময় গুহকে সে প্রদেশের প্রধান কুলীন করিবেন। রাজার এইরূপ আশ্বাস বাক্য প্রাপ্ত হইয়া কান্যকুব্জাগত গুহ স্বপরিবারে পূর্ব্বদেশে গিয়া বাস করিলেন।

এদিকে বল্লাল দত্তকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন তাৎকালিক কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত ঘোষ মহাশয় দত্তের সম্বন্ধী সূত্রে আবদ্ধ থাকায় নারায়ণ দত্তকে বুঝাইয়া বঙ্গদেশে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবার জন্য উক্ত ঘোষ মহাশয়কে প্রেরণ করিলেন। দত্তমহাশয়ও আটপুরুষ একত্রে যাঁহাদিগের সহিত বসবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা স্মরণ কবিয়া পুনরায় বঙ্গে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময় লক্ষ্মণসেন বঙ্গের রাজসিংহাসনে পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দত্ত বঙ্গে প্রত্যাগমন করত কুলীন ভ্রাতৃদিগের সহিত স্থির করিলেন যে তিনি সভাতে উপস্থিত থাকিলে সর্ব্বপ্রথমে মাল্য প্রাপ্ত হইবেন, ও তিনঘর কুলীন ব্যতিরেকে তাঁহার বংশে আদান প্রদান হইবে না, এবং তিনি আপনার নামের শেষে দাস শব্দ ব্যবহার করিবেন না। সকলেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে দত্ত মহাশয় পুনরায় তাঁহার বাস্তভিটায় প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে আসিয়া দত্ত সাধারণের সমক্ষে বাহির হন না এবং নিজ চিত্তকে এইরূপ ভাবে প্রবোধ দিতেন। "দেখ আমি ক্ষত্রিয় ছিলাম; আমি প্রধান কুলীন অবস্থায় কায়স্থ সমাজে সর্ব্বপ্রধান ছিলাম। দৈব বিপাকে

ও রাজ বিপাকে আমার কুল গেল। আমার কনিষ্টগণ এখন আমার জ্যেষ্ঠ; ভগবানের নামই আমার একমাত্র সম্বল।" এই রূপে নারায়ণ দত্ত নারায়ণ স্মরণ করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দত্তবংশ মালা পাঠকরিলে কি প্রকারে সর্ব্বদিক বজায় রহিল তাহা আমরা অবগত হই। তাহাতে দেখা যায় যে নারায়ণ দত্ত বলিতেছেন—"ভাল। রাজা আমার কৌলীন্য লইলেন। বস্তুত বাক্যের দ্বারা কখনই বিনয় হীনতা হয় না। 'সত্যঞ্চ সুনৃতাবাণী ঋতঞ্চ প্রিয় দর্শিনং' এই ন্যায় মতে আমাদের সত্যাশ্রিত ঋত বাক্যকে আদর করাই উচিত। তাহা না করিয়া আমাদের বহুকাল প্রাপ্ত কৌলীন্য সত্যকথা কলিয়া অপহৃত হইল। কৌলীন্য যাউক তাহাতে দুঃখ নাই; কৌলীন্য কিছু ধর্ম্মাঙ্গ নহে। ধর্ম্ম আছে অথচ লোকদত্ত বা রাজদত্ত কোন কৌলীন্য নাই তাহাতে কোনপ্রকার প্রকৃত ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম ছাড়িয়া যে কৌলীন্যে আদর সে স্থলে অধর্ম্ম ও তাহার ফল অবশ্য হয়। সুতরাং এইরূপ কৌলীন্য গেলে আমাদের ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাতে দুঃখের বিষয় এই যে ভাবিকালে পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া অবর বংশ জাত লোকেরাও আমাদের বংশ জাত ব্যক্তিগণকে (শূদ্র) মৌলিকাদি শব্দ প্রয়োগদ্বারা অপমান করিতে থাকিবে। এখন যে ঘোষ বসু মিত্র ভায়াগণ আমাকে সমাজ-পতি বলিয়া অগ্রবর্ত্তী করিয়া রাখিলেন তাহাকি তাঁহাদের সন্তানেরা মনে রাখিবেন। একে কলিকাল, তাহাতে প্রকৃত তত্ত্ব ও ধর্ম্ম চিন্তা হীন হইলে স্বার্থ আসিয়া ন্যায়কে স্থান দেয় না। আবার কায়স্থদের সম্মান লোভে আমাদের চিরবন্ধুগণও

আমাদিগের অনাশ্রিত সন্তান দিগকে অনেক প্রকারে কষ্ট দিতে চেষ্টা করিবে।” এই সকল ঘটনা কলিবৃদ্ধি ক্রমে জীবের দুর্ভাগ্য হইতে ঘটিতেছে। তাহা না হইলে কেনই বা বিজ্ঞ ও পরম-ধার্ম্মিক ঘোষ বসু মিত্র মহাশয়গণ এরূপ কার্য্যে সম্মত হইবেন? আমরা যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ আসি, তখন কি আমরা এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই ‘হে ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী, আমরা পঞ্চভ্রাতা দেশত্যাগ করিয়া যাইতেছি। বোধহয় আর আসিব না। বিদেশীয় রাজা কিরূপ তাহা জানি না। যদি সম্পৎ লাভ হয় তবে পরস্পর সৌহার্দ্দের সহিত ভোগ করিব, যদি বিপদ হয় তবে ঐক্যের সহিত আমরা সকলেই যথার্থ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব। আদিশূর হইতে সপ্ত, অষ্ট পুরুষ আমরা সেই রূপ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এতকাল পরে সেই ধার্ম্মিকগণ কেন নির্দ্দয় হইলেন, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়।’ এই সকল বিচার করিয়া তৎকালোচিত ব্যবহার রাখিবার জন্য যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিলেন। রাজদণ্ড ভয়ই এ কার্য্যে প্রধান প্রবর্ত্তক। যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগের সময় তিনি নয়নজলে ভাসিয়া বলিলেন—‘হে ধর্ম্ম! তুমি এ বিষয়ে সাক্ষী থাক। আমি নিতান্ত বাধ্য হইয়া এ কার্য্য করিতেছি, কোন পুরস্কারের লোভে করিতেছি না।’ দুঃখের বিষয় এই আমাদের নির্দ্দয় ভ্রাতৃবর্গ তুচ্ছ কৌলান্যের জন্য শূদ্রাচারী হইলেন। আমাকে ও সেই সঙ্গে শূদ্রাচারী করিলেন, যে হেতু তাঁহাদিগের ছাড়িয়া আমি কি করিতে পারি? কান্যকুব্জে গিয়া থাকিতে পারিব না। আত্ম হত্যা করাও বড দোষ। সুতরাং স্বধর্ম্মাঙ্গ যজ্ঞ সূত্রকে নয়নের জলে বিসর্জ্জন দিলাম।’ তাঁহার মনে ঐ রূপ কথা সর্ব্বদা উদয়

হইতে লাগিল।" তিনি পুনরায় ভাবিলেন যদি সত্য বলিয়া কিছু থাকে তাহা হইলে সেই সত্যের লোপ নাই। কোন সময়ে নিশ্চয়ই এই যজ্ঞসূত্র সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কায়স্থগণ পুনরায় ধর্ম্ম রক্ষার্থে গ্রহণ করিবেন।

হৃদয়ে ক্ষত্রিয়াভিমান পূর্ণরূপে থাকিয়াও গুপ্ত হইয়া রহিল। বাহ্যে শূদ্রাচরণ দ্বারা তাৎকালিক রাজার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। মাসাশৌচ স্বীকার করিবার সময় মনে করিলেন যে যখন তিনি যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন শাস্ত্রানুযায়ী মাসাশৌচ গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য। পশ্চিম প্রদেশে অনেক কায়স্থ কোন কোন ঘটনাক্রমে মাসশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক "মাসী" নাম ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তেও তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া মাসাশৌচ স্বীকার করিলেন। সামাজিক ক্রিয়াতে দত্ত আর অভিমান রাখিলেন না। সামাজিক লোকেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে যে সমাজপতি সম্মান মাত্র দিতে লাগিলেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন।

মহারাজ আদিশূরের সময় যে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন তাঁহারাই উত্তম ব্রাহ্মণ ও উত্তম কায়স্থ বিবেচিত হইয়া সাধারণতঃ বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে অধিক সম্মানিত হইতে লাগিলেন। নবাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ আপনাদিগের মধ্যেই সংস্কার কর্ম্ম প্রভৃতি সমাধানের জন্য আপন আপন ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লইলেন। কাশ্যপ গোত্রীয় চট্ট আখ্যা প্রাপ্ত দক্ষ গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসুর সহায় হইলেন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্য আখ্যা প্রাপ্ত ভট্ট সৌকালিন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষের সহায় হইলেন। সাবর্ণ গোত্রীয় গঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত

বেদগর্ভ বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্রের সহায় হইলেন। ঘোষ বসু মিত্র মহোদয়গণ আপন আপন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আগমন করেন নাই; সেই কারণে অন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয় স্বীয় বংশের কার্য্যে বরণ করিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় কান্যকুব্জ হইতে আসিবার সময় ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখ আখ্যা প্রাপ্ত শ্রীহর্ষের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন এবং এপ্রদেশে বাস কালীন্ পৌরহিত্যাদি গুরু ক্রিয়ায় তাঁহাকেই বরণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাট গুহ বাৎস্য গোত্রীয় ঘোষাল আখ্যা প্রাপ্ত ছান্দড়কে প্রথমতঃ সহায় করিয়াছিলেন। বল্লালের সময় গুহ পূর্ব্বদেশে গমন করিলে তাঁহার স্মৃতি আর এপ্রদেশে থাকে নাই।

শুদ্ধ ইতিহাসের অভাবে কোন কোন কুলাচার্য্যকে পুরুষোত্তম দত্তের গোত্র সম্বন্ধে ভুল করিতে দেখা যায়। তাঁহারা পুরুষোত্তম দত্তকে ভরদ্বাজ গোত্রীয় না বলিয়া মৌদ্গল্য গোত্রীয় বলিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় বালিসমাজের পুরুষোত্তম দত্ত সম্বন্ধে ঐ রূপ লেখাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের ভ্রমপূর্ণ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। কান্যকুব্জাগত [illegible] কর্ত্তক আনীত বালি সমাজের দত্তবংশীয়গণ পুরুষোত্তম দত্ত হইতে অদ্যাবধি আপনাদিগকে ভরদ্বাজ গোত্রীয় বলিয়া সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া সকল করিয়া আসিতেছেন। ঐ দত্তের মৌদ্গল্য গোত্র স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে বালি-সমাজের দত্তবংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে অষ্ট বিংশতি পর্য্যায় গোত্রভ্রম করিয়া আসিতেছেন ইহাও কি সম্ভব পর? এ সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণ ভ্রম অপনোদনের জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন যে—

"দুর্ব্বাক্য দুর্ব্বাসা, কুথু, শশাঙ্ক সুধীর।
ভরদ্বাজ গোত্র চারি তনয় সতীর॥
জন্মিলা পুরুষোত্তম দুর্ব্বাসার বংশে।
উপাধি হইল দত্ত দান ধর্ম্ম অংশে॥"

অতএব কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় যিনি আদিশূর মহারাজা কর্ত্তৃক যজ্ঞকর্ম্মে নিমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরোহিত তাঁহার সহায় হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দত্তের মৌদ্গল্য গোত্র বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে তাহা নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। বঙ্গজ সমাজ প্রবর্ত্তনের সময় রাজসভাতে রাজমন্ত্রী আখ্যায় নারায়ণ দত্ত নামে একব্যক্তি পুরুষোত্তম দত্তের পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু গৌড়ে বিনায়ক দত্তের পুত্র যিনি বল্লাল কর্ত্তৃক নিষ্কুল হইয়াছিলেন তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্ত হইতে অষ্টম পুরুষে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। এমতে পূর্ব্ববঙ্গে রাজসভায় বিদ্যমান নারায়ণ দত্তের পিতামহ কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্তের সহিত এক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। তিনি বিজয় সেনের সময়ে উত্তর রাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিনিই মৌদ্গল্য গোত্রীয় দত্ত। এই কারণেই দত্তবংশে গোত্র সম্বন্ধে ভ্রম উত্থিত হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্ত দিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে পূর্ব্ববঙ্গ সমাজ সংস্কারের সময় দত্ত কনৌজে প্রত্যাগমন ছলে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করত বল্লালের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। সেই কারণে দত্তের —ভাব বিশেষরূপে অনুভব করিয়া বল্লাল সেন নিজ

পারিষদের মধ্যে নারায়ণ দত্ত নামক কোন বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে দত্ত বংশীয় বলিয়া সভাতে পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ নারায়ণ দত্তের মৌদ্গল্য গোত্র ছিল। সেই জন্য গোত্র সম্বন্ধে ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

পুনরায় উত্তর রাঢ়ীয় দিগের মধ্যে দাস বংশের প্রথমব্যক্তি পুরুষোত্তম নামে আখ্যাত থাকায় এবং তাঁহার মৌদ্গল্য গোত্র হওয়ায় ভুলক্রমে অথবা দত্ত দাস স্বীকার না করায় তাঁহাকে দাস করিবার অভিপ্রায়ে, ঐ পুরুষোত্তম দাসের গোত্র পুরুষোত্তম দত্তের গোত্র বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। অগ্নিবেশ্ম গোত্রীয় নারায়ণ দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে পূর্ব্ববঙ্গে বটগ্রাম সমাজ স্থাপন করিতে দেখা যায়। কলিকাতা নগরীতে কোন কোন দত্ত বংশে কাশ্যপ গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে ঐ দত্তগণ অষ্ট সন্মৌলিক দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, কায়স্থের মধ্যে দত্ত কায়স্থবংশীয়। সন্মৌলিক অষ্ট ঘরের মধ্যে দত্ত কায়স্থের সহিত কান্যকুব্জাগত পঞ্চঘরের মধ্যে কুলশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম বংশীয় দত্তগণ কোন মতে ঐক্য নহেন। যাঁহারা কান্যকুব্জাগত দত্তকে মৌলিক বলেন তাঁহারা মৌলিক শব্দের অর্থ অবগত নহেন এবং পুরাতন ইতিহাস তাঁহাদিগের নিকট গভীর অন্ধকারময়। সেই হেতু তাঁহারা ভ্রম করিয়া থাকেন। কান্যকুব্জাগত বালিসমাজের দত্তগণ বল্লাল কর্ত্তৃক কুল হারাইয়া নিষ্কুল হইয়া আছেন। তাঁহারা অকুলীন, মৌলিক নহেন।

রাজা বল্লাল সেন যখন গৌড়ে কায়স্থ সমাজ সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে ঘোষ বংশে ষষ্ঠ পুরুষে প্রভাকর ও নিশাপতি বর্ত্তমান ছিলেন। কুলীন আখ্যা

প্রাপ্ত হইয়া প্রভাকর আকনা সমাজ ও নিশাপতি বালি সমাজ প্রাপ্ত হন। বসুবংশে পঞ্চমপুরুষে শুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রথম দুই ভ্রাতা বল্লাল কর্ত্তৃক কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া শুক্তি বসু বাগাণ্ডা সমাজ ও মুক্তিবসু মাই-নগর সমাজ প্রাপ্ত হন। বসু বংশীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলঙ্কার পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া সে প্রদেশের সমাজ সংস্কারের সময়ে তথায় বল্লাল কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। মিত্র বংশে নবমপুরুষে ধুঁই ও গুঁই দুই ভ্রাতা সমাজ সংস্কারের সময় এ প্রদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। বল্লাল কর্ত্তৃক কুলীন হইয়া জ্যেষ্ঠ ধুঁই মিত্র বড়িসা সমাজ ও কনিষ্ঠ গুঁই মিত্র টেকা সমাজ প্রাপ্ত হন। উক্ত ছয় সমাজ সম্বন্ধে আমরা এই প্রবাদটী প্রাপ্ত হই।

"আকনায় প্রভাকর নিশাপতি বালি।
শুক্তি বসু বাগাণ্ডাগেল মুক্তি বসু মাইনগরী ॥
ধুঁই মিত্র বড়িষাগেলা গুঁই মিত্র টেকা।
একে একে করে লও তিন কুল, ছয় সমাজের লেখা ॥"

দত্তবংশ মালা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে দত্তবংশে বল্লালের সময়ে সপ্তম পুরুষে বিনায়ক দত্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পুত্র নারায়ন রাজ সভায় উপস্থিত হন। এমতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বল্লাল যেরূপ আদিশূর মহারাজ হইতে বস্তুত ষষ্ঠ রাজা অর্থাৎ ১। আদিশূর, ২। বীরসেন, ৩। সামন্ত সেন, ৪। হেমন্ত সেন, ৫। বিজয় সেন, ৬। বল্লাল সেন, সেই রূপ দত্ত বংশে সপ্তম পুরুষ, ঘোষ বংশে ষষ্ঠ পুরুষ, বসু বংশে পঞ্চম পুরুষ

ও মিত্র বংশে নবম পুরুষ বল্লালের সমসাময়িক, এবং ঐ সকল ব্যক্তিগণ বল্লালের সমাজ সংস্কারের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

বল্লাল যে কুল নিয়ম করিলেন তাহাই সমাজে প্রচলিত আছে।

"আদৌ মুখ্যস্তদনুকনিষ্ঠঃ ষড়্‌ভ্রাতাংশো তদনুগরিষ্ঠঃ।
মধ্যাংশোয়ং তুর্য্যকনামা কুলজাশ্চৈতে বহুসম্মানাঃ॥
কনিষ্ঠস্য দ্বিতীয়োপি পুত্রঃ ষড়্‌ভ্রাতুরেব চ।
মধ্যাংশস্য দ্বিতীয়শ্চ তথা তুর্য্যকপুত্রকঃ॥
মুখ্য কুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি চমৎকার।
জন্ম মুখ্য ক্রিয়াদোষে ধ্বংশ নাহি যার॥
দ্বিতীয় কনিষ্ঠ সংজ্ঞা তৃতীয় মধ্যাংশ।
চতুর্থ তেয়জ হয় সেহ তার অংশ॥
পঞ্চমাদি পরে যত মুখ্যের সন্তান।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র সবার আখ্যান॥
মুখ্যানাঞ্চ দ্বিতীয়শ্চ তৃতীয়োপি সুতা বুভৌ।
বর্দ্ধিত্বা মুখ্যতাং প্রাপ্য বিভাতঃ কুলমণ্ডলে॥
ষড়্‌ভ্রাতা চ কনিষ্ঠত্বং বর্দ্ধিত্বা লভতে কুলং।
কনিষ্ঠস্য দ্বিতীয়োপি তুর্য্যত্বং লভতে তদা॥
তৃতীয়স্য দ্বিতীয়োপি কিঞ্চিৎ তুর্য্যত্বমেব চ।
ইদানীং মন্যতে তচ্চ কুলজ্ঞৈশ্চ বিধানতঃ॥

এই সকল কুল নিয়ম কেবল বল্ললের চাতুরী মাত্র। ফলে কুলীন আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক শুদ্ধ চিত্রগুপ্ত বংশীয় ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন কায়স্থ মহোদয়গণকে একটা সামান্য বিষয়ে লিপ্ত রাখিয়া ও বংশের মধ্যে কলহ ও বৃথা অহঙ্কার প্রবেশ করাইয়া দিয়া রাজা

বল্লালসেন প্রবল প্রতিহিংসার বীজ গাঢ়রূপে সমাজে প্রোথিত করিলেন। সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া এতাবৎকাল লুক্কায়িত ভাবে বর্ণ ধর্ম্ম লোপ করিতেছিল। কায়স্থগণের মনোমধ্যে কোনরূপ সন্দেহ এতাবৎ উত্থাপিত না হওয়ায় ও দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সুযোগ না পাওয়ায়, কায়স্থগণ বল্লালের চাতুরীপূর্ণ নবাবিষ্কৃত কুল প্রথা রক্ষা করিতেছিলেন। অজ্ঞাতভাবে অবস্থিত বৃক্ষটী অত্যন্ত পুরাতন হওয়ায় মৃত্যুন্মুখ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সেই কারণে বর্ত্তমান কালে সমগ্র বঙ্গের কায়স্থ জাতির চারি শ্রেণীর ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ কায়স্থগণের মধ্যে পুত্র কন্যা আদান প্রদানের প্রস্তাবে কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা কায়স্থগণ বুঝিয়াছেন। বঙ্গ দেশীয় আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার নিয়মাবলীতে ২১ সংখ্যক নিয়মে "কৌলীন্যের আবশ্যক নাই" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বিবাহে পণ লওয়া প্রভৃতি কার্য্য সকল কেবল কৌলীন্যের দোহাই দিয়া হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন আন্তর্গণিক বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে বিবাহের ব্যয় নিশ্চয়ই সংক্ষেপ হইবে এবং বল্লাল সেন কৃত বর্ণধর্ম্ম-লোপের-নিমিত্ত-রূপ কৌলীন্য প্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাজা বল্লালসেন কায়স্থ ও অন্যান্য সমাজে এক কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল। এমতে চতুর্ব্বর্ণ বিলুপ্ত হইতে চলিল। সমাজে কুলীন কুলীন করিয়া বঙ্গদেশ-বাসীগণ মত্ত হইলেন। কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মরস ক্রিয়া করিয়া সম্মানিত মনে করিলেন। সাধ্যমৌলিক ও নবীন সিদ্ধমৌলিকগণের মধ্যে ঐ ক্রিয়া প্রভূত পরিমাণে চলিতে লাগিল। দত্ত নিঃশব্দে দেখিলেন যে তাঁহার কুলীনদিগের সহিত

স্বীকৃত ক্রিয়া কলাপ নবীনমৌলিক ও কষ্টমৌলিকগণ সকলেই গ্রহণ করিতেছেন ও সমাজে আন্তরস ক্রিয়ার একটা ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

মনুষ্য কখন স্থির ভাবে থাকিতে পারেন না। একটা না একটা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সময় কাটাইয়া থাকেন। সেই হেতু যখন কায়স্থগণ দত্তকে সমাজপতি দেখিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্থির করিলেন যে তাঁহাদের ও একটা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ স্থির করিয়া কেহ কেহ সকল কায়স্থ-গণকে কুল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একটী পর্য্যায় ধরিয়া আপনার আলয়ে একত্র করত সভাকরিয়া গোষ্ঠীপতি নাম লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। এই ক্রিয়ার নাম একযায়ি। কএকবার কুলাচার্য্যের দ্বারা কুলীনদিগের সাহায্যে একযায়ি ক্রিয়া হয়। ত্রয়োদশ পর্য্যায় হইতে একযায়ি আমরা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। ঐ পর্য্যায় পুরন্দর খাঁ একযায়ি করেন। তাঁহার পুত্র কেশব খাঁ চতুর্দ্দশ পর্য্যায় একযায়ি করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণ বসু বিশ্বাস পঞ্চদশ পর্য্যায় একযায়ি করেন। ষোড়শ পর্য্যায় দয়ারাম পালকে এক-যায়ি করিতে দেখা যায়। রামভদ্র পাল সপ্তদশ পর্য্যায় একযায়ি করেন। তৎপরে সেনবংশীয় ভেয়ে কিঙ্কর সেন অষ্টাদশ পর্য্যায় একযায়ি করেন। ১২৪২ বঙ্গাব্দে ২২ শে বৈশাখ গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরী উনবিংশ পর্য্যায় একযায়ি করেন। বিংশ ও এক-বিংশ পর্য্যায় কুলাচার্য্যগণকে একযায়ি করিতে দেখা যায়। ১৭০৩ শকের ২০ শে মাঘ মহারাজ নবকৃষ্ণ দ্বাবিংশ পর্য্যায়ের একযায়ি করিয়াছিলেন। ১২১৯ বঙ্গাব্দে ১৪ই শ্রাবণ রাজা রাজকৃষ্ণ ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ের কুলীনদিগের একযায়ি করেন।

১২৫১ সালে শোভাবাজারের রাজাগণ মিলিত হইয়া চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ের একযায়ি করেন। ১৭৬৬ শকে ছাতুবাবু ও লাটুবাবু একটী খণ্ড একযায়ি করেন। ১৭৭৬ শকে রাজা রাধাকান্তদেব ঐ চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায়ের একযায়ি শোধন করেন। ১২৮৬ সালের মাঘমাসে শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ দেব মহাশয় পঞ্চবিংশতি পর্য্যায়ে একযায়ি করেন। এই শেষ একযায়ি। তাহার পর অদ্যাবধি একযায়ি ক্রিয়া হয় নাই। সমাজপতির মান ক্ষয় হয় বলিয়া বালি-সমাজের দত্তগণ একযায়ি ক্রিয়ার কখনই সহায় নহেন। বস্তুত এইরূপ সমাজপতি ও গোষ্ঠীপতি প্রভৃতি মিথ্যাবাক্য তুলিয়া আমরা প্রকৃত কথা ভুলিয়া গিয়া বল্লালের সময় হইতে বৃথা শূদ্রাচারে কাল যাপন করিতেছি মাত্র। বল্লালের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ বর্ণধর্ম্মে বিপ্লব ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে একযায়ির পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা সমগ্র বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থগণকে প্রতিবর্ষে একত্র করিয়া বর্ণধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের যে যত্ন করিতেছেন, তাহাতে আমরা ঐ বার্ষিক সম্মিলনী গুলিকে মুক্তকণ্ঠে মহা মহা একযায়ি বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি। এই একযায়ি গুলির উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ায় বঙ্গদেশের বর্ণধর্ম্মের মহা উপকার সাধন হইতেছে।

বঙ্গদেশের বর্ণধর্ম্ম বিপ্লবের ঘটনা গুলি পাঠ করিলে প্রত্যেক কায়স্থের হৃদয় ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই এক্ষণে একবাক্যে প্রত্যেক কায়স্থ মহোদয়ের প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক যে রাজা বল্লাল সেন কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্ম দোষে অপমানিত হইয়া যে বর্ণধর্ম্মের গ্লানি রূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহা সমূলে উৎপাটন করা কায়স্থ জীবনের কর্ত্তব্য। মাসাশৌচ, নামান্তে

দাস শব্দ যোজনা ও সূত্রত্যাগ নিয়মগুলি কায়স্থ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। বল্লাল সেন তাৎকালিক রাজাজ্ঞার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সদাশয়, ধর্ম্মরক্ষক, প্রজাপালক ব্রীটিশ কেশরীর আশ্রয়ে বর্ণধর্ম্ম নির্বিবাদে নিশ্চয়ই পুনর্জীবিত হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণগণ সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় তাঁহাদিগের সম্মান শতাধিক বৃদ্ধি পাইবে। শূদ্র সমাজের নাম গন্ধ বিলুপ্ত হইবে। চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম পুনরায় দেখা দিবে। এইরূপ প্রজাবৎসল সহৃদয় রাজা পাইয়া যদি আমরা কেবলমাত্র কাল বিলম্ব করি তাহা হইলে দোষ আমাদেরই হইবে। আমাদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। শূদ্রাচার নিবন্ধন আমরা ইহকাল ও পরকালে বৃথা কষ্ট পাইব। শাস্ত্র মতে শূদ্রের কোন বিষয়ে কোন অধিকার নাই জানিয়া শূদ্রাচার নিবন্ধন আমাদিগের মন ও আত্মার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ রহিবে। ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। প্রশস্ত সময় জানিয়া সকল কায়স্থ মহোদয় এক হইয়া বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করুন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের বিভাগ।

আদিশূর রাজার সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী ছিল। ঐ সহরটী মালদহে অথবা মালদহের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে, মতভেদে বগুড়ায় অবস্থিত ছিল। তাঁহার রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ দক্ষিণ ভাগে আসিয়া গঙ্গাতীরে বালি, কোন্নগর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বিজয়সেন মহারাজ দক্ষিণ ভাগকে বাসোপযোগী উত্তম স্থান স্থির করিয়া ও নবাগত পঞ্চ কায়স্থকে ঐ বিভাগে সচ্ছন্দে সমৃদ্ধির সহিত বাস করিতে দেখিয়া নবদ্বীপ সহর পত্তন করায় যাবতীয় রাজানুচর ও রাজ সংশ্লিষ্ট ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নূতন রাজধানী নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আগমন করতঃ বাস করিতে লাগিলেন। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেই রহিয়া গেলেন। গঙ্গার উত্তর ভাগকে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ রাঢ় ও পূর্ব্ব ভাগকে বঙ্গদেশ বলিয়া সেই সময় হইতে নিরূপিত হইয়া আসিতেছে। কান্যকুব্জ হইতে সমাগত কায়স্থগণের মধ্যে গঙ্গার উত্তরাংশে যাহারা বল্লাল সেনের রাজত্ব কালে বাস করিতেছিলেন তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় ও যাঁহারা আদিশূরের সময় হইতে দক্ষিণে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন যখন দক্ষিণ রাঢ়ে ভ্রমাত্মক কুলীন প্রথা প্রবেশ করাইলেন, ঠিক সেই সময় উত্তর রাঢ়বাসীগণকে ঐ রূপ একটা কল্পিত সংস্কারের বশবর্ত্তী করে নাই। কিন্তু অনতি-

বিলম্বেই উহা ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ রাঢ় বাসী দিগের মধ্যে প্রথমত সমাজ বিপর্য্যয় করিয়া, বল্লালসেন পরে তাঁহার বাল্যাবস্থার আধিপত্যের স্থান বিক্রমপুরে গিয়া সে প্রদেশে সমাজ সংস্কার করেন। বল্লালের প্রতি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপহৃত হইলে তাঁহার প্রতিহিংসারূপ ঝটিকার তোলপাড় হইয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ শূদ্রাচারী হইলেন। দক্ষিণ রাঢ় প্রদেশে সম্পূর্ণ ভাবে মনোরথ সিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া রাজা বল্লাল বিক্রমপুরে পুনরায় সমাজ সংস্কারের ভান করিয়া সেখানে বসু ও গুহকে ভাল কুলীন করেন। মৌদ্গল্য গোত্রীয় দত্তকে অর্দ্ধ কুলীন করিয়া যান। পরে ঘোষ ও মিত্র বংশের কতকগুলি ব্যক্তির কুলীনত্ব লাভ হয়। শুক্তি ও মুক্তি বসুর ভ্রাতা অলঙ্কার সে প্রদেশে গমনপূর্ব্বক পরম বসু নামে আখ্যাত হইলে তাঁহার দুই পুত্র পূষণ ও লক্ষ্মণ রাজসভায় শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া বিখ্যাত হন। গুহ স্ববংশে বঙ্গদেশে বাস করায় তাঁহারাও উত্তম কুলীন হন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্তের বংশে বঙ্গ সমাজ সংস্কারের সময় কেহ উপস্থিত না থাকায় নারায়ণ দত্ত নামক কোন ব্যক্তি কান্যকুব্জাগত দত্ত পরিচয়ে অর্দ্ধ কুলীনত্ব লাভ করেন। পরে সুভাষিত ঘোষ ও অশ্বপতি মিত্রের কুলীনত্ব লাভ হয়। ঐ বঙ্গজ সমাজ সংস্কারের সময় ভৃগুনন্দী ও উপরিউক্ত নারায়ণ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। ভৃগুনন্দীর বয়স তখন অল্প ছিল। বল্লালের সমাজ সংস্কার তাঁহার মনোমত না হওয়ায় একটী উত্তম সমাজ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধাবস্থায় শিবনাগের, পুত্র জটাধর নাগের, সাহায্যে নরহরিদাস ও মুরারী চাকীর দ্বারা বারেন্দ্র সমাজ গঠন করেন। উহার অনতিপূর্ব্বেই উত্তর

রাঢ়ীয় গণের সমাজ সংস্কার হয়। রাঢ়ীয় সমাজের পর্য্যায় গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আদিশূরের সময় হইতে ২৬।২৭।২৮ পর্য্যায় প্রায় সকলে বর্ত্তমান কালে অবস্থান করিতেছেন। বঙ্গজ সমাজে ২২।২৩।২৪ পর্য্যায়ের উপর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে বঙ্গজ সমাজে আদিপুরুষ যিনি বঙ্গে আগমন করেন তাঁহাকে প্রথম পুরুষ গণনা করিয়া মধ্যে অন্য কোন নামে দ্বিতীয় পুরুষ ধরিয়া বল্লালের সমাজ সংস্কারের সময় যে ব্যক্তি পূর্ব্ব বঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাকে তৃতীয় পুরুষ ধরায় কাযেকাযেই ৩।৪ পুরুষের ব্যবধান আপনা হইতে হইয়াছে। দত্তবংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নারায়ণ দত্ত যিনি দক্ষিণরাঢ়ে নিষ্কুল হইলেন তিনি পুরুষোত্তম দত্ত হইতে অষ্টমপুরুষে জাত, পক্ষান্তরে পূর্ব্ববঙ্গে সজ্জিত নারায়ণ পুরুষোত্তম দত্ত হইতে তৃতীয় পুরুষ। অষ্টম পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে ব্যবধান পঞ্চপুরুষ আপনা হইতে হইতেছে। বসুবংশ ধরিলেও ঐ রূপ পাওয়া যায়। শুক্তি ও মুক্তি বসুর ভ্রাতা অলঙ্কার বসু দশরথ বসু হইতে পঞ্চম পুরুষ। তাঁহার পুত্রদ্বয় পূষণ ও লক্ষ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে কুলীন হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে অলঙ্কার বসু দশরথের পুত্র; পূষণ ও লক্ষ্মণ পৌত্র। তাহাতে শুক্তি ও মুক্তি পঞ্চম পুরুষে জাত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় পুরুষে অলঙ্কারের ভ্রাতা হইতেছেন। এমতে ও তিন পুরুষ ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে বসু বংশে ২২।২৩ পর্য্যায় সচরাচর দেখা যায়, অথচ এ প্রদেশে বসু বংশে ২৫।২৬।২৭ পর্য্যায় প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ঘোষ এবং মিত্র বংশে ও ঐ রূপ ২২।২৩।২৪ পর্য্যায় পূর্ব্ববঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়,

কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয়' দিগের মধ্যে ২৫।২৬।২৭ পর্য্যায় আজকাল চলিত। এই গুলি স্থির ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে বল্লালসেনের দক্ষিণরাঢ়ে সমাজ সংস্কারের পর পূর্ব্ব বঙ্গে সমাজ সংস্কারের সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা আদিপুরুষকে ধরিয়া লইয়া ও পিতাকে এক পুরুষ ধরিয়া আপনাকে তৃতীয় পুরুষে স্থাপন করতঃ পর্য্যায় গণনা রক্ষা করিয়াছেন। বারেন্দ্র শ্রেণীতে আজকাল ১৫।১৬ পর্য্যায় সচরাচর দৃষ্ট হয়। বল্লালের সময় হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় গণের গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান সময়ে ১৭।১৮।১৯ পুরুষ হয়। অতএব ১৮ হইতে ১৬ বাদ দিলে দুই পুরুষ ব্যবধান থাকে। ইহার কারণ যে ভৃগুনন্দী বারেন্দ্র সমাজ বৃদ্ধাবস্থায় সংস্কার করিয়া ছিলেন। ভৃগুনন্দীর বাল্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থায় দুই পুরুষ আপনা হইতে হইয়াছিল। আমার অনুমান হয় যে বল্লালের সমাজ সংস্কারের প্রায় ৬০ বৎসর পরে বারেন্দ্র সমাজ গঠিত হয়।

যাহা হউক আদিশূরের সময় হইতে রাঢ়ীয় শ্রেণীগণ একত্র ছিলেন। বিজয়সেনের সময় রাঢ়ীয়গণ দুই ভাগে বিভক্ত হন। বল্লাল সেন দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের ৭ম পুরুষে সংস্কার করেন। উহার কিছুকাল পরেই তাঁহার দ্বারা বঙ্গজ সমাজ গঠিত হইয়াছিল। তাহার ও দুই পুরুষ পরে বারেন্দ্র সমাজের জন্ম হয়। বঙ্গজ ও বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন লাভ করে। দনুজমর্দ্দন রাজা হইয়া বঙ্গজ সমাজকে নূতন ভাবে গঠন করেন। বহুকাল পরে পরমানন্দ রায়ও বঙ্গজ সমাজের কিছু পরিবর্ত্তন করেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ। এই সমাজটী বল্লাল কর্ত্তৃক আলোড়িত হইয়া পরিবর্দ্ধিত ভাবে তাঁহার ও তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের

রাজত্ব 'কালে নূতন ভাব ধারণ করে। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে ঘোষ বসু ও মিত্র কুলীনত্ব লাভ করেন। ' দত্ত নিষ্কুল হইয়া থাকেন। গুহ রাজসভায় লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া ও রাজার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির উপায় দেখিতে না পাইয়া স্ববংশে এ প্রদেশ পরিত্যাগ করতঃ পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া বাস করেন। অষ্টঘর গৌড় কায়স্থ যাঁহারা প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গে বাস করিতে ছিলেন তাঁহারা সন্মৌলিক আখ্যায় রাজা কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। এই গৌড় কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে দিল্লির সন্নিকটে গিয়া ভাট নাগরীগণের সহিত গোলোযোগ বাধাইয়া ছিলেন; সেই কারণেই সে প্রদেশে অদ্যাবধি কতকগুলি গৌড়কায়স্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পরশুরামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ চান্দ্রসেনী কায়স্থগণ এবং সূর্য্যবংশীয় অশ্বপতির ও চন্দ্রবংশীয় কামপতির পুত্রগণ বংশবৃদ্ধির সহিত বিস্তারিত হইয়া গৌড়ে আসিয়া যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা ৭২ ঘর সর্ব্ব সমেত নির্দ্দিষ্ট হইয়া বল্লাল কর্ত্তৃক ৭২ ঘর ক্ষত্রিয় কায়স্থ বলিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে প্রচারিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অষ্টঘর সন্মৌলিক কায়স্থগণের নিম্নে মান্য প্রাপ্ত হইয়া সাধ্য বা কষ্টমৌলিক নামে অভিহিত হন। এমতে সন্মৌলিক আটঘর বঙ্গের আদিম নিবাসী কায়স্থ। ক্ষত্রিয় ৭২ ঘর কায়স্থ বহুকাল পরে আগমন করায় তাঁহাদিগকে অতি কষ্টে মৌলিক বলিতে হইয়াছে। পঞ্চঘর কায়স্থ যাঁহারা আদিশূরের রাজত্ব কালে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই মৌলিক নহেন। পুরন্দর খাঁর সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের একঘায়ি হইয়া সেই সময়ে কতকগুলি নূতন নূতন বিধির সৃষ্টি হয়। ঐ গুলি আধুনিক।

উত্তর রাঢ়ীয় সমাজ। আদিশূরের রাজত্বকালে উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় ভাগ ছিল না। কেহ কেহ বলেন যে আদিত্যশূর যখন মগধের রাজা ছিলেন সেই সময় সৌকালিন গোত্রে সোম ঘোষ, বাৎস্য গোত্রে অনাদিবর সিংহ, মৌদ্গল্য গোত্রে পুরুষোত্তম দাস, কাশ্যপ গোত্রে দেব দত্ত, ও বিশ্বামিত্র গোত্রে সুদর্শন মিত্র পূর্ব্বদেশে আসিয়া রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হন। তৎপরে শাণ্ডিল্য গোত্রে ঘোষ, কাশ্যপ গোত্রে দাস, ভরদ্বাজ গোত্রে সিংহ ও কর নবাগতের সহিত মিলিত হন। সমাগত পঞ্চকায়স্থ পঞ্চ শ্রীকরণ বলিয়া উত্তর বঙ্গে প্রচারিত আছেন। তাঁহারা চিত্রগুপ্ত বংশীয় করণ আখ্যা প্রাপ্ত পুত্রের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু পুরাকালে করণ অর্থে কলম অর্থাৎ লেখনী বুঝাইত। তাঁহাদিগকে শ্রীকরণ বলায় লেখনী তাঁহাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ করণী শব্দ হইতে কেরাণী (Clerks=Scholars, clergies) কথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং Civil Department ইহাঁদিগের দ্বারা গঠিত। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ ও সিংহ কুলীন; দাস, দত্ত ও মিত্র সন্মৌলিক; এবং দাস, ঘোষ, কর ও সিংহ সামান্য মৌলিক।'

প্রবাদ নানারূপ হইয়া থাকে। ইতিহাস ও অনেক সময়ে অমূলক হয়। যতদূর আমরা স্থির করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে আদিশূর রাজার রাজত্বকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পঞ্চকায়স্থ ও পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন। রাজা যখন নবদ্বীপে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহার সহিত

রাজন্যবর্গ প্রায় সকলেই দক্ষিণরাঢ়ে গঙ্গাতীরে বাস করিলেন। কতকগুলি কায়স্থ যাঁহারা ঐ প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন তাঁহারা ক্রমে উত্তর রাঢ়ীয় বলিয়া অভিহিত হইলেন। প্রথম হইতেই বসু, দত্ত ও গুহ স্ববংশে উত্তর রাঢ় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন। ঘোষ ও মিত্র বংশে দুই ঘরের মধ্যে কেহ কেহ উত্তর রাঢ়ে বাস করিলেন। বল্লালসেন যখন দক্ষিণ রাঢ়ে সমাজ সংস্কার করিলেন তখন হইতে বঙ্গের সর্ব্বস্থানে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় স্থানে স্থানে কেন্দ্র স্থাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়েই উত্তর রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে নূতন কুলীন প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু বল্লালের প্রেরণা তাঁহাদিগের উপর বলপ্রয়োগে অসমর্থ থাকায় নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী বিলুপ্ত হইল তখন ঐতিহাসিক ঘটনা গুলি ও তৎসঙ্গে লোপ হইয়াছিল। উত্তর রাঢ়ীয় ঘোষ ও মিত্রের গোত্র দক্ষিণ রাঢ়ীয় দিগের সহিত এক দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই আমাদিগকে নির্ভুল পথে আনয়ন করিবার প্রদর্শক।

বঙ্গজ সমাজ। পশ্চিম বঙ্গে সমাজ সংস্কার করিয়া দত্ত ও গুহকে নিজ অভীপ্সিত মতে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া বল্লালসেন মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর সমাজ সংস্কার করেন। তিনি বঙ্গজ সমাজে গৌতম গোত্রে বসু বংশে পূষণও লক্ষ্মণকে, কাশ্যপ গোত্রে গুহ বংশে দশরথকেও সৌকালিন গোত্রে ঘোষ বংশে সুভাষিতকে কুলীন এবং মৌদ্গল্য

গোত্রে দত্তবংশে নারায়ণকে অর্দ্ধকুলীন সম্মানে ভূষিত করেন। এই সাড়ে তিন ঘর কায়স্থ বিক্রমপুর সমাজে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ঐ সময়ে বিশ্বামিত্র গোত্রে মিত্রবংশে তারাপতি বা অশ্বপতি কুলীনত্ব লাভ করেন। নাগ, নাথ, দাস মধ্যাল্য শ্রেণীভুক্ত হন। সেন, সিংহ দেব, রাহা এবং পঞ্চ দশ ঘর যথা, কর, পালিত, দাম, চন্দ্র, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন, মহাপাত্র বলিয়া প্রচারিত হন। অবশিষ্ট হোড় প্রভৃতি ঘর সকল অচলা নামে খ্যাত হন। কিন্তু ইতিহাস উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বল্লালসেন ৩॥ ঘর বঙ্গজ কুলীন করিয়া যান এবং দনুজমর্দ্দন মহারাজ বাকলা সমাজ স্থাপন করত বঙ্গজ কায়স্থগণকে উপরিলিখিত কুলীন, মধ্যাল্য মহাপাত্র ও অচলা ভাগে বিভক্ত করেন। আঁশ গুহের বংশধরগণ যশোহর সমাজ গঠন করেন।

বারেন্দ্র সমাজ। এই সমাজে কুলীন বলিয়া কোন কথা নাই। প্রথমতঃ সাতটী মাত্র বংশ লইয়া এই সমাজটী গঠিত হয়। তন্মধ্যে তিন ঘর সিদ্ধ ও চারি ঘর সাধ্য। দাস, নন্দী, চাকী তিন ঘর সিদ্ধ, এবং নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত, চারি ঘর সাধ্য বলিয়া পরিগণিত হন। শেষোক্ত চারিঘরের মধ্যে নাগ সাধ্য হইলেও সিদ্ধের তুল্য। ভৃগু নন্দী এই সমাজের প্রবর্ত্তক। বারেন্দ্র সমাজ স্থাপন সম্বন্ধে প্রবাদ আছে ঃ—

বল্লালের মত ছাড়ি, ভৃগুনন্দী নরহরি,
মুরহর দেব তিন জন।

"পশ্চিম হইতে যবে, আইলা এদেঁশে সবে,
নাগ হইতে হইল স্থাপন ॥"

কাশ্যপ গোত্রীয় তেজোধর নন্দীর বংশেজাত ভৃগুনন্দী বঙ্গজ সমাজ প্রবর্ত্তনের সময় বল্লালের ক্রিয়ায় প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে আপনার ক্ষমতা বিশেষ প্রবল না হওয়ায় কিছুই করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বৃদ্ধাবস্থায় শিব নাগের পুত্র জটাধর নাগের সহায়তায় অত্রিগোত্রে দাস বংশে নরহরিকে, গৌতম গোত্রে চাকি বংশে মুরহরকে ও আপনাকে প্রধান সংজ্ঞায় স্থাপন করেন। সৌপায়ন (সৌপর্ণ) গোত্রে নাগ বংশে জটাধর ও কর্ক্কট সহায় থাকায় তাঁহাদিগকে সিদ্ধের তুল্য বলিয়া প্রকাশ করেন। নারায়ণ দত্তের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিল না হওয়ায়,এবং নারায়ণ দত্ত মূলে ভরদ্বাজ গোত্রীয় না হইয়া মৌদ্গল্য গোত্রীয় হওয়ায়, তাঁহাকে ও বাৎস্য গোত্রীয় পরীক্ষিৎ সিংহকে এবং আলম্যান গোত্রীয় কেশব দেবকে সাধ্য বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করেন। যদিও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ অনেকে স্বীকার করেন না তথাপি একটা প্রবাদ আছে, যে নরপতি শর্ম্মা পোয়া-ঘর বলিয়া নন্দী ও চাকীর দ্বারা প্রচারিত হইলে জটাধর নাগ তাহা শ্রবণ করিয়া উক্ত শর্ম্মাকে দূর করিয়া দেন। এ প্রবাদটী অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক এতদ্ব্যতীত এক্ষণে বারেন্দ্র শ্রেণীতে ঘোষ, গুহ, মিত্র, সেন, নাগ, দাস, নন্দী, দেব, ধর, কর, চন্দ্র, রক্ষিত, রাহা, দাস, পাল, কুণ্ড, সোম, চাকী, বল,গুণ, রুদ্র, হোড়, ভূত, আইচ প্রভৃতি কয়েক ঘর ভুক্ত হইয়াছেন। এই সকল কায়স্থের সংখ্যা বাহাত্তর ঘর বলিয়াই স্থির করা হয়।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বঙ্গে আগমন সম্বন্ধে অনেকে,অনেক-রূপ প্রবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ বলেন মগধরাজ আদিত্যশূরের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদেশে আসিয়াছিলেন। কেহ বলেন গৌড়রাজ আদিশূরের সভায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে কান্য-কুব্জ হইতে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে আগমন করেন। কেহ বলেন বিজয়-সেনের সময় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষাংশে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ বঙ্গে আসেন। পুনরায় কোন কোন মতে শ্যামলবর্ম্মার সভায় পূর্ব্ব বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আগমন করেন। কাহারো কাহারো মতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ স্বতন্ত্রভাবে চারিবার পশ্চিম হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে যখন যখন কায়স্থরাজাগণ কোন যাগ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন তখনই পশ্চিম হইতে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনাইয়া ঐ কার্য্যগুলি তাঁহাদিগের দ্বারা সন্তুষ্ট চিত্তে সম্পাদন করিতেন। এইরূপ ক্রিয়ায় বোধ হয় তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৌণ্ড্র দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ মাত্রেই আগমন করিলে মনূক্ত বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিস্তেজ হন। যাহা হউক ঐরূপ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া উহা একটি স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৯৫৪ শকে, ভট্টমতে ৯৯৪ শকে, ক্ষিতীশ বংশাবলীমতে ৯৯৯ শকে, কায়স্থকৌস্তুভমতে ৮১৪ শকে, দত্তবংশ মালার মতে ৮০৪ শকে, এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতে ৮৮৬ শকে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বঙ্গদেশীয় আদিশূর রাজার

সভায় উপস্থিত হইবার জন্য গৌড়ে আগমন করেন। যথা ঃ—

বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড় মণ্ডলে।
আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ।

(ইতি বাচস্পতি মিশ্র)

শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা।
অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদযুক্তা তদা॥
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিশে।
সহর প্রহর কোলাঞ্চ তেজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে॥

(ইতি ভট্টগ্রন্থ)

নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে প্রাগুপকলিপ্য
বাসে নিবেশয়ামাস। (ইতি ক্ষিতীশবংশ চরিতাবলী)

কান্যকুব্জাভ্ভারদ্বাজঃ কন্যায়াং পুরুষোত্তমঃ।
গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্টশতাব্দকে॥

(ইতি দত্ত বংশমালা।)

"886 A. D." Dr. Rajendra Lala Mitra's
'Indo Aryans. Vol II.' (page 259)

এমতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে কায়স্থগণের বঙ্গে আগমনের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং একের সহিত অন্যের মিল নাই। বল্লাল সেন দানসাগর গ্রন্থ ১০১৯ শকে রচনা করেন। আইনীআকবরীর মতে বল্লাল সেনের রাজত্বকাল পঞ্চাশ বৎসর। বল্লালের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেই

দানসাগর গ্রন্থ লিখিত হয়। বিজয় সেন ও বহুদিবস ব্যাপী রাজত্ব করেন, এবং বিজয় সেনের প্রৌঢ় বয়সে বল্লাল সেনের জন্ম হয়। এমতে বিজয় সেন ও বল্লালের রাজত্ব এক শত বৎসর ধরিলে অত্যুক্তি হইবে না। হেমন্ত, সামন্ত, বীরসেন ও আদিশূরের রাজত্ব কাল আর একশত কুড়ি বৎসর ধরিলে আদিশূর মহারাজ (৮০০) আট শত শকাব্দায় রাজত্ব করিতেন বুঝা যায়। ইহাতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ৮০৪ শকে অথবা ৮১৪ শকে কায়স্থগণের বঙ্গে আগমন হইয়াছিল। দত্তবংশমালায় যে ৮০৪ শকের কথা উল্লেখ আছে তাহাই সচরাচর ঐতিহাসিক ঘটনায় কায়স্থগণের বঙ্গে আগমনের সময় বলিয়া নির্ণীত করিলে উহা বিশেষ অসমঞ্জস হইবে বলিয়া বলিয়া বোধ হয় না।

কায়স্থগণের বঙ্গে আগমন কাল হইতে পুরন্দর খাঁ ও পরমানন্দ রায়ের সময় পর্য্যন্ত সমাজ সম্বন্ধে নূতন নূতন ভাব প্রায়ই ধারণ করিত। বল্লাল সেন যে কুলক্রিয়ারূপ সমাজ সংস্কার করিয়াছিলেন তাহাই অনুকরণীয় জ্ঞানে ঐ কালের মধ্যে প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আত্ম প্রতিষ্ঠাশায় সমাজে কুপ্রথা, সুপ্রথা নানারূপ ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু বল্লাল যে চাতুরী খেলিয়া সমগ্র বঙ্গকে শূদ্র ভাবাপন্ন করিয়া স্বার্থ সিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার পরবর্ত্তী সমাজ সংস্কারকগণ সেইরূপ ঘৃণাস্কর চাতুরীকে মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। তাঁহারা সমাজ সংস্কার করিলে তাঁহাদিগকে লোকে সমাজের কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করিবে এইরূপ বুদ্ধিতেই তাঁহারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যে বিশ্বাসেই এতাবৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহাদিগের অধিকাংশই ভুল পথ অবলম্বন করিয়া প্রকারান্তরে সমাজের

অপকার ব্যতীত উপকার করেন নাই। যে সমাজে শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত অধিক এবং তাঁহারাই যে সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত সেই সমাজকে সমাজ বলিয়া জ্ঞান করা কতদূর শাস্ত্র সঙ্গত তাহা পাঠক মাত্রেই বিচার করিবেন। শাস্ত্রমতে শূদ্র জাতির সমাজ নাই। শূদ্র জাতি স্বভাবতঃ আচার ভ্রষ্ট। কায়স্থ জাতিতে সেই শূদ্রাখ্যা প্রদান করিয়া ঐ জাতিকে শূদ্র মনে করা যে কতদূর অসঙ্গত তাহা বর্ণনাতীত। বল্লাল কুল-লক্ষণে বিধান করিলেন "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রভৃতি"। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে বল্লাল যখন কায়স্থগণকে আপনার ন্যায় জাতি চ্যুত করাইবার মানসে তাঁহাদিগকে সূত্রত্যাগ, দাস শব্দ প্রভৃতি ব্যবহার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে আচার ভ্রষ্ট করাইলেন, তখন কুলীন আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে আচার সম্পন্ন, আচারযুক্ত, আচারী বলিয়া জন-সমাজে মুখে প্রকাশ করিলে কি কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত কায়স্থগণ সত্য সত্যই ধর্ম্মানুযায়ী আচার রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অথবা মনে মনে তাঁহারা আপনাদিগকে শুদ্ধাচারী বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন? ঐ সকল কায়স্থমহোদয়গণের এবং বিশেষত সমগ্র ভারতবর্ষের কায়স্থজাতির, অবনতি সম্বন্ধে ব্যবহারিকবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার ব্যবস্থা দর্পণ গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—

"There is therefore a preponderance of authority to evince that the Kayasthas, whether of Bengal or of any other country, were Kshatriyas. But

since several centuries passed the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated to *Sudradom* not only by using after their proper names the Surname "*Dasa*", peculiar to the Sudras, and giving up their own which is "*Burman,*" but principally by omitting to perform the regenerating ceremony "*Upanayan*" hallowed by the *Gayatri.*"

শ্যামাচরণ বাবু শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়ায় বঙ্গদেশীয় সমাজের দুরবস্থা সন্দর্শনানন্তর ব্যথিত হৃদয়ে উপরি উক্ত চুম্বুকটী তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কায়স্থগণ স্বভাবতঃই উচ্চ জাতি হইয়াও তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ শূদ্রের ন্যায় হওয়ায় যে সমাজের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে, তাহা তিনি উক্ত কয়েকটী ছত্রে বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন। এমতে সমগ্র বঙ্গদেশবাসী কায়স্থসন্তানগণ ঐ অপযশ অপনোদন করিবার জন্য তৎপর হইলে সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধন হইবে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে এখনো বঙ্গদেশে কয়েক ঘর কায়স্থ আছেন যাঁহারা পুরুষানুক্রমে সূত্র ধারণ পূর্ব্বক কায়স্থের সম্মান সমভাবে বল্লালের কাল হইতে অদ্যাবধি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রুকনপুর গ্রামে হরিহোড়ের বংশধরগণ কায়স্থজাতির সৃষ্টি হইতে কখনই সূত্র ত্যাগ করেন নাই বলিয়া বিশেষরূপে গৌরব করিয়া থাকেন। ময়ূরভঞ্জরাজার গুরু বংশীয়গণ চিরন্তন যজ্ঞসূত্রধারী।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের অবস্থার উন্নতি

করিতে' আমরা কি প্রয়াস পাইব না? সমগ্র ভারতে চিত্রগুপ্ত বংশীয়, এবং চন্দ্র সূর্য্য বংশোদ্ভব কায়স্থ সন্তানগণ এক ভাবাপন্ন ও উচ্চ জাতি বলিয়া সম্মানিত হইবেন না? কায়স্থগণের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ ঘনীভূত হইবে না? সোমবংশীয় মহারাজ জানকীরাম বাহাদুরের পুত্র মহারাজ দুর্লভরাম মহীন্দ্র বাহাদুর, যিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের রাজকীয় সমুদায় কার্য্যনির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং উড়িষ্যার সুবেদার ও পাটনার নবাব বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ মহীন্দ্র বাহাদুর, কথিত আছে যে, তাঁহার বাটীতে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত চিত্রগুপ্ত বংশীয় দ্বাদশ বিভাগ হইতে কায়স্থ মহোদয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ হইয়াও আচার সম্পন্ন সূর্য্যধ্বজ প্রভৃতি দ্বিজাচারী কায়স্থগণকে তাঁহার বংশের ক্রিয়ায় আপনার বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি আমরা আচার সম্পন্ন হইতে পারি তাহা হইলে সুদূর পশ্চিমে অবস্থিত আচারযুক্ত চিত্রগুপ্তদেববংশীয় সূর্য্যধ্বজ প্রভৃতি কায়স্থগণের মধ্যে অস্মদ্দেশীয় কায়স্থগণের যে মনোমালিন্য আছে তাহা অপসারিত করিতে সমর্থ হইব। লালা শালিগ্রাম আলাহাবাদ কায়স্থ সমাজকে উন্নতাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে' সমর্থ হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং মড়ভট্টা নামক একখানি বহু পুরাতন পুস্তক হইতে দেখাইয়াছেন যে বঙ্গাগত পঞ্চ ঘর কায়স্থের বীজ পুরুষ শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব। ঐ পঞ্চ কায়স্থের বংশাবলী শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব হইতে পর্য্যায়ক্রমে ঐ পুস্তকে লিখিত আছে। আমরা হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে কায়স্থগণের যজ্ঞসূত্র পুনর্গ্রহণে

সমাজে কায়স্থ জাতির উন্নতির চিহ্ন দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে আলাহাবাদ কায়স্থ সমাজ বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে অবমাননা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিবস বঙ্গ দেশীয় কায়স্থসভার একটী অধিবেশনে আমরা অবগত হইয়াছি যে বঙ্গদেশীয় উপবীতধারী সদাচারী সংস্কার যুক্ত দ্বিজ কায়স্থগণকে ঐ আলাহাবাদস্থ কায়স্থ সমাজ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদে আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি। সকলেই অবগত আছেন যে "প্রথমে যোগ্যতা লাভ করিলে পরে আশা করিতে পারা যায়।" বর্ত্তমান কালে কায়স্থগণ যখন দশবিধ সংস্কার করিয়া আচারী হইয়া আপনাদিগকে স্বজাতীয় ধর্ম্মে স্থাপন করত উন্নত অবস্থা আনয়ন করিতে যোগ্য হইতেছেন, তখন তাঁহাদিগের উচ্চ আশার ফল অবশ্যই তাঁহারা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা জাতি-সমাজে যথাবিধি সম্মান সর্ব্বত্র অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। আচারযুক্ত হইতে পারিলে সমগ্র চতুর্ব্বর্ণ সমাজ তাঁহাদিগকে যুগপৎ ভয় ও সম্মান করিবে। সেই কারণেই আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, সকল কায়স্থ মহোদয় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দৃষ্টান্তে অধিক-তর ফলোদয় হয় জানিয়া, নিজ নিজ দৃষ্টান্তে সমাজের উন্নতি সাধনে ব্রতী অবশ্যই হইবেন। শুদ্ধাচারের প্রতি লক্ষ্য অব-শ্যই রাখিবেন। যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-জপ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মন ও আত্মার সদ্গতি করিবেন। যাহাতে 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা' প্রভৃতি বিশেষণ বাচক শব্দগুলি যথার্থই কায়স্থ শরীরে এবং বিশেষতঃ কুলীন মহোদয়গণের মধ্যে সুচারুরূপে প্রয়োগ হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন।

'সংস্কারযুক্ত' ও 'আচার সম্পন্ন' বলিয়া যে কথাগুলি প্রচলিত আছে তাহা কেবল বাক্যান্তর মাত্র।

সকল প্রকার আচার শূন্য হইলে কায়স্থ বলিয়া যে টুকু মর্য্যাদা বঙ্গ সমাজে আছে তাহা অপসারিত হইবে। বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ, বিচার ও মীমাংসা হইতেছে। কিন্তু কোন বিচারই যুক্তিযুক্ত নহে যাহাতে মানবকে আচার ভ্রষ্ট করে। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই সকল বিষয় লইয়া কায়স্থসমাজে আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন ব্যক্তির মন সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত অবস্থায় সংরক্ষিত, এবং কয়জনের আচার ব্যবহার শাস্ত্রানুযায়ী পরিচালিত? কায়স্থের স্বধর্ম্ম কয়জন রক্ষা করিয়া থাকেন? কয়জন দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বর্ণধর্ম্ম বজায় রাখিয়া মতামত প্রকাশ করিতেছেন? সমগ্র পৃথিবীর যবনাচারী জাতিগণ ও ভারতবর্ষীয় নীচবর্ণ শূদ্রজাতির বর্ণধর্ম্মের সহিত সংস্রব কি? তাঁহারা যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার উচ্চ জাতির দ্বারা সর্ব্বদাই ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হয়। তাঁহাদিগের মতামত গ্রহণীয় বলিয়া মনেহয় না। যে সকল কায়স্থ সংস্কৃত নহেন তাঁহারা বৃথা বাদানুবাদ করিয়া অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করত গৃহে কলহ' প্রবেশ করাইতেছেন। আমাদের বিনীত নিবেদন যে ব্রাত্যাচারী কায়স্থ মহোদয়গণ সর্ব্বপ্রথমে কায়স্থের বর্ণধর্ম্মে যে সকল আচার পদ্ধতি শাস্ত্রে নির্ণীত আছে তাহা পালন পূর্ব্বক আপনাকে ব্রহ্মতেজ যুক্ত কায়স্থ বলিয়া উচ্চ বর্ণে প্রতিষ্ঠিত করত বাদানুবাদ ও বিচারে যোগ্যতা লাভ করিয়া সমাজে কদাচার বর্জন এবং

সদাচার গ্রহণরূপ বিশুদ্ধ-মত স্থাপন করুন। এমতে বর্ণ ধর্ম্ম শুদ্ধতা লাভ করিবে। আর্য্য গৌরব বর্দ্ধিত হইবে।

কায়স্থগণের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও দুই একখানি বিশ্বাস যোগ্য গ্রন্থ কোথাও পাওয়া যায়, তাহা যে সকল ব্যক্তির নিকট আছে তাঁহারা প্রকাশ করিতে অথবা হস্তান্তর করিতে সম্মত নহেন। এই হেতু আমাদের সমাজ অজ্ঞতা বশত এতদূর অবনত হইয়াছিল। আমরা "দত্তযামল" নামক একখানি পুঁথি স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ দত্ত দাদামহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম। ঐ পুঁথি খানিতে নানাপ্রকার পুরাতন ঐতিহাসিক কথা লিখিত ছিল। তিনি গত হইলে ঐ পুঁথিখানির জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই। তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য। দত্তবংশের ইতিহাস যে বৃহৎ দত্ত বংশ মালায় আছে তাহাই অবলম্বন করত মদীয় পিতৃদেব দত্ত কুলোজ্জ্বল বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় দত্তবংশমালা নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ জনসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে কায়স্থ জাতি যে কতদূর শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারা বর্ণধর্ম্মের কোন স্থান প্রাপ্তির যোগ্য তাহা তিনি সুচারুরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। কায়স্থগণের বঙ্গে আগমনের পর দত্তবংশে যে সকল ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা ঐ পুস্তকখানিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐপুস্তকখানি পাঠ করিলে কায়স্থ জাতি যে কখনই শূদ্র নহেন ও তাঁহারা সংস্কারী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের সংস্কার লাভের যোগ্যতা আছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব যদিও এখন পরিব্রাজক অবস্থায় অবস্থিত এবং সমাজের সংশ্রব হইতে নির্লিপ্ত আছেন, তথাপি তিনি

বর্ত্তমান' কালে কায়স্থগণের সংস্কার দর্শন করিয়া আশাতীত আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। যাহাতে কায়স্থগণের উন্নতি হয় ও তাঁহাদের শূদ্রাখ্যা যাহাতে একেবারে দুরীভূত হইতে পারে এবং পরিশেষে তাঁহারা দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজাচার গ্রহণ করতঃ বর্ণধর্ম্ম সংরক্ষণে সমর্থ হন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগই ব্যাপৃত হইয়াছে। যাট বৎসর ধরিয়া তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে কায়স্থ বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিয়াছেন। সন ১২৮২ সালে তিনি যখন পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত আরারিয়া সবডিভিসনে রাজকর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার দত্তবংশ-মালা গ্রন্থখানি সর্ব্বপ্রথমে যন্ত্রস্থ হইয়া পুস্তকাকার ধারণ পূর্ব্বক সাধারণে প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তক খানিতে সকল কথা বিস্তৃতরূপ লিখিত না থাকায় রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের কিছু দিবস পরে ১৩০৬ সালে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন কায়স্থ কারিকা গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি ঐ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সংবাদ পত্রের স্তম্ভে অনেক সময় অনেক উপদেশ দ্বারা এবং নিজের ক্রিয়া ও কর্ম্মের দ্বারা কায়স্থ সমাজকে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটী তিনি কখনই করেন নাই। ধার্ম্মিকপ্রবর স্বর্গীয় মদনমোহন দত্তের বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ ধর্ম্ম জগতে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম পালন করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য দেখাইয়াছেন। ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমই হউক অথবা আর্থিক বা পারমার্থিক হউক, চিরকালই ধর্ম্ম, এবং হিন্দু-

ধর্ম্ম সনাতন ভাবে আর্য্য সন্তানগণের হৃদয়ে ও মনে অত্যন্ত নিগূঢ় ভাবে প্রোথিত থাকায় সমাজের ক্রিয়াগুলি সমস্তই সত্য-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। যে সকল ব্যক্তি ঐ গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা আর্য্য-সন্তানগণের সম্মান নষ্ট করিতে বসিয়াছেন এবং সমাজের অহিতকারী। চতুর্ব্বর্ণ সংস্থাপনরূপ ক্রিয়া দ্বারা সমাজ বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতেছে দেখিয়া যে সকল ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধাচরণ ও প্রতিযোগিতা করিতেছেন তাঁহাদিগের হৃদয়ের পরিচয় তাঁহারা জগতের সমক্ষে দিতেছেন এবং সেই সকল ব্যক্তি সামাজিক বলিয়া গণ্য হইবার কতদূর যোগ্য তাহা পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখিবেন। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে যে দিবস যে নক্ষত্রে ও যে রাশিতে মনুষ্যের জন্ম হয় তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ব্যক্তির গণ ও বর্ণ গ্রহাচার্য্যগণ বিচার করেন। নবজাত শিশুগণ উচ্চগণ ও উচ্চ বর্ণ লাভ করিলে স্বভাবতঃ উন্নত অন্তঃ-করণ-যুক্ত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গল্যের কারণ হন। নীচগণে ও নীচ বর্ণে জন্ম হইলে কি করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যাইবে? সংস্কার ক্রিয়া তাঁহাদিগের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয় না। যজ্ঞোপবীত তাঁহা-দিগের নিকট সূত্রগুচ্ছ মাত্র। যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণাচার ও ব্রহ্ম-কায়স্থাচার অবহেলা করেন, তাঁহারা স্বাভাবিক জন্মগত গণ ও বর্ণের দ্বারা মন ও আত্মাকে উন্নত করিতে অসমর্থ হইয়া সমা-জের মঙ্গল বিধানের অন্তরায় হন। ভগবানের সৃষ্টিতে ভালমন্দ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। একটীর অভাবে অপরটীর দোষগুণ স্থির করা মানবের ক্ষমতাতীত।

গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় শ্রীচিত্রগুপ্ত দৈব সম্ভূত এবং সূর্য্য চন্দ্র বংশোদ্ভব সকল কায়স্থ মহোদয়গণকে পুনরায় নিবেদন করি যে তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের অতি বৃদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের পথানুসরণ করিয়া আপনাদিগের জাতিধর্ম্ম সংরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ত্রুটী না করেন। বৃদ্ধ পূর্ব্ব পুরুষদিগের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিতে বিরত না হন। মধ্যে কয়েক পুরুষ কিঞ্চিৎ আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই যে বর্ত্তমান কালে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারাও আচার ভ্রষ্ট থাকিবেন এই বা কি রূপ কথা? যদি পিতাকে কোন অন্যায় অথবা গর্হিত কার্য্য বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তাহা হইলে পিতার অনুসরণ করিতে গিয়া পুত্রকেও ঠিক সেইরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ইহা কোন শাস্ত্রে লেখে? এই সকল কথা মনোমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক ন্যায়ের ফাঁকিপূর্ণ বিচারগুলি অত্যন্ত সাবধানের সহিত বর্জন করিয়া মহাজনগণের পথ অনুসরন করুন্। কায়স্থের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হউন। শুদ্ধাচারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ উদ্দেশ্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন হইয়া আপনার ও জগতের উপকার সাধন করুন। এ সম্বন্ধে আর কোনরূপ দ্বিধা করিবার আবশ্যক নাই। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপগুলি করিলে ব্রাহ্মণগণের উচ্চতম স্থান অধিকার হইবে এবং শূদ্র সমাজ কথাটী কায়স্থের পক্ষে বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হইবে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি কায়স্থ মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া যাহাতে তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন হইতে পারে, তজ্জন্য জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে

প্রার্থনা করি যে তাঁহার কৃপায় অচিরে কায়স্থগণের শুদ্ধতা লাভ হউক। কায়স্থ সমাজ শ্রেষ্ঠ জাতির সমাজ বলিয়া পুনরায় জগতে গণ্য হউক। শূদ্রাচারের চিহ্নমাত্র কায়স্থসমাজ হইতে বিলুপ্ত হউক। কায়স্থগণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। বর্ণশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণের সহায়তা কায়স্থগণ গ্রহণ করুন্। আমার নিবেদন যে এই পুস্তকখানি কায়স্থগণ যত্ন করিয়া সঙ্গে রাখিবেন এবং যে সকল কায়স্থগণ এখন পর্য্যন্তও নিদ্রাভিভূত আছেন তাঁহাদিগকে পাঠ করাইয়া তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করাইবেন। কায়স্থ মহোদয়গণ তাঁহাদিগের নিজগুণে পুস্তকের দোষ গুণ ক্ষমা করিবেন।

"বয়মপি যদি দুষ্টং প্রোক্তবন্তঃ প্রমাদাৎ
তদখিলমপি বুদ্ধা শোধয়ন্তু প্রবীণাঃ।
স্খলতি খলু কদাচিদ্ গচ্ছতো হন্ত পাদঃ
ক্বচিদপি বদ বক্তা বক্তি মোহাদ্বিরুদ্ধং॥

গুণিগণ গুম্ফিতকাব্যে মৃগয়তি খলো দোষং ন জাতুগুণং।
মণিময় মন্দির মধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রং॥

যে মৎসরা হতধিয়ঃ খলু তে চ দোষং
পশ্যন্তু নাগমনয়ন্তু গুণং গুণজ্ঞাঃ।
আলোকয়ন্তি কিল যে চ গুণং ন দোষং
তে সাধবঃ পরমমী পরিতোষয়ন্তু॥"

ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে মনুষ্যের সাধ্য কি? তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন

হইতে পারে না ও হয় না। সেই ভগবানের ইচ্ছায় কায়স্থ জাতির সামাজিক অবস্থা যখন পুনরুদ্ধার হইবার উপক্রম হইয়াছে তখন তাঁহারই স্মরণাপন্ন হইয়া বঙ্গাব্দা ১৩১৬ সালে এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মকায়স্থ গ্রন্থখানি বালিসমাজান্তর্গত হাটখোলা দত্ত বংশীয় শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের স্বজাতিয় ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য লিখিত হইল।

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
বেঁদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ

ক পরিশিষ্ট।

নিম্ন লিখিত গ্রন্থ গুলির সাহায্যে ব্রহ্ম-কায়স্থ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

বেদ চতুষ্টয়
উপনিষৎ, ছান্দোগ্য প্রভৃতি
রামায়ণ
মহাভারত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
শ্রীমদ্ভাগবত
পদ্মপুরাণ
স্কন্দ পুরাণ
ভবিষ্য পুরাণ
গরুড় পুরাণ
বৃহন্নারদীয় পুরাণ
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ
বিষ্ণু পুরাণ
অষ্টাদশ ধর্ম্মশাস্ত্র (প্রাচীন স্মৃতি)
মনু সংহিতা
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা
বিষ্ণু সংহিতা
বৃহৎ পরাশর সংহিতা
ব্যোম সংহিতা
মহাকাল সংহিতা
বর্ণ-সংবিদ্ তন্ত্র
বিজ্ঞান তন্ত্র
মেরু তন্ত্র
বৃহদ্গৌতম
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব
সর্ব্ব সৎকর্ম্ম পদ্ধতি
সৎক্রিয়া সার দীপিকা
মিতাক্ষরা
বীরমিত্রোদয়
বিজ্ঞানেশ্বর
মৃচ্ছকটিক
মুদ্রারাক্ষস
কথা সরিৎসাগর
রাজ তরঙ্গিনী
আইনী আকবরী
বিশ্বকোষ
অমরকোষ
শব্দকল্পদ্রুম

বল্লাল চরিত	বৃহৎদত্ত বংশমালা
শূদ্রকমলাকর	দত্তবংশ মালা
কর্ণাট রাজ্ঞী	কায়স্থ তত্ত্বাম্বুধি
রামজয় কৃতপঞ্জি	আর্য্য কায়স্থ দীপিকা
শিলালিপি	কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়
দত্ত যামল	ঢাকুর
কায়স্থ ঘটক কারিকা	কায়স্থোপনয়ণ
কায়স্থ কুলাচার্য্য কারিকা	কায়স্থ কুসুমাঞ্জলী
ধ্রুবানন্দ লিখিত কারিকা	বঙ্গে সমাজিকতা
কবিভট্ট শালীবাহন কৃত গ্রন্থ	দুর্গামঙ্গল
ক্ষিতীশ বংশ চরিতাবলী	মড়ভট্টা
কায়স্থ মূলপুরুষ জাতিনির্ণয়	জাতি বিজ্ঞান
কায়স্থ কুলদর্পণ	আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার প্রকাশিত নিয়মাবলী
কায়স্থ ধর্ম্ম নিরূপণ	বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কায়স্থ পত্রিকা
কায়স্থ ধর্ম্ম নির্ণয়	কায়স্থ সংহিতা
কায়স্থ কৌস্তভ	আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা
Kayastha Ethnology	কায়স্থ তত্ত্ব
ঘটক লিখিত একবায়ি	বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিবরণী
কায়স্থ বংশাবলী (Santosh editon)	

Shyama Charan Sarkar's "Byabastha Darpan"
Dr. Rajendra Lal Mitra's Researches
General Cunningham's Researches.
Mr. R. C. Dutt's "Ancient India"
Princep's Table. Census Report.

খ পরিশিষ্ট।

দত্ত যামল গ্রন্থ হইতে দত্তবংশাবলী যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহা এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

১। বিষ্ণু
২। ব্রহ্মা
৩। চিত্রগুপ্ত
৪। বিশ্বভানু
৫। বিবস্বান
৬। বান
৭। আরদ্বান
৮। অংশুমান
৯। দীর্ঘবাহু
১০। লঘুবাহু
১১। পৃথু
১২। সত্যবান
১৩। চম্প
১৪। চিত্র
১৫। জাতিমন্ত
১৬। প্রদীপ
১৭। বজ্রনাভ
১৮। বৃহদশ্ব
১৯। অম্বু
২০। উশীনর
২১। দীপ
২২। চিত্রসেন
২৩। চৈত্ররথ
২৪। চিত্রভানু
২৫। চিত্রশিখণ্ডী
২৬। লোম
২৭। মহাশাল
২৮। মহামনা
২৯। চন্দ্র
৩০। শ্রবন্ত
৩১। সুমনা
৩২। প্রতীচি
৩৩। শঙ্কু
৩৪। ত্রিশঙ্কু
৩৫। দেবরাজ
৩৬। সুদেব
৩৭। ভুদেব
৩৮। হরিত
৩৯। চঞ্চু
৪০। জয়
৪১। বিজয়
৪২। প্রসেন

৪৩। চারুপদ
৪৪। সংযাতি
৪৫। যযাতি
৪৬। অহংযাতি
৪৭। প্রবীর
৪৮। প্রচিন্বান
৪৯। সুখদেব
৫০। অনুদেব
৫১। সুমতি
৫২। ইন্দ্র
৫৩। অরুণ
৫৪। বেন
৫৫। বাহু
৫৬। বীরবাহু
৫৭। ভদ্রবাহু
৫৮। রুদ্রবাহু
৫৯। বিশ্ববাহু
৬০। সভানর
৬১। প্রতীক
৬২। অংশু
৬৩। প্রাংশু
৬৪। সুরথ
৬৫। প্রচেতা
৬৬। খট্টাঙ্গ
৬৭। সত্যশ্রবা
৬৮। উরুশ্রবা
৬৯। মহামতি
৭০। সুতপা
৭১। অশ্মক
৭২। বলীক
৭৩। নিষধ
৭৪। রুরুক
৭৫। দেবানীক
৭৬। উকৃথ
৭৭। ভগিরথ
৭৮। কুম্ভ
৭৯। নিকুম্ভ
৮০। সুহ্ম্য
৮১। ধর্ম্ম
৮২। শুকদেব
৮৩। সম্পাতি
৮৪। দদ্রু
৮৫। ঋতেয়ু
৮৬। অক্রোধন
৮৭। মহারথ
৮৮। বিদুরথ
৮৯। জয়দ্রথ
৯০। ভরত

৯১। ভরদ্বাজ
৯২। অঙ্গিরা
৯৩। বৃহস্পতি
৯৪। মহাবল
৯৫। সুবল
৯৬। বৃহদ্বল
৯৭। সত্যব্রত
৯৮। রামচন্দ্র
৯৯। হরিশ্চন্দ্র
১০০। জ্ঞানব্রত
১০১। সর্ব্বকাম
১০২। অগ্নিবর্ণ
১০৩। সুবর্ণ সেন
১০৪। হিরণ্যনাভ
১০৫। রুদ্র
১০৬। রুদ্রাসন
১০৭। গান্ধসেন
১০৮। মিথুন
১০৯। ভদ্র
১১০। বীরভদ্র
১১১। অতিবাহু
১১২। বীরবাহু
১১৩। হরিবাহু
১১৪। হর্ষ
১১৫। নাভ
১১৬। পুলক
১১৭। অস্তাচল
১১৮। নীলাম্বর
১১৯। ধীসেন
১২০। ধীমান
১২১। মতিমান
১২২। সগর
১২৩। সিন্ধু
১২৪। রত্নবর্ম্ম
২২৫। রত্নাকর
১২৬। নিত্য
১২৭। ইন্দু
১২৮। অগস্ত্য
১২৯। অগ্নিদেব
১৩০। দুর্ব্বাশা
১৩১। নহুষ
১৩২। বশিষ্ঠ
১৩৩। আপষ
১৩৪। ক্রতু
১৩৫। হরিভূর্জ
১৩৬। দেব
১৩৭। মহাদেব
১৩৮। ধ্রুব

১৩৯। বিন্ধ্য
১৪০। সূর্য্য
১৪১। বলি
১৪২। আদিত্য
১৪৩। মঙ্গল
১৪৪। বরুণ
১৪৫। শশাঙ্ক
১৪৬। নর
১৪৭। সোম
১৪৮। দত্ত
১৪৯। সুদত্ত
১৫০। অগ্নিদত্ত
১৫১। শিবদত্ত
১৫২। পুরুষোত্তম (ইনি বঙ্গে আগমন করেন।)

বঙ্গাগত দত্তদিগের বংশাবলী দত্তবংশমালা গ্রন্থে যাহা দত্তদিগের নিকটে বঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

১। পুরুষোত্তম
২। গোবর্দ্ধন
৩। নীলাম্বর
৪। গোবিন্দ
৫। দিবাকর
৬। মহীপতি
৭। বিনায়ক
৮। নারায়ণ
৯। গদাধর
১০। কানু
১১। মুরারি
১২। তেকড়ি
১৩। রত্নাকর
১৪। কামদেব
১৫। কৃষ্ণানন্দ
১৬। কন্দর্প
১৭। গোবিন্দ শরণ
১৮। বানেশ্বর
১৯। রামচন্দ্র
২০। কৃষ্ণচন্দ্র
২১। মদনমোহন
২২। রামতনু
২৩। রাজবল্লভ
২৪। আনন্দ চন্দ্র
২৫। কেদার নাথ
২৬। ললিতাপ্রসাদ

গ পরিশিষ্ট।

শ্রীমন্নারায়ণ স্বামীকৃত সারগ্রাহী বৈষ্ণব মহিমাষ্টকং।

ওঁ তৎসৎ।

শক্তীশো ভগবান্ পরাবরগতো ব্রহ্মাত্মরূপঃ স্বয়ং
রূপং তস্য বিশেষবিগ্রহগতং সংব্যোমধাম্নি স্থিতং।

কনকপ্রভাটীকা। ওঁ নমো নারায়ণায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য গুরুং নারায়ণং তথা। প্রণীয়তে ময়া টীকা নাম্নেয়ং কনকপ্রভা॥ গাঙ্গসৈকতকে গ্রামে গৌড়ে গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ। পুরুষোত্তম সেবায়ামাস্তে বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ তৎপ্রসাদাদহং সর্ব্ববেদান্তসার সেবয়া। গৃহং ত্যক্ত্বা হরিদ্বারে বসামি জাহ্নবীতটে॥ সর্ব্ব শক্তীনামীশ্বরো ভগবান্ চিদচিচ্ছক্তিসম্ভূতো সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণত্বাদ্ভগবতঃ সর্ব্বেশ্বরত্বং। পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তিকিঞ্চন ইতি শ্রুতিবাক্যরীত্যা তস্যৈব পরাবর

সর্ব্ব শক্তির ঈশ্বর পরাবরগত ব্রহ্মাত্মরূপ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ। সদ্ব্যোমধামস্থিত বিশেষ বিগ্রহ গত তাঁহার নিত্যরূপ। স্বভক্ত সহিত নিত্যলীলা গত তাঁহার বৈভব। তাঁহার কৃপালেশ লাভ

সল্লীলাবিভবং স্বভক্তসহিতং দৃষ্ট্বা কৃপালেশতঃ
সারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ ॥১

সত্বং যদ্বিমলঞ্চ চিন্ময়গুণং মুক্তং রজস্তামসৈঃ
তদ্বিষ্ণোঃ পদমেব মায়িকসতঃ পরং বিদিত্বা মহৎ ।

গতত্বং স্বয়ং ব্রহ্মাত্মরূপত্বঞ্চ । দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইতি, তদুরুগায়স্য কৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি চ শ্রবণাৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং পরব্যোমাখ্যং নির্ণীতমস্তি । তদেব তৎকৃপয়া দ্রষ্টব্যং যথা নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন । যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যোস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বামিতি । সারগ্রাহিজনাঃ তদ্দর্শনেন জয়ন্তি । তে তু জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা চরমানন্দপ্রদা ইত্যর্থঃ । তে জগতাং গুরব ইতি ॥ ১

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা । জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানং । প্রাকৃতচক্ষুষা প্রাকৃতবাচা । ভগবদিতরান্যদেবৈঃ । কর্ম্মজ্ঞানাঙ্গ ভূততপসা । জ্ঞানস্যপ্রসাদ এব ভক্তিস্তয়া বিশুদ্ধসত্বঃ সন্ রজস্তমো মুক্তং সত্বং বিশুদ্ধসত্বং । তদেব বিষ্ণোঃ পদং । কঠে ।

করতঃ সারগ্রাহীজনগণ সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদাতাস্বরূপে জগতে জয়যুক্ত হউন । ১

রজ তম হইতে মুক্ত চিন্ময় বিমল গুণই সত্ব গুণ । তাহাই বিষ্ণুপদ । তাহাকে মায়িক সত্বা হইতে পরম শ্রেষ্ঠ জানিয়া

জ্ঞাত্বা ভেদ মতঃ পরং চিদচিতোঃ যন্নির্ব্বিশেষভ্রমঃ
সারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ॥ ২

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি। চিদচিদ্বস্তু তত্রৈব। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥ এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম দর্শিভিঃ। শুদ্ধসত্বজ্ঞানেন নির্ব্বিশেষ ভ্রমনিবৃত্তিঃ স্যাৎ। যথা মুণ্ডকে। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। তদ্ধাম বৈচিত্র্যাজ্জগদ্বৈচিত্র্যাদিকং। মায়িকবিশ্বস্য ব্রহ্মাত্মনত্বাৎ সত্যত্বং যথা ব্রহ্মৈবেদং অমৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং। তথাপি তদ্ধাম্নোঃ মায়িকবিশ্বতঃ পরত্বং। যথাতত্রৈব। হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ। তজ্জ্ঞানেন শুদ্ধিঃ যথা তত্রৈব। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ইতি॥ ২

এবং চিৎ ও অচিৎ এই দুইয়ের বিশেষগত ভেদ জানিয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ সারগ্রাহী ভক্তজন জয়যুক্ত হউন। এই ভেদ তত্ব তর্ক দ্বারা জানিতে গিয়া মায়াবাদীদিগের নির্ব্বিশেষ ভ্রম উদয় হয়। ২

জীবাঃ বহ্নিগতস্ফুলিঙ্গসদৃশাস্তচ্ছক্তিজাতাঽবলাঃ
তৎকারুণ্যবিলাসশক্তিবিভবাস্তৎসাম্যলাভাদিষু।
তদ্বৈমুখ্যবিপাকশোধনপরা মায়েতি বোধোন্নতাঃ
সারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ॥৩

মুণ্ডকে। এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ। কিং তৎস্বরূপং। তত্রৈব। তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তি স্বরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি। তেষাং স্থিতিস্তত্রৈব। দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষঃ পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যতি হ্যন্যমীশং অস্য মহিমানমেতিবীতশোকঃ। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ইত্যাদি। মায়ায়াস্তদ্বৈমুখ্যদোষশোধকতাং দর্শয়তি তত্রৈব। কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলয়ন্তি কামা ইতি॥৩

জীব সমূহ বহ্নিগত স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। তাহাদের আকার সদৃশ ক্ষুদ্র বলের সহিত ভগবচ্ছক্তি হইতে জাত। ভগবানের কারুণ্য বিলাস শক্তি বিভব। ভগবানের সহিত তাহাদের

সর্ব্বেশে দৃঢ়ভাবশোধিতধিয়ো দেবান্তরে মানদাঃ
সর্ব্বেঽন্যে তদধীনসেবকতয়া দিব্যন্তি বিশ্বেঽধুনা।

কঠে। যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্যতিষ্ঠন্তীং সা ভূতেভি র্ব্যজায়তে। এতদ্বৈতৎ। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং। নিত্যোব নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ঐতরেয়ে। তমশনয়া পিপাসে অব্রতাম্ আবাভ্যামভিপ্রজানীহি ইতি। সতে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্ব ভজাম্যেতাস্বভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে। ভাগিন্যাবেবাস্যামশনয়া পিপাসে ভবতঃ॥ তৈত্তিরীয়ে। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যং

ভোগলাভ সমান। জীবগণের ভগবৎ বৈমুখ্য বিপাক শোধন পরা মায়াশক্তি, ইহা জ্ঞাত হইয়া জীবগণ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করেন। এই জীবতত্ত্বকে অবগত হইয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধি প্রদসার-গ্রাহীজন জগতে জয়যুক্ত হন॥ ৩

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি শোধিত বুদ্ধির সহিত অন্য দেবতার যথাযোগ্য সম্মান করেন। অন্য সমস্ত দেবতাকে কৃষ্ণের অধীন সেবক বলিয়া জানেন। সেই সমস্ত দেবতা নিজ নিজ অধিকারে সম্প্রতি বিরাজমান আছেন এবং কাল উপস্থিত

লীয়ন্তে সময়ে তদীহিতবলাদেবং বিদিত্বা ধ্রুবং
সারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ ॥৪
বেদার্থোদ্ধরণে সুযুক্তিকুশলাঃ সদ্বাক্যসম্মানদাঃ
ত্যক্ত্বা দূষিত মানমেব সকলং প্রত্যক্ষসিদ্ধাদিকং ।

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। একেশ্বরে তস্মিন্ দৃঢ়ভাবফলং যথা শ্বেতাশ্বতরে। ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মনা বীশতে দেব একঃ। তস্যাভিধানাদ্যোজনাৎ তত্ত্বঃভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ। তত্রৈবেক দেবনিষ্ঠা। যো দেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে দ্বিপদচতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। একেশস্য স্বরূপং তত্রৈব। সর্ব্বাদিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রজতে যদ্বদনড্বান্। এবং সদেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনি স্বাভাবাদধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪

তস্য বা এতস্য মহতোভূতস্য নিঃশক্তিত মেতদ্যদৃগ্বেদ ইত্যাদি। মুণ্ডকে। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা দৈবাপরাচ। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ছান্দোগ্যে সনৎকুমার নারদ সম্বাদে। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা। অথ যত্রান্যৎ

হইলে কৃষ্ণে লয় প্রাপ্ত হইবেন। কৃষ্ণের অনুগ্রহই অন্যদেবতা গণের বল ইহা জানিয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ সারগ্রাহী ভক্তগণ জগতে জয় যুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪

সুযুক্তি দ্বারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য উদ্ধার করিয়া থাকেন। সাধু গুরুগণ যে উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার

গীতাভাগবতাদিপূজনপরাঃ নিত্য সতাং সঙ্গষু
সারগ্রাহিজ্জনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ ॥৫

পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথযদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণানাং অল্প সাধনত্বং। তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদৌ বেদেষু ভূমাত্বেন আত্মা এব জিজ্ঞাস্যঃ। ছান্দোগ্যে। আত্মবেদং সর্ব্ব-মিতি। সবা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি। সদ্বাক্য সম্মানদাঃ। সৎ সম্প্রদায় গুরু বাক্যা-নুসারেণ বেদার্থোদ্ধরণে যতন্তে। মুণ্ডকে। তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েৎ ভূতিকামঃ। পুনশ্ছান্দোগ্যে। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয়পাপং চন্দ্র-ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীর মকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্ম-লোকমভিসম্ভবামি ইত্যভিসম্ভবামি। অত্র শ্যামশবলাদি প্রপত্তিরেব পুরাণাদিষু বর্ণ্যতে। শ্রীগীতা শ্রীভাগবত শ্রীপদ্ম পুরাণাদিকং সারগ্রাহিজনাঃ পুজয়ন্তীতি স্বকর্ত্তব্যং চিন্ত-নীয়ং ॥৫

সম্মান করেন। প্রত্যক্ষ অনুমানাদিসিদ্ধ জড়দূষিত অসৎ প্রমাণ পরিত্যাগ করেন। যে হেতু জড়প্রমাণ সমূহ চিদ্বিষয়ে কার্য্য করিতে পারে না। অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা ও উপদেশ পূর্ণ শ্রীভগবদ্গীতা শ্রীভাগবত প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রের পূজা করেন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ তাঁহারা

ভেদাভেদমতান্ধবুদ্ধিরহিতাস্তর্কস্পৃহাবিহীনাঃ
দ্বৈতাদ্বৈতবিরোধভঞ্জনধিয়শ্চিচ্ছক্তিমদ্ধর্মাণি ।

শ্বেতাশ্বতরে। কিংকারণং ব্রহ্ম কুতর্কজাতাঃ জীবাম কেন কচ প্রতিষ্ঠিতাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবাদা-ত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥ তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং। যঃ করণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ পাদোস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎ-সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ। ঈশতে ঈশানিভিঃ পরম শক্তিভিরিতি তস্য নিত্যবিশেষাৎ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যা-ন্মায়িনন্তু মহেশ্বরং ইতি। সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসা ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে। পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্যতে স্তেনামৃতত্বমেতি। জীবেশ্বরয়োর্ভেদাভেদামতবাদান্ধত্বং দ্বৈতাদ্বৈতবিরোধঞ্চ পরিহৃত্য অচিন্ত্যশক্তি যদ্ব্রহ্মতত্ত্বে সর্ব্বং

করেন না। এইরূপ সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ সারগ্রাহী মহাত্মাগণ জগতে জয় যুক্ত হইয়া থাকেন॥৫

কেবল ভেদবাদ ও কেবল অভেদ বাদ দুইটী তর্কান্ধ বুদ্ধি। তাহাতে রহিত হইয়া তর্কস্পৃহা পরিত্যাগ করেন। দ্বৈত ও অদ্বৈত দুইটী মত বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার অভি-

চিন্তাতীতপরেশশক্তিবিষয়ে সর্ব্বং হি সত্যং স্বতঃ
সারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ ॥৬
বৈরাগ্যেপি বিরাগবুদ্ধিসহিতা রাগে বিরাগাশ্রিতাঃ
সর্ব্বেশার্পিতভাবশুদ্ধমনসো মোক্ষেপি বীতস্পৃহাঃ।

স্বভাবতঃ সত্যং ভবতীতি জ্ঞানেন প্রেরিতারং পৃথগাত্মানং মত্বা ততোঽমৃতত্বমেতীতি বেদসম্মতিঃ। অত্র মতবাদ তর্ক্কমপি নিরস্তং। যথা কঠে। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি অনীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা। যন্ত্বমাপঃ সত্য ধৃতির্ব্বতাসি ত্বাহং নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রেষ্ঠা ॥৬

ছান্দোগ্যে। তদ্বৈতদ্ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ। প্রজাপতির্ম্মনবে। মনুঃ প্রজাভ্যঃ। আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথা বিধানং গুরো কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটম্বে শুদ্ধদেশে স্বাধ্যায় মধীয়ানো ধার্ম্মিকান বিদধৎ আত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন সর্ব্ব ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ সখল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্ততে। অত্র বৈরাগ্যে বিরাগঃ দর্শিতঃ। বৃহদারণ্যকে। যেনাহং নামৃতাস্যাং

লাষে চিচ্ছক্তি মদ্‌ব্রহ্মে সকলই সত্য ইহা বুঝিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদ সারগ্রাহীগণ জগতে জয় যুক্ত হন ॥৬

চিদ্রাগ দ্বারা বিষয় বৈরাগ্যে বিরাগ বুদ্ধিযুক্ত। জড় বিষয় রাগে বিরাগযুক্ত। সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণে অর্পিতভাব দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত।

হিত্বা দেহগতং কুবুদ্ধিজমলং সম্বন্ধতত্ত্বোজ্জ্বলাঃ
সারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ ।৭।

কিমহং তেন কুর্য্যাং । তদুত্তরং । সহোবাচ নবা অরে পত্যুঃকামায় ইত্যারভ্য নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানে বেদং সর্ব্বং বিদিতং । অত রাগে বিরাগো দর্শিতঃ । সর্ব্বাত্মার্পণমেব দর্শিতমস্তি ঈশাবাক্যে । ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যসিদ্ধনং । মোক্ষে স্পৃহাহীনতা তৈত্তিরীয়ে । রসো বৈ সঃ । রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি । আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ । সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা । এতেন নির্ব্বেদ লক্ষণ মোক্ষেঽপি নিরস্তঃ । সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানেন দেহাত্মবুদ্ধিজাতমলং ত্যজন্তীতি । যদাত্মতত্ত্বেনতু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপাপমেনেহযুক্তঃ প্রপশ্যেৎ । অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধংজ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ । তমক্রতুং পশ্যতিবীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশং । তদ্যথা । ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমেব্যোমন্ । সো শ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি । জীবেশ মায়াসম্বন্ধজ্ঞানমেব সম্বন্ধ তত্ত্বং তেন উজ্জ্বলাঃ সম্পন্নাঃ ইতি ॥ ৭

মোক্ষেও বিগত স্পৃহ । জড়দেহগত বুদ্ধি মনকে দূরে পরিত্যাগ করেন । সম্বন্ধ জ্ঞানে উজ্জ্বল বুদ্ধি সারগ্রাহীগণ সর্ব্বলোকের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক জয়যুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭

ক্ষান্তাঃ দৈন্যদয়াদিভূষণযুতাঃ প্রেমাশ্রুকম্পান্বিতা
ব্যাগ্রাঃ স্বোন্নতিসাধনে হরিকথাশ্রুত্যাদিরাগোৎসবাঃ।

বেদতাৎপর্য্যাভিজ্ঞসারগ্রাহিশিক্ষা তৈত্তিরীয়ে। সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনং আহৃত্য প্রজাতন্তুং ব্যবচ্ছেৎসীঃ। কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং। স্বাধ্যায় শ্রবণাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং। মাতৃ দেবো ভব। পিতৃ-দেবো ভব। আচার্য্য দেবো ভব। অতিথি দেবো ভব। যান্য-বদ্যানি কর্ম্মাণি যানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। শ্রদ্ধয়া দেয়ং। যে তত্র ব্রাহ্মণা সম্মর্শিতা যথাতে তত্র তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্র বর্ত্তেয়াঃ। এষা প্রবৃত্তিপক্ষীয়া। মুণ্ডকে। পরীক্ষ্যলোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনঃ। এষা শিক্ষা নিবৃত্তিপক্ষীয়া। ব্রাহ্মণঃ বেদবিৎ ব্রহ্মবিচ্চ। য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাংস্যাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণ ইতি বৃহদারণ্যক বচনাৎ। এতৎস্বভাবাঃ সারগ্রাহিজনাঃ ক্ষান্তাঃ ক্ষমাশীলাঃ। দৈন্যদয়াদিভূষিতা প্রেমভাবান্বিতাঃ। স্বোন্নতিসাধনে আত্মো-ন্নতি সাধনে ব্যগ্রা উৎকণ্ঠিতাঃ। হরিকথাশ্রবণাদৌরাগোৎস যুক্তাঃ। দুঃসঙ্গাঃ আত্মহনো জনাঃ অবিদ্যোপাসকাঃ। অতি-

---

ক্ষান্তা ক্ষমাশীল। দৈন্যদয়াদি ভূষণযুক্ত। প্রেমাশ্রুকম্পান্বিত। স্বীয় উন্নতি সাধনে সর্ব্বদা যত্নবান। হরিকথা শ্রবণাদিতে রাগোৎসব লব্ধ। ভগবল্লীলা স্থলবাসে সর্ব্বদা রত। সর্ব্বদা

লীলাস্থানরতা হরেঃ পুলকিতাদুঃসঙ্গতঃ শঙ্কিতাঃ
সারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ ॥৮

বিদ্যারতা বা। অসম্ভুত্যুপাসকাঃ জড়সম্ভুত্যুপাসকাঃ। যথা বাজসনেয়ে। অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনা। আত্মানং ঘ্নন্তিইতি আত্মহন্। অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয়ো ইবতে যউবিদ্যায়াং রতাঃ। অবিদ্যা অজ্ঞানলক্ষণা। অত্র বিদ্যা মৃষাবাদলক্ষণা। অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভুতিমুপাসতে ততো ভূয়ইবতে তম উ সম্ভুত্যাং রতাঃ। সম্ভূতি জড়াত্মোৎপত্তিঃ লক্ষণাবুদ্ধিঃ। অসম্ভূতিঃ প্রপঞ্চাগমনাস্বীকার বুদ্ধিঃ। এতদুপাসকাস্তু দুষ্টাঃ তেষাং সঙ্গেষু শঙ্কিতাঃ। এবম্ভুতাঃ সারগ্রাহিনাঃ সাধবঃ। জগৎপূজ্যত্বাৎ তেষাং সঙ্গাৎ সর্ব্বার্থ সিদ্ধিস্যাদিতি॥ ৮

শাকেষ্ট শতকে পঞ্চ ষষ্ঠ্যব্দ সংযুতে ময়া।
কনকেন কৃতা টীকা নাম্নেয়ং কনক প্রভা॥

ইতি কনকপ্রভা সমাপ্তা॥

হরিপ্রেমে পুলকিত। দুঃসঙ্গ কোন প্রকারে না ঘটে তাহাতে শঙ্কিত। সারগ্রাহী বৈষ্ণব মহাজনগণ জগতের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক জয়যুক্ত হন॥ ৮

নির্ঘণ্ট

কলিকাতা
২ নং লাটুবাবুর লেন, "ফাইন আর্ট প্রেসে"
শ্রীনগেন্দ্রনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত।

VADE MECUM

ব্রহ্ম কায়স্থ

নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

দেব শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা।

সজ্জনতোষনী কার্য্যালয়,

১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট,

বিডন স্কোয়ার ডাকঘর,

রামবাগান, কলিকাতা।

মূল্য—॥৵০

কাপড়ে বাঁধা—৷৵০

ভিঃ পিঃ কমিশন

ও

ডাকমাশুল সতন্ত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি সজ্জনতোষণী কার্য্যালয় ১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান, বিডন স্কোয়ার পোষ্ট আফিস, কলিকাতা, ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

ভক্তিগ্রন্থ।

১। শ্রীপদ্মপুরাণ (সম্পূর্ণ সংস্কৃত মূল বঙ্গাক্ষরে, সূচীপত্র সহ) ৫৫০০০ শ্লোক, ১৯২২ পৃষ্ঠা ডিমাই ৮ পেজী, সুন্দর ও যত্নের সহিত মুদ্রিত। ভাল কাগজে ৬৲ হরিদাবর্ণ কাগজে ৭৷৹ কাপড়ে বাঁধা লইলে আরও ।৵০ করিয়া অধিক পড়ে।

২। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ কৃত মূল, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বিষদ ভাষ্য ভাষা সহ, সমগ্র সুন্দর অক্ষরে দুই খণ্ডে উত্তম কাপড়ে বাঁধা। এতৎ সহ অন্যান্য আরও ৮ খানি ভক্তিগ্রন্থ উক্ত পুস্তকে সংযুক্ত আছে, যথা— ১। শ্রীআম্নায় সূত্র, ২। হরিভক্তি কল্পলতিকা ৩। শ্রীতত্ত্ব-মুক্তাবলী বা মায়াবাদ শতদূষণী, ৪। ঈশোপনিষৎ ভাষ্য ও টীকা সহ, ৫। মনঃসন্তোষিণী, ৬। ষোড়শ গন্থ, ৭ শ্রীলক্ষ্মী-চরিত্র, ৮। শ্রীরাধিকা সহস্র নাম, শ্রীবালকৃষ্ণ সহস্র নাম ও শ্রীগোপাল সহস্র নাম। সমগ্র মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ভাগবতের বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গের শ্লোক গুলি সংগৃহীত হইয়া, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব

নির্দ্দেশিত হইতেছে। বিংশ কিরণে পুস্তক খানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। একটী একটী বিষয় লইয়া এক একটী কিরণ লিখিত হইয়াছে। যথা ১। প্রমাণ নির্দ্দেশ, ২। ভাগবতার্কোদয়, ৩। ভাগবত বিবৃতি ৪। ভগবৎস্বরূপ তত্ত্ব, ৫। ভগবৎশক্তি তত্ত্ব, ৬। ভগবদ্রসতত্ত্ব ৭। জীবতত্ত্ব, ৮। বদ্ধজীব লক্ষণ, ৯। ভাগ্যবজ্জীব লক্ষণ, ১০। শক্তিপরিণাম, ১১। অভিধেয় বিচার, ১২। সাধন ভক্তি, ১৩। ঐকান্তিকী নামাশ্রয়, ১৪। ভক্তি প্রাতিকূল্য বিচার, ১৫। ভক্ত্যানুকূল্য বিচার, ১৬। ভাবোদয় ক্রম, ১৭। প্রয়োজন বিচার, ১৮ সিদ্ধ প্রেম রস মহিমা ১৯। সিদ্ধ প্রেমরস গরিমা ২০। রস মধুরিমা। কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

৪। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কৃত বিষদ অনুবাদ সহ মূল্য ১৷৹, ঐ উত্তম কাপড়ে বাঁধা ১৸৹। শ্রীমধ্বাচার্য্য কৃত গীতাভাষ্য মূল্য ৷৹ স্বতন্ত্র। মূল, মধ্ব ভাষ্য ও বিদ্যাভূষণ ভাষ্য গীতা একত্রে কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

৫। শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক সরল বঙ্গ ভাষায় প্রণীত। নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তি, ভক্তি ও প্রীতি সম্বন্ধীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই গ্রন্থে প্রমাণ মালার সহিত বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরমার্থ ধর্ম্মনির্ণয়, গৌণ বিধি, পুণ্যকর্ম্ম, বর্ণবিচার, আশ্রম বিচার, আহ্নিক, পাপবিচার, বৈধীভক্তি ও তাহার লক্ষণ ভক্তি অনুশীলন বিধি, অনর্থবিচার, রাগানুগাভক্তি, ভাবভক্তি, ভাবুক লক্ষণ, জ্ঞান বিচার, রতিবিচার প্রেমভক্তি রস, সাধারণ রস, উপাসনা মাত্রের রসত্ব, শান্তরস, প্রীত ভক্তিরস বিচার প্রভৃতির সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

যাঁহারা বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতে ও তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তম কাপড়ে বাঁধা স্বর্ণাক্ষরে নাম সহ মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৬। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, মূল (সটিক ও সানুবাদ) মূল্য ১৲

৭। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত মূল (সটীক ও সানুবাদ) মূল্য ১৲।

৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। আর্য্য শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবতত্ত্বই আর্য্য ধর্ম্মের পরম ও চরমাংশ, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা হইয়াছে। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব সকলেই এই গ্রন্থে নিজ নিজ অধিকার বিচার করিবেন। অবতার বিচার, অভিধেয় বিচার, আত্ম তত্ত্ব, আর্য্য-শব্দ, আশ্রম ধর্ম্ম, ভারতীয় ইতিহাস, কর্ম্মকাণ্ড, কান্তভাব, কুতর্ক নিবারণ, কৃষ্ণতত্ত্ব, খ্রীষ্টের বাৎসল্য রস, গুরুবিচার, চন্দ্রবংশ, চৈতন্য প্রভু, জীবশক্তি, জ্ঞান, তন্ত্র তাৎপর্য্য, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, প্রেমভক্তি, ব্রহ্মতত্ত্বভক্তি, রতি রস, বর্ণধর্ম্ম, বৈকুণ্ঠ, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুবিস্তৃত উপক্রমণিকা ও উপসংহার সহ ১০টী অধ্যায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত আছে। মূল্য ১৲ টাকা।

৯। শ্রীশ্রীহরিনাম চিন্তামণি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সরল পদ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শ্রীনাম মাহাত্ম্য সূচনা, নাম গ্রহণ বিচার, নামাভাস বিচার, নামাপরাধ, সাধুনিন্দা, দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য, জ্ঞানাপরাধ, গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা, নামে অর্থবাদ অপরাধ,

নামবলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে তুল্য জ্ঞান, নামাপরাধ প্রমাদ, অহং মম ভাবাপরাধ, সেবাপরাধ ও ভজন প্রণালী প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মুখ নিসৃত নাম সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত শ্রীমহাপ্রভু শ্রবণ করিতেছেন। যাঁহাদিগের হরিনামে কিছু মাত্র শ্রদ্ধা আছে এই পুস্তক খানি তাঁহাদের হৃদয়ের ধন। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১০। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গল স্তোত্রং, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত মূল ও শ্রীবাচস্পতি কৃত সংস্কৃত টীকা, ইংরাজী উপক্রমণিকা সহ। পুস্তক খানি সংস্কৃতাক্ষরে মুদ্রিত কাপড়ে বাঁধা ১৲ এক টাকা মাত্র। ঐ পুস্তকের হিন্দি (ব্রজভাষায়) অনুবাদ স্বতন্ত্র /০ এক আনা মাত্র।

১১। শ্রীসংক্রিয়া সারদীপিকা। শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত। সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ। বৈষ্ণব স্মৃতি মতে যাঁহারা সংস্কারাদি করিবেন তাঁহাদিগের এই পুস্তকের মত গ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক বৈষ্ণবের গৃহে সংক্রিয়াসার দীপিকা থাকা আবশ্যক। কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১২। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সহস্র নাম—মূল ও অনুবাদ সপ্রমাণ। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১৩। শ্রীভজন রহস্য— অষ্ট নাম সাধন, সংক্ষেপে অর্চ্চন পদ্ধতি সহ সরল পদ্যে লিখিত,শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত। মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র।

১৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিজয় (বঙ্গ ভাষায় আদি পদ্য গ্রন্থ) মূল্য ॥• আট আনা মাত্র।

১৫। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম। মুল বলদেব ভাষ্য ও অনুবাদ মূল্য ॥• আট আনা মাত্র।

১৬। শ্রীগৌর বিরুদাবলী—বঙ্গানুবাদ সহ মূল্য ।/• পাঁচ আনা মাত্র।

১৭। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য। প্রমাণ খণ্ড ও পরিক্রমাখণ্ড। শ্রীনবদ্বীপ ধাম মণ্ডলের মানচিত্র সহ, পদ্যে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত। মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।

১৮। প্রেম প্রদীপ. (উপন্যাস) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত। মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।

১৯। ভাবাবলী মনঃশিক্ষা ও শিক্ষাষ্টক। একত্রে পুঁথির আকারে ভাল কাগজে মুদ্রিত মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।

২০। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম. শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত অনুবাদ সহ। মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।

২১। সজ্জনতোষনী পত্রিকা। ৪র্থ খণ্ড হইতে ৭শ খণ্ড পর্য্যন্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ ডাক মাশুল সতন্ত্র ⁄•।

২২। কল্যান কল্পতরু। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত। দ্বিতীয় সংস্করণ ক্ষুদ্র আকারে ১০০ খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৷৷/• এক টাকা নয় আনা। এক খণ্ডের মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।